সচিত্র

# কহিনুর।

## ঐতিহাসিক উপন্যাস।

---

শ্রীমন্মথনাথ কারক প্রণীত।

শ্রীগণেশচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা প্রকাশিত।

---

কলিকাতা,

দুর্লভ প্রেস—৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো।

---

সন ১৩১৩ সাল।

# বিজ্ঞাপন।

মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভা দুদ্বাহু রিব বামনঃ ॥

আমি মন্দবুদ্ধি তথাপি কবিকীর্ত্তি লাভ প্রত্যাশা করিয়া নিশ্চয়ই উপহাসের আস্পদ হইব। যেমন বামন প্রাংশু ব্যক্তি কর্ত্তৃক লভ্য ফলের লোভে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসনীয় হয়, অতএব সূক্ষ্মদর্শী পাঠপ্রিয় ভাবুক পাঠক মদীয় ক্ষীণবুদ্ধি রচিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রহণ করিলে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

বিনীত-

শ্রীমন্মথনাথ কারক প্রণীত

ও

শ্রীগণেশচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা প্রকাশিত
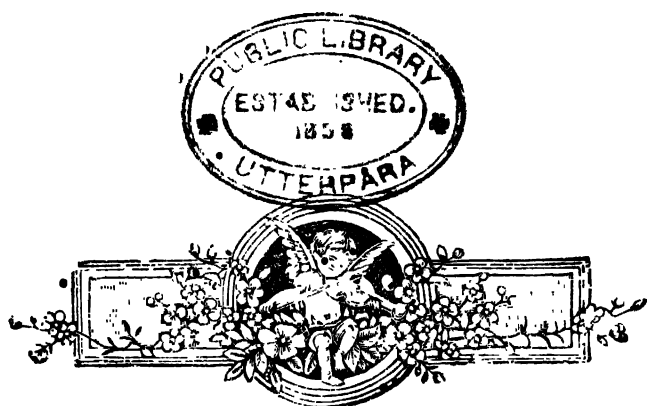
# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## মন্ত্রণাগার।

যামিনী দ্বিযাম উত্তীর্ণা। প্রকৃতি প্রশান্ত সুষুপ্তির মাঝে কাহারও. সাড়া শব্দ নাই। ঐ সময় কলিঙ্গ মহা নগরীর শোভা একরূপ নয়নের আনন্দ উৎপাদন করিতেছিল। ঊর্দ্ধে নৈশাকাশ, নিম্নে শান্তি নদী কল কল রবে অবিশ্রান্ত তরঙ্গ সংযোগে নৃত্য করিতে করিতে অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। লুপ্ত রন্ধ্র শব্দহীন কেবল পাদপ শাখায় পত্ররতিকা কুলের. কুলায় পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রজা-বর্গ সকলেই নিদ্রিত। কেবল রাজপ্রাসাদের কয়েকটী চিন্তা-ক্লিষ্ট ব্যক্তি এখনও জাগরিত রহিয়াছে। দুঃখ পরম্পরা ব্যক্তি আর কেহই নয়। স্বয়ং কলিঙ্গেশ্বর ইন্দ্রবিজয় সিংহ, আর সেনাপতি সমর সিংহ এবং রণজিৎ সিংহ আর রাজসখা মধু-ভাণ্ড ইহারাই রাজপ্রাসাদের গুপ্ত মন্ত্রণাগারে এখনও জাগরিত রহিয়াছেন। কলিঙ্গ ঈশ্বর শিরঃকম্পন করিয়া সেনাপতিকে কহিতেছেন :—

ইন্দ্র। শুন সেনাপতি! যায় যাবে প্রাণ তাহে নাহি ক্ষতি।
যোঝ প্রাণপণে, অরাতিমণ্ডলে দেখাও ক্ষত্রিয় গৌরব।
পবিত্র ভারত মাতায় অস্পৃশ্য যবনে—
লভিবে সবলে দুষ্ট আমা উপেক্ষিয়া।
শুন রণবীর! রণে হয়ে স্থির,
নিহত করহ সদা যবনবাহিনী।
যবন শোণিত স্রোতে ভারত মাতার
করহ তর্পণ দান অসি কোষ করি।
সমরপ্রাঙ্গণে তীক্ষ্ণ শরাসনে,
শ্মশ্রুসহ কাটি পাড় বিপক্ষের শির।
জননী সমান যিনি রাখিয়াছে হৃদিপ'রে,
কেমনে বলহে তায় সমর্পি যবন করে?
সম্মুখ সমরে মরি লভিব পরম গতি
অবনীমণ্ডলে যশ রবে চিরকাল।
শৃগালের সম স্বাধীনতা দিয়া
বন্দী হয়ে রব কেন বিপক্ষ আবাসে।
স্বাধীনতা সম সুখ নাহিক জগতে
তাহা তেয়াগিয়া ফল, কিবা এ জীবনে?
আত্ম সমর্পণে যুঝি এস রণে—
অদৃষ্টের লিপি যাহা ঘটিবে পরে।
ক্ষত্রিয় কুলে সকলে লভেছি জনম
অসিতে ত্যজিব প্রাণ সমর প্রাঙ্গণে।
কেন বদ্ধ রব বিপক্ষ শৃঙ্খলে।
কুযশ রাখিব কেন ভারত মাঝারে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

'গুরুর কৃপায় নিশ্চয় লভিব জয়।
নাশিব যবন দলে ফেরুপাল সম
করি খণ্ড খণ্ড অরাতির মুণ্ড
ভাসাইব শান্তি নদীর প্রবল তরঙ্গে।
ঘোষিবে ক্ষত্রিয় যশ জগৎ নিবাসী
কাঁদিবে যবনকুল আকুল জীবনে'।

সমর সিংহ। ভূপাল! কিবা ভয় অধম যবনে?
হেরিয়াছি রণে যত যবন শকতি।
দিগন্ত বিভাসি অসি করি আস্ফালন
নক্রে মিশাইনু যবে যবনবাহিনী
হয়ে ছত্রভঙ্গ ভয়াকুল প্রাণে
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত নিচের দল।
ক্ষিপ্রহস্তে চালি অসি শাসি বৈরীকুলে
বিমুখ করিনু সবে সমর প্রান্তরে।
রাজন্! তব অন্নে এ জীবন করেছি ধারণ
তব কার্য্যে হেলা করি অধর্ম্ম অর্জ্জিয়া
পুন্নাম নরক মাঝে করিব গমন?
কেন কিবা প্রয়োজন প্রাণে,
প্রভুর কার্য্যে যদি যায় এ জীবন,
স্বার্থকতা কিছু তায় হবে সম্পাদন।
নশ্বর জগত মাঝে নাই কিছু আপনার,
কেবল রহিবে ভবে সুযশ কুযশ তার।
ক্ষত্রিয় সন্তান কেবা বল কোথা
সম্মুখ সমর ত্যজি পলায় সুদূরে?

রাজন্! যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ
কভু না করিব হেলা তোমারি বচন,
ধুলিকণা ভাবি রণে যবন নিচয়ে,
বীর্য্য বাতে মিশাইব অনন্ত আকাশে।
প্রবেশি অরাতি মাঝে অসি সঞ্চালনে
করিব যবন ক্ষয় প্রফুল্ল অন্তরে।
কলিঙ্গ ঈশ্বর! ত্যজ মন দুঃখ কিবা চিন্তা আর?
ফাটে হৃদি মোর নেহারি ও মুখ, শান্ত কর প্রাণ।

রণজিৎ সিংহ। কলিঙ্গ ঈশ্বর! কিবা ভয় দুর্বৃত্ত যবনে।
সমর প্রাঙ্গণ ভূমে বিপুল বিক্রমে,
আক্রমিব যবনবাহিনী,
কহ বীরবর কর্ত্তব্য কিবা বীরের জীবনে?
ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য পালন অরাতি মর্দ্দন।
কি ছার যবন তায় গণ্য নাহি করি,
কি চিন্তা করহ প্রভু কলিঙ্গের পতি।
অন্ন দাস মোরা থাকিতে এ প্রাণ
তব প্রাণে না রাখিব ব্যথা।
যবন সংগ্রামে করি আত্ম বলিদান
যুঝিব যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।
সর্ব্বশক্তিমান সেই ভগবান
দেখ কি বিধান ঘটান অদৃষ্টে।
সংকল্প আমার যবন সংহার
তাহা না হইবে অন্যথা।
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে পশি বৈরী দলে

সমূলে করিব নাশ অধম যবনে।
শুন মহীপাল! ত্যজ হৃদয় বিকার।
শান্ত কর মন, ভাব গুরুর চরণ
জয়লাভ হবে অচিরাৎ।
শ্রীগুরু প্রসাদে ঘুচিবে বিষাদ
অরি ক্ষয় হবে তব নাহিক সংশয়।
দৈব শক্তি বিনা জয় নাহি হয় রণ
দৈবের অদ্ভুত শক্তি শুভ ফলদাতা।

ইন্দ্রবিজয়। পরম সন্তোষলাভ করিনু জীবনে,
আশ্বস্ত হইল প্রাণ আশ্বাস বচনে।
বিপদের সখা বট জীবনের বন্ধু
সান্ত্বনা করিলে মম অশান্ত হৃদয়ে.
নিশ্চয় লভিব জয় যবন সমরে,
আর নাহি চিন্তা মম তিলার্দ্ধ অন্তরে।

মধুভাণ্ড। মহারাজ ঘুচুক অরিষ্ট তোমার।
যবন সমূলে—যাক্ রসাতলে
শান্তি হোক্ কলিঙ্গ নগরী।
ঘটালে বিপাক বন্ধ হল পাক
মিষ্টান্ন কিছু নাহি আর।
উদর জ্বালায় উরু কাঁপে হায়
দাঁড়াতে না পারি ঘুরিতেছে মাথা।
মহীপাল! কি জঞ্জাল পড়িল কলিঙ্গে?

ইন্দ্রবিজয়। কেন প্রিয়সখা! ভোজন কি হয় নাই তোমার?
ভাণ্ডারে প্রস্তুত খাদ্য তবে কেন ক্ষুধায় কাতর?

যাহ অন্তঃপুরে যা ইচ্ছা উদরে কর পূজা দান।
দধি দুগ্ধ ছানা, সন্দেশ মিহীদানা,
মিঠাই মণ্ডা মনোহরা।
ক্ষীরমোহন মোহনভোগ কালাচাঁদ শুভযোগ
কহ কিবা অপ্রতুল তায় ?
প্রতুল প্রস্তুত ভোজ্য। ভোজন করগে দ্বিজ
কেন বৃথা দহ ক্ষুধানলে।

মধুভাণ্ড। রাজন্! তব যত্নে এ দেহ ধারণ।
বিপদে তোমার হৃদয় আমার
ফাটে নাকি শতধা হইয়া ?
কাঁদে সদা প্রাণ ঝরে দুনয়ন
প্রকাশিব কায়, পুড়ি মনাগুণে।
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখাদ্যে বিতৃষ্ণা
মনোকষ্টে কাটিতেছে কাল।
যবন্ সংগ্রাম কিবা পরিণাম,
ভাবিয়া আকুল প্রাণ।
রাজন্! পুত্র সম করিছ পালন
হেন সুখ পাইব কোথায় ?
নাহি ভাবি মনে সোণার কলিঙ্গ
সমর তরঙ্গে যাবে ভাসি।
হায় জন্মভূমি! কেন মা নিদয়া তুমি
কলিঙ্গ ঈশ্বরে ?
কিবা অপরাধে ফেলিলে প্রমাদে
ধরি পদে ক্ষমা দে জননী !

চন্দ্রবিজয়। সখা! ত্যজ অনুশোচ
সম্পদ বিপদ জেনো মনুষ্য জীবনে।
কয়দিনের রাজ্য, কিসের মাৎসর্য্য
জলবিম্ব প্রায় জলেতে মিশায়।
এই সিংহাসনে পিতামহগণে
তেয়াগিয়া বল যাইল কোথায়?
সখা! সুখ দুঃখ ধাতার লিখন।
স্মর মনে পুরাণ ইতিহাস।
শ্রীবৎস শ্রীনলরাজ কলির—
কোপেতে পড়ি ভুঞ্জিল কি দুঃখ।
ভাবি অমঙ্গল চিন্তা কর'না অন্তরে
যা আছে অদৃষ্টে মম ঘটিবে তাহাই।
রাজ্য লক্ষ্মী ত্যজে যদি দুর্ভাগ্যে আমার
শত চেষ্টায় রাখিতে না পারিব তাঁহায়।
চল সখা যাই অন্তঃপুরে।
সান্ত্বনা করিগে তোমায় মিষ্টান্ন ভোজনে।
আহা শীর্ণ কলেবর হেরি ক্ষুধার তাড়নে।
কেন সখা বল নাই আমায় এ কথা?
অনশনে কেন কষ্ট দিয়েছ জীবনে
শুকাইয়ে গিয়েছে মরি ও চাঁদবদন।
সেনাপতি! যাহ সবে শান্তি দুর্গমাঝে।
করগে বিশ্রাম এই সামান্য রজনী।
নাহি রাতি আর শান্তি ভুঞ্জিবার
বুঝি বা উদিত ভানু পূরব প্রাঙ্গণে।

যাহ সেনাপতি শান্তি নিকেতনে।
এস সখা যাই মোরা ভোজন আগারে।

জগত সুখ দুঃখ বোঝেনা। জীব অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক্ তাহাতে ক্ষতি নাই। পৃথিবী মরুভূমি হউক্, তাহাতে দুঃখ নাই। কাটাকাটি কর, রক্তে নদী বহাও, তাহাতে ভেসে যাও, পুড়ে মর, ডুবে মর, জগতের কোন চিন্তা নাই। রাজা হও, রাজসিংহাসনে ব'স, তৎপর দিবসে ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে উদরান্নের জন্য লালায়িত হও তুমি হইলে, জগত অথবা কালের ভাবই একরূপ, তার পর দুঃখে প্রাণ কাঁদেনা। পরম প্রিয়তম প্রিয়তমা পুত্রাদি লইয়া স্বচ্ছন্দতাভাবে কালাতিপাত করিতেছ "কাল কাল" অমনি করালবদন ব্যাদন করিয়া তোমার সুখ শশধর গ্রাস করিয়া ফেলিল। তুমি পথে পথে কেঁদে বেড়াও, বুকে ছুরি মার, সাগরে ডুবে মর, উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ কর, তাহাতে জগতের কোনই অনিষ্ট হইবে না। পার্থিব জগতে পার্থিব বস্তু ওতপ্রোতভাবে পরিবর্ত্তন হইতেছে। অদ্য কলিঙ্গেশ্বর মহাচিন্তার হস্ত হইতে ক্ষণেকের তরে মুক্তিলাভের জন্য, শয্যাঙ্কে অঙ্গ বিস্তার করিয়া সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## সমর-ক্ষেত্র।

পাঠক মহাশয়কে ইতিবৃত্তের কিছু পরিচয় দিবার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনার বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকায় পাঠকের যেন আঁধারে পন্থা অতিক্রম করা হয়। আমি এই স্থলে কলিঙ্গের বিদ্রোহের পরিচয় প্রদান করি। সুবিখ্যাত হায়দ্রাবাদের অধীশ্বর নবাব আবেগার খাঁ। দুর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত যবনেশ্বরের প্রভাবে কাহারও সাধ্য নয় যে তাঁহার বিরুদ্ধে একটী মাত্র বাক্যনিঃসরণ করে। তৎকালীন তিনি এক প্রকার সাম্রাজ্যের সম্রাট স্বরূপ। যে সময়ের ঘটনা প্রকাশ করিতেছি, সে সময় ভারতমাতা যবন করে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের চতুর্ভিতে যবনের অত্যাচার বিঘোষিত। যবনের অত্যাচার রূপ প্রবল কিরণ হিন্দু নরপতির জ্যোতি হ্রাস করিয়াছিল। সত্য হইতে কলিযুগের বিবরণ ভারত পুরাণে পাঠ করিতেছি। পরস্পর রাজা রাজায় বিবাদ বিসম্বাদের অবসাদ নাই। ভৃগু চরিত্রে আদি বীর মধু, কৈটভ ও বিষ্ণুর সংগ্রাম লইয়া ক্রমান্বয়ে

যুদ্ধই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে পরশুরাম ও কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও দশানন। দ্বাপরে দুর্য্যোধন ও ভীমার্জ্জুন এবং কলিতে যবন সমভিব্যাহারে ক্ষত্রিয়ের শান্তি অভাব। আমার ধারণা হয় জগত সৃজন হইবার পর হইতেই যুদ্ধ কার্য্য প্রকৃষ্টভাবে ভারতে প্রচারিত রহিয়াছে। ভারতীয দ্রব্যের স্বার্থ ও সম্পদ বাসনাই বিপদের কারণ। জীবগণ স্বার্থে পর্য্যবসিত হইয়া কামনা চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্য জীবনে আশা-স্রোত অবিরত সম্পদ সাগরে প্রতিধাবিত হইয়া থাকে।

তাই আজ স্বার্থ পূরণের জন্য হায়দ্রাবাদেশ্বর নবাব আবেবগার খাঁ, সদলে কলিঙ্গ রাজ্য অধিকার করিতে আসিয়াছে। দুই সহস্র সৈন্য এবং দুইজন প্রধান সেনাপতি। একজনের নাম সাদের খাঁ, অপর একজনের নাম জাবেবদার খাঁ। সপ্তম দিবসাবধি কলিঙ্গশ্বরের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। পাঠক ঐ দেখ কলিঙ্গের অনতিদূরে সমরক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের অদ্ভুত সংগ্রাম। কলিঙ্গেশ্বর অসি আস্ফালন করিয়া যবন বিধ্বস্ত করিতেছে। যবনদল কেহ হত কেহবা আহত হইতেছে। ইহা নিরীক্ষণ করিয়া সেনাপতি সাদের খাঁ অসি-নিষ্কোষিত করিয়া কলিঙ্গেশ্বরের সেনানায়ক রণজিৎ সিংহের সম্মুখীন হইল। উভয়ে বাক্যযুদ্ধ চলিতে লাগিল।

সাদের খাঁ। আরে রে ক্ষত্রিয়াধম নীচ দুরাশয়!
আসিয়াছ পুনঃ রণে নাহি ঘৃণা হৃদে?
শৃগালের সম হারি বার বার—
পলাইলে লয়ে প্রাণ সুদূর প্রান্তরে।

কি সাহসে আসিয়াছ সমর চত্বরে ?
নাহিক নিস্তার আর শুনরে পামর !
ক্ষত্রিয় দুর্ম্মতি, না বুঝ কুখ্যাতি,
হীন জাতি আরেরে কাফের।
জান বাচ্ছা একখাদে গাড়িব সবার,
সয়তান ! পলাইবার নাহিক উপায়।

রণজিৎ। আরেরে দুর্বৃত্ত যবন !
কুকুর হইয়া কর সিংহে অপমান।
ক্ষত্রিয় হইতে বল ? কিবা ধর বাহুবল
অধম নিকৃষ্টের দল।
অসি ঘূর্ণিপাকে, ফেলিয়া বিপাকে,
ভাসাইব সবে নয়নের নীরে।
ক্ষত্রিয় সন্তান কিরে ডরে কভু রণে
কি জানিস্ সমর কৌশল ?
সাধ যদি মনে যুঝি ক্ষত্রসনে
শিক্ষা কর সমর প্রণালী।

সমর। পলাইয়া যাহ কোথা সমর ত্যজিয়া ?
দুষ্ট তিষ্ঠ ক্ষণকাল রণে।
দেখি কত বল যবন হৃদয়ে।
আয় দুরাশয়, বিলম্ব না সয়,
দিই যমালয় কৃপাণ প্রহারে।
আরেরে যবনাধম মরিবার তরে—
আসিয়াছ কলিঙ্গের সমর অনলে।
পতঙ্গের প্রায় পুড়ি ভস্মময়—

হবিরে নীচের দল যবন দুর্ম্মতি।
ক্ষত্রিয় সমরে আশা কর কিরে
পুনঃ ফিরে যাবে দেশে ?
কলিঙ্গ সংগ্রামে ; যবন অধমে
চির শান্তি হইবে রে কবরে নিহিত।

জাব্বেদার। ধিক্ রে বিধর্ম্মী ক্ষত্রিয়াধম !
বাক্‌যুদ্ধে পটু বড় হেরি রে পামর।
যবনে কবর কিবা ক্ষত্রিয়ে শ্মশান,
সমর নেহারি এবে কর অনুমান।
ক্ষণকাল পরে, কলিঙ্গ ঈশ্বরে,
সবান্ধবে হবে খণ্ডময়।
হের রে অলক্ষে—ঐ ক্ষত্রি পক্ষে
সবে ডাকিছে শমনে।
আরেরে দুর্ম্মতি না পাবে নিষ্কৃতি
হারাইবি প্রাণ যবন সমবে।
হও অগ্রসর রণে দেখি বাহুবল,
বিফল বিলম্বে আর কিবা প্রয়োজন ?
বুঝা যাবে বল, সমর কৌশল,
কত বীর্য্য ধরিয়াছ ক্ষত্রিয় হৃদয়ে।

দেখিতে দেখিতে বাড়বানলের ন্যায় সমরানল হু হু রবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্ষত্রিয় যবনে অদ্ভুত সংগ্রাম বাধিয়া গেল। সড়কিতে বল্লভিতে, ধানুকী বাঁটুলী, কৃপাণে কৃপাণে। এইরূপ উভয় দলের যুদ্ধের বিরাম নাই। সেনাপতি সমর সিংহের সহিত জাব্বেদার খাঁর ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে।

রণজিৎ সিংহের সমভিব্যাহারে সাদের খাঁর বিপরীত যুদ্ধ হইতেছে। স্বয়ং কলিঙ্গেশ্বর নবাব আবেবগার খাঁর সহিত অবিশ্রান্ত সমর করিতেছেন। সপ্তম দিবসাবধি সংগ্রামে ক্রমান্বয় কলিঙ্গ রাজের বলক্ষয় হইয়া আসিল। নবাবের দুই সহস্র সৈন্য দ্বিগুণ সাহসে যুদ্ধ করিতেছে। কলিঙ্গপতির সার্দ্ধ সহস্র সৈন্য কতক হত কতক বা আহত এবং কেহ কেহ ধৃত হইল। কেবল ইন্দ্রবিজয় সিংহ আর সেনাপতিদ্বয় এখনও যবনসমরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে যবনকুল দলন করিতেছেন। হত সৈন্য মনায়কং। সৈন্য ভ্রষ্ট হইলে সেনাপতি বা নরপতি কতক্ষণ যুদ্ধে জীবন ধারণ করেন। কলিঙ্গেশ্বর পদাতি বিনষ্ট হেরিয়া সক্রোধে নবাবের উপর অসি সঞ্চালন করিলেন। আবেবগার খাঁও ক্ষিপ্রহস্তে অসিচালনা করিয়া নরপতির কৃপাণের গতিরোধ করিলেন।

এদিকে সমরসিংহ জাবেবদার খাঁ কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইল। মহারাজ ইন্দ্রবিজয় ঘৃণায় ও ক্রোধে পুনরায় সবেগে নবাবের উপর অসি প্রহার করিলেন। তাহাতে যবনরাজ আহত হইলেন। উরুদেশে দারুণ আঘাত লাগায় অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। নরেন্দ্র যেমন আবার নবাবের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে যাইবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে সাদের খাঁ কলিঙ্গ রাজের মস্তকে সজোরে অস্ত্রাঘাত করিল। মহারাজ নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গে হত চৈতন্য হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। কলিঙ্গের রাজসিংহাসন শূন্য হইল।

এদিকে রাজ-ভাণ্ডার যবন কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠন হইতে লাগিল।

নবপতির একটী নয় বৎসরের পুত্র ছিল, ধাত্রী তাহাকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল চতুর্দ্দিকেঃ যবন বেষ্টিত, পলায়নের উপায় ছিলনা। জাব্বেদার খাঁর নয়ন হইতে ধাত্রী কোনরূপে কুমার ইন্দুবিজয়কে গোপন করিতে পারিল না। জাব্বেদার খাঁ ধাত্রীর ক্রোড় হইতে সবলে কুমারকে ছিনাইয়া লইল। ধাত্রী চরণে পতিত হইয়া কুমারের জীবন ভিক্ষা করিল। যবন কিছুতেই তাহার রোদনে কর্ণপাত করিল না।

এখানে রাজ্ঞী বিন্দুমতি ভূপতির ভূ-শয়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে পাগলিনীর প্রায় সমরভূমে আগমন করিতেছেন। মুক্তকেশা রোরুদ্যমানা নানা অলঙ্কার পরিবৃতা। কটীদেশ সজোরে বসনে আঁটা। উন্নত পীনযুগল যেন যবনকুল ভস্মীভূত করিবার জন্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নয়ন হইতে যেন বহ্নিকণা নির্গত হইতেছে। বিন্দুমতীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যবনকুল ব্যাকুল হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। রাজ্ঞী পতির চরণে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বিন্দুমতী। হা নাথ! কলিঙ্গেশ্বর হৃদয়বল্লভ!
কোথায় যাইলে প্রভু ত্যজি অভাগীরে?
বারেকের তরে নাথ উঠ একবার
প্রিয়া বলি সম্ভাষিয়া জুড়াও জীবন।
কেন ধরাতলে ত্যজি সিংহাসন,
কিবা অভিমান হয়েছে অন্তরে?
ক্ষণেক মেলহ নাথ ও কমল আঁখি
জনমের শোধ হেরি ও বয়ান।
ভগবান! কি বিধান ঘটালে কলিঙ্গে?

যবনের বাড়ালেন গৌরব।
এত বিড়ম্বনা কুটিল কল্পনা
তবে কেন হিন্দুর রেখেছ জীবন।
হিন্দু রাজাগণে নাশি জনে জনে—
যবনে দাও রাজ্য একছত্র করি।
প্রাণসখা! প্রাণসখা! উঠ একবার
হৃদয় ফাটিয়া যায় ও মুখ নেহারি।
কাঁদে বিন্দুমতী তব দুর্দ্দশা সাগরে পড়ি।
প্রাণনাথ প্রাণনাথ কলিঙ্গ ঈশ্বর!
যবনকবল হ'তে রাখ এ দাসীরে।
হা বিধি কি বিধি করিলে আমার।
হরিলে পতি পুত্র হানি হৃদে ছুরি।
কোথায় লভিব শান্তি কহ বিধি মোরে?

আবেবগার। চল অন্তঃপুরে চিরশান্তি পাইবে সুন্দরি!
প্রধান বেগম করি রাখিব তোমায়
রাজ্য ঐশ্বর্য্য যত সকলি তোমার।
দাস হয়ে সেবিব হে চরণযুগল।
মৃত পতি লাগি কেন অনুরাগী
অনুশোচ ত্যজ লো যুবতী।
এ দাস তোমার লবে সব ভার
কিবা চিন্তা আর ওহে বরাননে।

বিন্দুমতী। শুনরে দুর্ব্বৃত্ত যবন!
দিই অভিশাপ অচিরাৎ যাও যমালয়।
অমরের সুধা কিরে কুকুরে ভুঞ্জয়!

মুক্তার গাঁথাহার শোভা কিরে পায় কভু—
শাখামৃগ গলে?
অধম যবন! কোন মুখে কহ হেন
কুৎসিত ভারতী।
ধিক্ শত ধিক্ ওরে স্বার্থপর
স্বামীহন্তা নরপিশাচ পাষণ্ড পামর।
হের দুরাশয় ক্ষত্রিয় বালার
শান্তি কারে কয় অশান্ত জীবনে।
লভিবে আমায় বাসনা তোমার?
তিষ্ঠ ক্ষণকাল পূজিয়া স্বামির পদ
ভজিব তোমায়।

বিন্দুমতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে স্বামীকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া ছুরি আমূল কণ্ঠে বসাইয়া দিল। ক্ষণপরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যবনপতি ঈদৃশ ব্যাপার পর্য্যাবলোকন করিয়া একবারে নিস্তব্ধ। যবনেশ্বরের যেন কলিঙ্গ জয় হইল না। যেন কোন এক প্রিয়বস্তু হারা হইল। বিন্দুমতির অমানুষিক রূপ রাশি নবাব হৃদয়াকাশে যেন বৈদ্যুতিক ক্রীড়া আরম্ভ করিতে লাগিল। আবেগাব খাঁর প্রাণ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, সুতরাং কি হইবে উপায় নাই। অনন্যোপায় বশতঃ বিন্দুমতির আশা ত্যাগ করিয়া নবাব স্বদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গের সুখৈশ্বর্য্য কালের অনন্ত-স্রোতে অনন্তকালের জন্য ভাসিয়া গেল।
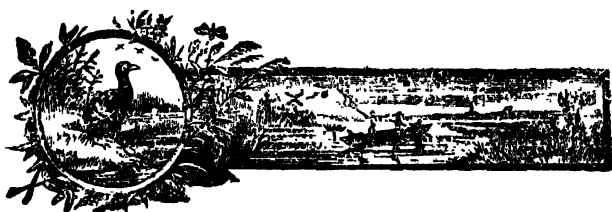
# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## প্রতিবেশিনী।

রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া তিমিরারি পূরব প্রাঙ্গণে দেখা দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে জগত হাস্যময় হইয়া উঠিল। আটটা নয়টা করিয়া বেলা এক প্রহর হইল। বৈশাখ মাস সূর্য্যের আতিশয্যে ধরণী দহ্যমানা। বিহঙ্গমকুল ব্যাকুল হইয়া স্ব স্ব কুলায় আশ্রয় লইতেছে। বেলাভূমে রাখাল বালকেরা গরু চরাইতে চরাইতে রবি তাপে আহত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে, কৃষিদল নদীর উপকূলে তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড় ইত্যাদি ফসলের আবাদ করিতেছে। শান্তি নদী তর তর তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে স্ফীত হইয়া যেন শ্রান্ত ব্যক্তিকে অবগাহনার্থে আহ্বান করিতেছে। ঐ সময় কলিঙ্গের কতিপয় নিতম্বিনীকুল কলসী কক্ষে লইয়া নদীকুলাভিমুখে আগমন করিতেছে। সকলে সৈকতে আসিল। ললনা সকল কুলে কলসী রক্ষা করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। কেহ বলিল ভাই, "অত বড় রাজ ভাণ্ডারটা যবন দৌরাত্ম্যে একবারে ছারখার হ'য়ে গেল! আহা

নেম নিত্যি পূজা, ব্রতের কত ধূম। অমন দযাশীল রাজা আব হবেনা, প্রজাকে কত সুখে রেখেছিল। আর একজন কহিল আহা, সে কথা আর বল্‌তে, অমন প্রজারঞ্জক রাজা কি আব হবে। কোথা হ'তে যবন এসে দেশজুড়ে ব'স্‌লো, জাত কুল রাখা দায়। অম্‌নি আব একজন বলিল—হ্যাঁ দিদি শুন্‌লুম নাকি, দু'জন মুচুরমান ঘোষেদেব বড় বউয়ের হাত ধরে টানা টানি 'কর্‌ছেলো, তারা 'নাকি চার পাঁচ ভাই তাই কিছুই কর্ত্তে পারিনি। অপরের হ'লে কি হ'ত ভাই? ওমা জাত যেতো যে, আমি শুনে ভযে কাঁটা। রাত্তিরে বাইরে বেরুইনি। এখন এই রকম অরাজকই হবে, এই মোটে রাজ্য দখল করেছে এত অত্যাচার, আব দু'দিন পরে ঘর থেকে টেনে নিযে যাবে। আর একজন বলিল, হ্যাঁ ভাই! রাণী মা নাকি যুদ্ধ কচ্চেলো। অপরা রমণী কহিল, না না যুদ্ধ কর্‌বে কেন; তাঁকে যবনে ধর্ত্তে এসেছেলো, সেই রাগে—রাণীমা একখানা তরোয়াল ঘুরিযে দু'জন যবনকে কেটে ফেলে, পরে অমনি সেহ তরোয়াল গলায দিযে পতির সহমৃতা হয। আহা, স্ত্রীজাতি কি পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে পারে? আচ্ছা ভাই, রাজকুমারের কি গতি হলো। তা' শোন নাই, কুমার ইন্দুবিজয়কে ধাত্রী 'নিযে পালাচ্ছেলো; আর অমনি একদল বিপক্ষ এসে পড়ে বুড়িকে মেরে ধ'রে কুমারকে ছিনিয়ে নিয়ে শেকোলে হাত পা' বেঁধে কারাগারে রেখেছে। অপরা কহিল, বলি এর ভেতোরকার ব্যাওরা কিছু জানিস্ কি? অন্য কামিনী বলিল, কি ক'রে জান্‌ব' দিদি! বলি ব্যাওরাটা কি ভাই? আহা, তা' জাননা, এই কলিঙ্গ রাজ্য ছারখারের মূল হরেন্ জমীদার। কি ক'রে

জান্‌লি ভাই ? আমরা সব খবর রাখি, হরেন্ মিত্রিই ত অর্থের লোভে কলিঙ্গের সন্ধান স্নুলুপ বল্লে দিয়ে রাজ্যটাকে জ্বলিয়ে দিলে। তা হোক্‌গে দিদি এত অধর্ম্ম সইবে না, উপুরে ধর্ম্মত আছেন ? দেখনা—ছ' এক বছরের মধ্যে নিঃবংশ হবে। অপর সকলে গণ্ডে হস্ত দিয়া আকস্মিক ভয়ে চমকিত হইয়া বলিল, বলিস্ কি অ্যাঁ চুপ কর্ ভাই, শুন্‌তে পেলে ছা বাচ্ছা একগাড়ে কর্‌বে, হরেন্ জমীদার সাক্ষাৎ যম। অপরা কহিল, আমরা জাতে তেঁতুলে বাগ্দী অনেকটা ক্ষত্রিয়। আমাদের তেনাদের কাছে সড়কী, বাঁকী, তলোয়ারের নেহাত অপমান হয় না, হয়ত এক হাত হ'য়ে যাবে, উচিত কথা বল্‌তে ডরাব কেন ? তা' ভাই—তোদের সাহস আছে, আমাদের ভয়ে প্রাণ কুলআঁটি। আচ্ছা দিদি! রাজবাড়ীর সেই পেটুক বামুনটা কোথা গেল ? তার অমন খাওয়া কে দেবে ? শুনেচি ছ'রেক চেলের ভাত একবারে খেয়ে ফেলে, তিন চার সের মিষ্টি জলযোগ করে। বাবা পেট ত নয় যেন মুদ্দূই। একটী খুদ্দুর রাক্ষস। হ্যাঁ ভাই! অমন সমুদ্দূর ঢাকাই পেট নিয়ে কোথায় আড্ডা কোল্লে। আমি বলি ভাই, তেমন খাওয়া না পেয়ে ক্ষিদেয় খুন হ'য়ে মর্‌বে। অপরা কহিল তা' আর বল্‌তে, অমন খাওয়া কোথা পাবে ? রাজার সখা ছিল—তেমন পেটের খোরাক জুটতো, এখন আর অমন পেট কে পুষবে বল দিদি ? অন্য রমণী বলিল, ও মা তা জাননা, তার যে খাবার জোগাড় হ'য়ে গেছে। কি রকম ক'রে হলো ভাই ? বলি শোনো, সেই যবন রাজার সর্দ্দার জী, সেই বামুনকে ধরে খুব গুঁতোগাঁতা খাইয়ে দাড়ি গোঁপ ছিঁড়ে একগালে চুণ আর একগালে কালী দিয়ে সহর

বদলী ক'রে দিয়েচে। ওমা বলিস্ কি দিদি! কি অরাজক হ'লো ভাই? অন্য কামিনী কহিল, আর যেখানে রাজা গেছে, তখন এই রকমই প্রজাপীড়ন হবে। চ' ভাই চ' বেলা অনেক হ'য়ে পড়েছে, ওমা তাই ত কথায় কথায় সূর্য্যি যে ডুবে গেছে লো চ—চ।

এই বলিয়া রমণী সকল স্নান আদি সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ ভবনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কৃষক সকল নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া গৃহাভিমুখী হইতেছে। দুইটার পর তিনটা তিনটার পর চারিটা ক্রমান্বয় বেলা পড়িয়া আসিল। বৈকালিক দক্ষিণানিল শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিনমণি সমস্ত দিবস অশ্রান্তভাবে কর বিতরণ করিয়া শান্তি লাভের জন্য অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। সরোবরে কমলিনী এতক্ষণ প্রফুল্ল অন্তরে প্রস্ফুটিতা হইয়াছিল, সূর্য্য অস্ত অবলোকন করিয়া বিষাদে মুদিতা হইয়া গেল।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## কাশীধাম।

ঘোরা রজনীকাল, বৈশাখ মাস, আকাশ গাঢ় মেঘসমাচ্ছন্ন। ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে প্রকৃতি প্রকম্পিত হইতেছে। পার্ব্বত্য পাদপ শ্রেণী বাত্যান্দোলিত হইয়া কাহার শাখা ও কাহার প্রশাখা এবং কোনটী বা সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইতেছে। মুষল ধারে বারিবর্ষণ হইতেছে। জগত মসী বসনাবৃতা, কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। চপলা বিভাষিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য তামসী জগত আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। শ্বাপদকুল ভয়াকুল প্রাণে বনভূমি পরিত্যাগ করতঃ গিরিগুহায় আশ্রয় লইতেছে। জল স্রোতে ধরণী প্লাবিত, মেঘের ঘোরনিনাদ শৈলকন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণতর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঐ সময় অবিমুক্ত কাশী ধামে তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে কতিপয় সাধু সমবেত হইয়া পর-মার্থিক তত্ত্বের আন্দোলন করিতেছেন। শিষ্য ভৈরবাচার্য্য স্বামিজীকে প্রশ্ন করিলেন।

ভৈরব। গুরু, আপনি বলিয়াছিলেন জলে, স্থলে, অনল,

অনিলে, পর্ব্বত বা বৃক্ষপত্রে শূন্যে ও প্রান্তরে ভগবান সকল স্থানেই নিজ প্রতিভা দীপ্যমান রাখেন। আচ্ছা দেব! এই দুর্য্যোগময় আকাশের সহিত ভগবানের কি কোনরূপ রূপের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়?

স্বামিজী। বৎস আকাশের সহিত, ঈশ্বরের স্বরূপ, ইহা ত প্রকৃষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি বহুগুণবিশিষ্ট পুরুষ, তন্মধ্যে তাহার তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিনটী গুণ সমস্ত গুণের প্রধান। বৎস! নারায়ণ আকাশের সহিত এক্ষণে তামসিক গুণের বিনিময় করিয়াছেন। কারণ আকাশকে যেমন ভীষণ দর্শন করিতেছ, ভগবানের বিকৃতরূপ এক্ষণে উহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আবার ঐ আকাশ যখন মেঘ অপসারিত হইয়া নির্ম্মল প্রশান্ত হইবে, তখন ভগবানের সগুণের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভৈরব। দেব! ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আপনি পরমেশ্বরের এক একটী রূপ গুণ আকাশের সহিত ঐক্য করিয়া আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন্।

স্বামিজী। ওহো! তুমি পয়োধের সহিত ঈশ্বরের সমস্ত রূপের বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবে।

ভৈরব। হ্যাঁ, গুরুদেব!

স্বামিজী। আচ্ছা, আমি ভগবানের স্বরূপ বর্ণন করি। তোমরা সকলে সজাগ কর্ণে শ্রবণ কর। নিরাকার নিরঞ্জনের সাকার মূর্ত্তি পীতবর্ণ। দেখ আকাশের প্রকৃত বিমল মূর্ত্তি নিলীময়। আরও শুন বৎস! ভগবানের অলক্ত-রঞ্জিত চরণের লোহিত আভা ও ওষ্ঠাধরের যে উজ্জ্বল কিরণ বিলসিত আছে,

আকাশেও বিজলী উদ্ভাসিত হইয়া ঐ চরণ কিরণের অনুরূপ শোভা ধারণ করে। নারায়ণ বংশীবাদন করেন, আকাশেও মধুর শব্দ নিঃসরণ হয়, অতএব বৎস! ইহা অপেক্ষা আকাশের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপের আর কি প্রমাণ পাইবে।

ভৈরব। না দেব! আর সন্দেহ নাই। সকল সংশয় বিদূরিত হইয়াছে। আ মরি মরি, জগদীশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় অমানুষিক ভবলীলা, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার কর্ত্তব্যতার প্রচ্ছন্ন মর্ম্ম হৃদয়াঙ্গম করে।

স্বামিজী। বৎস! বেদাতীত অনাদি পুরুষের আদি অন্ত কে অবগত হইবে? তিনি সর্ব্বস্বস্থা জগদেক আত্মা কারণময়, তাহার আরব্ধ লুপ্তকর্ম্মের কেহই তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিবেনা। নারায়ণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের এক স্থানে বসিয়া যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ইতি কর্ত্তব্যতা সম্পাদন করিতেছেন। প্রিয়তম! বিধি ব্রহ্মা যার অন্ত অপরিজ্ঞাত, সামান্য মানবে কি তাঁহার অন্ত পাইবার আশা করিতে পারে? এই ভবধামে আমরা কেবল তাঁর ক্রীড়নক মাত্র। ভগবান কর্ম্মসূত্রে জীবকে কেবল নৃত্য করাইতেছেন এবং মোহপাশে আবদ্ধ রাখিয়া, প্রাণীপুঞ্জের জ্ঞান লোপ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যপদেশ বুঝিবার কাহার শক্তি রাখেন নাই। পাঠক! স্বামিজী এইরূপ ভাবে আকাশের সহিত ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বিরত হইলেন। অনাদি আচার্য্য নামক এক শিষ্য স্বামিজীকে আবেদন করিলেন।

অনাদি। ভগবন্! প্রিয় শিষ্য ইন্দ্রবিজয়ের কি হইল প্রভু? যবনযুদ্ধে কি তাঁর জয়লাভ হইয়াছে?

স্বামিজী। বৎস! অদ্য দুই দিবস হইল, ইন্দ্রবিজয় যবন সমরে নিহত হইয়াছেন।

অনাদি। আহা, তেমন ধার্ম্মিক সত্যশীল ভক্তিবান নরপতি যবন কর্ত্তৃক নিধন হইল? আহা বৎস আমায় কত যে ভক্তি করিত, তা' আর কি বলিব। গুরুদেব! গুণধাম মহীপালের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ যার পর নাই শোকাকুল হইয়া উঠিল।

স্বামিজী। বৎস, নিয়তি লিখন অখণ্ডনীয় কালের হস্ত হইতে কেহ কোনকালে নিস্তার পাইবেনা। মরণশীল জগতে জীব কর্ম্মফাঁস হইতে মুক্ত না হইয়া অবিরত এই ইহধামে গতি বিধি করিয়া থাকে। যতদিন—জীবের কর্ম্মফাঁস মোচন না হয়, তত কালাবধি জন্ম মৃত্যুর দারুণ নির্য্যাতন উপভোগ করিতে থাকে। মনুষ্যের কর্ম্মফল অমুন্মোচনীয়। কৃত কর্ম্মের ফলাফল উপায়ের দ্বারা বিফল করিবার যো নাই। সেই আলোকময়ের অলোক লিপি বিলোপ সাধন হইবার নয়।

অনাদি। প্রভু! বিন্দুমতি বা রাজকুমার ইন্দুবিজয়ের কি গতি হইয়াছে? তাহাদিগকে কি যবনে জীবিত রাখিয়াছে? বলুন্ দেব! আমার প্রাণ বড় কাতর হইয়াছে, বহু যত্নপালিত রাজপুত্র ও রাজমহিষী পরাধীনা হইয়া কি ভাবে যবন ভবনে জীবন যাপন করিতেছেন?

স্বামিজী। বিন্দুমতী রমণীকুলের শিরোমণি সতির চরমাদর্শ। পতি অনুরাগিণী সতী সতির মতনই কার্য্য করিয়াছে। বৎস ইন্দ্রবিজয় স্বাধীনতার ও মনের উচ্চতার পরিচয় দিয়া ক্ষত্রিয় জাতির বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যবন সমরে যৎকালীন

প্রাণত্যাগ করিলেন, বিন্দুমতী রণাঙ্গনে আগমন করিয়া পতির চরণবন্দন করতঃ শান্তিলাভের জন্য স্বামীর সহমৃতা হইয়া অনন্ত শান্তিধামে গমন করিয়াছেন।

অনাদি। তাহা উত্তম হইয়াছে, আর কুমার ইন্দুবিজয়ের কি হইল ?

স্বামিজী। কুমার এক্ষণে যবন কারাগারে বন্দী।

অনাদি। আহা দেব! সুকুমার যবন নিগৃহীত হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিবে। ইন্দুবিজয় কি আর মুক্তি হইবে না। কলিঙ্গের সিংহাসন কি যবনের আসন হইয়া থাকিবে। ইন্দুবিজয় কি রাজ-সিংহাসনে বসিবে না। ভগবান তবে কি উদ্দেশ্য সাধনের মানসে কুমারকে ভবধামে প্রেরণ করিয়াছেন। এই কুমার কালাবধি কি যবন কারাগারে পরিণত করিবার জন্য ?

স্বামিজী। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি বোঝেন। না বৎস, ভবিষ্যতে কুমার মুক্ত হইয়া কলিঙ্গের রাজ-সিংহাসন লাভ করিবে।

অনাদি। আর কোন্ উপায়ে কুমার মুক্ত হইয়া সিংহাসন লাভ করিবে ? কুমারের সৈন্য সামন্ত সহায় বল তো কিছুই নাই দেব।

স্বামিজী। বৎস! ভগবান মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রদান করিয়া ভবিতব্যের মর্ম্ম বুঝিবার কথঞ্চিৎ শক্তি দিয়াছেন। কুমার ইন্দুবিজয় কি উপায়ে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার বিবরণ তোমার নিকট প্রকাশ করি শ্রবণ কর। হায়দ্রাবাদেশ্বর আবেগার খাঁ দুই চারি দিবস মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিবে। নবাবের মৃত্যুর কারণ শ্রবণ কর। ইন্দ্রবিজয়ের সহিত যখন আবেগার খাঁর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া

ছিল, তৎকালীন নরপতি কর্ত্তৃক নবাব ভীষণতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে আব্বেগার বিষম প্রপীড়িত রুগ্নশয্যায় শায়িত। হকিমের চিকিৎসা চলিতেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় শক্তিসঞ্চালিত কৃপাণের ক্ষতস্থানে কিছুতেই শোণিতধারা নিবারণ হইতেছেনা। আর অধিক বিলম্ব নাই নবাবের আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। দুই এক দিবসের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ হইবে। বৎস, নবাবের মৃত্যু হইলেই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকিবে। গৃহবিচ্ছেদ হইবে। ইহাতে কুমারের আর একটী মুক্তির শুভোপায় সমুপস্থিত হইবে। নবাবনন্দিনী কহিনুরা কুমারের অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহার একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িবে। তা' হইলে আর কুমারের মুক্তির কোন কণ্টক রহিল না। কিন্তু বৎস, তুমি নবাবের মৃত্যুর পর একবার কারাগারে গমন করিয়া কুমারকে উপদেষ্টা করিয়া আইস। আর যুবরাজ যেন যবন কুমারির প্রণয় অবজ্ঞা না করে, তাহাও ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া আসিবে। প্রিয়তম! আর কহিনুরার জীবনী রহস্য তোমার তো কিছু অবিদিত নাই। অতএব কুমারের ভবিষ্যৎ জীবনের অদৃষ্টলিপি প্রকাশ করিলাম। বৎস, জানিও ইন্দুবিজয়ের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মহানুভব তৈলঙ্গ স্বামী এই পর্য্যন্ত কুমারের ভাবি মঙ্গল প্রকাশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। স্বামিজীর মুখে কহিনুরার কথা শ্রবণ করিয়া, অনাদির অধরপ্রান্তে কিঞ্চিৎ হাস্যরেখা স্ফূরিত হইল। পাঠক! বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমরা এস্থান হইতে অবসর লই আসুন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## রুগ্ন-শয্যায়।

আন্দাজ বেলা চারিটা, বৈশাখের রৌদ্র, অগ্নিবৎ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। প্রান্তরভূমি মার্ত্তণ্ড করে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। পথে বাহির হইবার যো নাই, হিংস্রক জন্তু হিংসা ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত গুহায় শান্তিলাভ করিতেছে। ঐ সময় হায়দ্রাবাদ রাজপ্রাসাদের একটী নিভৃত গৃহে নবাব আব্বেগার খাঁ রুগ্ন-শয্যায় শায়িত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হকিম সাহেব চিকিৎসা করিতেছে। প্রধানা বেগম বিবি সাদিরাণা শয্যায় বসিয়া নবাবের শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিয়াছে। খাঁ সাহেবের সংজ্ঞা নাই, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তিরোহিত। কেবল জলপানেচ্ছায় মুখব্যাদন করিতেছে। হকিম নবাবের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃতি করিল। বিবি সাদিরাণা সুর্ম্মা রঞ্জিত বিস্ফারিত নয়নের কটাক্ষ করিয়া হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল।

সাদি। কেমন দেখিলেন, আরোগ্যলাভ করিবে কি ?

হকিম। বড় দুরাশা, যেরূপ দেখিলাম তাহাতে অবস্থা বেশ ভাল বোধ হইল না। রোগীর অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। আর যেহেতু ক্ষতস্থানে রুধির বন্ধ হইল না, তাহাতে আর কিরূপ ভালর আশা আছে। বোধ করি অদ্য রজনীতেই নবাবের মৃত্যুর সম্ভাবনা।

সাদি। বলেন কি ? কি সর্ব্বনাশের কথা, তাহ'লে আপনি আজ যেতে পাবেন না, আপনি টাকার ভাবনা কর্‌বেন না ; সকলি পাবেন। আপনি যা পরিশ্রম কচ্চেন, প্রাণ দিলেও আপনার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

হকিম। সে কি আপনার নিকট টাকার ভাবনা ? তার জন্য চিন্তা করি নাই, না হয় আজ থাকলুম ; তাহাতে ক্ষতি কি আছে।

পাঠক ! হকিমের কি আর হকিমত্ব রাখিয়াছে। বিবি সাদিরাণা এক নয়ন ভঙ্গিতেই চিকিৎসকের দফা রফা করিয়াছে। বিবীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশের অধিক হইবে না, যৌবনের কুল উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। পিনযুগল উন্নত হইয়া যুবতির নিতম্বকে স্ফীত করিয়াছে। পরিধানে বেনারসী বসনের ঘাগরা, আটরটার উপর জরিযুক্ত গরদের ওড়না, সুষমার ইয়ত্তা নাই। নানাবিধ প্রসূন মুকুলে কবরীবন্ধন করিয়া তাহে সুবর্ণ অঙ্গুতিকা প্রদান করিয়াছে, শোভা আর ধরেনা, ক্ষীণ মধ্য মৃণাল সদৃশ ভুজবল্লী, রক্তিমাভা ওষ্ঠাধর, কবল দাড়িম্বের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট সমস্ত আননখানি, যেন একটী প্রস্ফুটিত নলিনী। পাঠক ! আর আমাদের হকিম সাহেবকে দেখিতে নেহাত মন্দ

নয়, দেহায়তন হাড়ে মাসে জড়িত। নয় স্থূল, নয় কৃশ, ফিট গৌর বর্ণ, মস্তকে কেশ বাউরী ছাঁটা, পারিপাট্য সহকারের বাঁকা টেরী; পরণে কালাপেড়ে ধুতী, গায়ে একটী চুনাটদার পাঞ্জাবী আস্তেন, চাপদাড়ি, আকর্ণ বিলম্বিত নয়ন, বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩৫ বৎসর বাস্তবিক হকিম একটী নবযুবা, তাহাকে দেখিলে সহজেই পতনমুখী রমণী আপনহারা হয়। সাদিরাণার বিষময় কটাক্ষবাণে হকিমের ধৈর্য্যচ্যুত হইল,—মর্ম্মাভ্যন্তরে কি যেন একটা অভিনব ভাবের উদয় হইয়া হৃদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তাইত এ কেমন হইল, প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছি, কৈ কখনতো সাদিরাণা এরূপ ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করেন নাই। তবে কেমন হইল। হকিম এই ভাব বিষম সংশয় তরঙ্গে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। এদিকে দিনমণি স্বীয় কর সংযত করিয়া অস্তমিত গিরি অবলম্বী হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সতী তারকালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ধরাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীর চন্দ্র ক্ষণেক পরে নিলীমাকাশে সমুদিত হইয়া জগৎ হাস্যময় করিয়া তুলিলেন। প্রকৃতি প্রশান্ত, নবাবের পুষ্পোদ্যান হইতে নানা কুসুমের সৌরভ আকর্ষণ করিয়া পবনচন্দ্র দিগ্দিগন্তে ছড়াইয়া দিতেছে। বসন্তাবির্ভাবে পিকবর প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে মুক্তকণ্ঠে স্বর বরিষণ করিতেছে। যাহাদের কান্ত দেশান্তরে তাহাদের আর দুঃখের পরিসীমা নাই। কোকিলের কুহু রব পবনের মৃদু আঘাত, বিরহিণীর পক্ষে যেন বজ্রাঘাত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু পবন পিকবরের সকর্ত্তব্য পালনের ক্রটী নাই; তাহারা অবিরত জীবপুঞ্জে অনঙ্গের উত্তাল

তরঙ্গে নাচাইতেছে। এমন সুখময়ী রজনীতে নবাব আবেগার খাঁ অশান্ত শরীরে মৃত্যুপন্নভাবে শয্যায় শায়িত; কতিপয় বেগম শুশ্রূষা করিতেছে এবং হকিম সাহেব পাসের একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া রোগের লক্ষণালক্ষণ পরিদর্শন করিতেছেন। এমন সময় অজিরা নাম্নী একটী বাঁদী আসিয়া হকিম সাহেবকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিল।

হকিম অমনি সতরস্তে বাহিরে আসিয়া বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিল।

হকিম। কেন কি হয়েছে?

দাসী। এমন কিছু হয়নি, খবর খুব শুভ, কিন্তু ডাক্তার বক্‌সিস চাই।

হকিম। তা' হবে, এখন সংবাদটা কি খুলে বল; আমি যে হাঁপিয়ে মলাম।

দাসী। খবরটা এক রকম হাঁপানই বটে, আপনার কপাল ফিরেছে। নবাবজাদী তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছে, শীগ্‌গির আসুন্ সেইখানে সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

হকিম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাঁদীর সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। বাঁদী হকিম সাহেবকে লইয়া একবারে দ্বিতলোপরি এক প্রচ্ছন্ন কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। হকিম দ্বারে দাঁড়াইয়া সঙ্কুচিত অন্তঃকরণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বিবি সাদিরাণা গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া হকিমের হস্তধারণ পূর্ব্বক টানিয়া লইল। যে সময় বেগম হকিমের কর ধারণ করিল, ঐ সময় ডাক্তারের হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎ

প্রবাহিত হইয়া গেল। হকিমকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া বিবি সাদিরাণা কহিল।

সাদি। ডাক্তার! আমায় বাঁচাও, বোধ হয় আমি এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম না।

হকিম। এমন সুস্থ শরীরে আপনার আবার কি পীড়া উপস্থিত হ'ল? কৈ রোগের কিছুতো লক্ষণ দেখ্‌ছি না;

( হকিমের কথা পরিশেষ হইতে না হইতে সাদিরাণা আবার কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া ডাক্তারকে কহিল )

সাদি। তবে তুমি কেমন চিকিৎসক? মানুষের চেহারা দেখে রোগ ঠাওরাতে পারোনা, কেবল নাড়ী ধর্‌তে শিখেছ; বলি রোগ কি এক রকম। আমার বহিস্থ শরীর দেখ্‌তে বেশ ভাল, কিন্তু প্রাণের ভিতর যে পুড়ে যাচ্চে; প্রাণের সহিত না মিশ্‌লে আমার প্রাণের পীড়া কি বুঝ্‌তে পার্‌বে।

পাঠক! বিবি সাদিরাণার যে প্রণয় বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর সুরসিক হকিমের বুঝিবার বাকী রহিল না। ডাক্তার তখন প্রণয়সূচক বাক্যৌষধে প্রেমপীড়িতা নবাব জাদির পীড়ার উপশম করিতে লাগিল। ঘোরা নিশিতে নিভৃত নিকেতনে যাচকা যুবতীর প্রণয় উপেক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। হকিম বেগম পরস্পরে একবারে প্রগাঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার উপর আবার দুরন্ত মীনকেতনের অমোঘ শর প্রহার, আর কি নিস্তার আছে; হকিম প্রমত্ত হইয়া কহিল।

হকিম। আমি স্বপ্নেতে ভাবি নাই যে, তুমি এই অধমের প্রতি এতাদৃশ কৃপা প্রকাশ করিবে।

সাদি। তুমি ভাব নাই! কিন্তু দাসী তোমায় দর্শন করিবা মাত্রেই তোমার রূপ সাগরে আমার জীবন যৌবন নিমজ্জিত হয়েছে, আমি মরেছি; এখন তুমি আমার জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন।

হকিম। কেবল তুমি মর নাই, আমার দশাও ঐরূপ; যখন তুমি আমায় রজনীতে থাকবার জন্য উপরোধ করেছিলে, সেই সময় হ'তে আমিও জীবন মৃত প্রায় হয়েছিলাম।

বলি—এই শক্র সঙ্কুল পুরীমধ্যে কিরূপে আমাদের প্রণয় অনবিচ্ছিন্ন থাকিবে?

সাদি। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই। আমিই প্রধানা, নবাব অবর্ত্তমানে যাবতীয় বিষয় বস্তু আমারই করায়ত্তে; কার সাধ্য আমার প্রতিকূলে কথা কয়।

বিবি সাদিরাণা প্রেমোন্মত্তা প্রযুক্ত বাহুদ্বারা হকিমকে আকৃষ্ট করিয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। হকিম তাহার প্রতিশোধ দিতে ভুলিল না। বিভাবরী দ্বিপ্রহর অতীতা, ঐ সময় নবাব প্রাসাদে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল! হায়দ্রাবাদের অধীশ্বর ইহজগৎ হইতে বিদায় হইয়া চরম সীমায় গমন করিল। বিষয়, বস্তু, মান, দর্প, প্রাণের প্রিয়তমা ইত্যাদি সকলের নিকট হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন্ সীমাবিহীন অজানিত রাজ্যে প্রস্থান করিলেন, তাহার নিদর্শন নাই। নবাব ভবনে বেগম মহলে রোদনের রোল উঠিল। কার্কুন, দাওয়ান, মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতি নবাবকে বেষ্টন করিয়া শোকাশ্রু পতন করিতেছে। জাহাঁপনার মৃত্যুতে সকলেই শোকাকুল হইল। হইল না কেবল সেই হকিম প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী বিবি সাদিরাণা।

মানব ইন্দ্রিয়াধীন প্রবৃত্তির দাস, রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কোন সময় যে কোন দিকে ধাবমান হয় তাহার নিরাকরণ নাই। প্রণয় কোনরূপে বাধা বিঘ্ন মানেনা। বারি প্রস্রবণ যেমন অবারিত হয়ে অবিরত প্রবাহিত হইয়া যায়, প্রণয় তদনুরূপ কোন লোকের নিন্দাবাদে বা ভয় প্রদর্শনে মনের সঙ্কল্প ভঙ্গ করেনা। নবাবের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া সাদিরাণা কৃত্রিম লোক দেখান আছাড় কাছাড় করিতে লাগিল। তদনন্তরে সেই রজনীতেই নবাবের সমাধিকার্য্য সম্পাদিত হইয়া গেল।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## হরেন্ জমীদার।

নশ্বর জগতে কাহার অভাবে কাহার মনের শান্তি নষ্ট হয় নাই। বরং কোন ব্যক্তির আরও সুবিধা হইয়া থাকে। হায়দ্রাবাদাধিপতি আব্বেগার খাঁ প্রায় এক বৎসর লোকান্তরে গমন করিয়াছে। ইহার মধ্যে বিরাট সংসার একবারে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ছারখার হইয়া আসিতেছে। কয়দিবস হইল নবাবের কয়েকটী অপহারিত হিন্দু বেগম প্রচুর পরিমিত হীরা প্রবাল নির্ম্মিত জেওর এবং নগদার্থ সংগ্রহ করিয়া কেহ সর্দ্দারের সহিত কেহবা কাজী পুত্রের সহিত স্থানান্তরে গমন করিয়া স্বাধীনভাবে দিনযাপন করিতেছে! আর আমাদের প্রধানা বেগম সাদিরাণী বিবি হকিম প্রেমে আত্মহারা। তাহার আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। প্রেমিককে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। জগৎ পুড়িয়া যাক্, সমুদ্রে ডুবিয়া যাক্ বায় রাক্, তিনি আপনার ভাবে উন্মত্তা। বিশৃঙ্খলাবশতঃ রাজ্যে অরাজক হইতে লাগিল। সুতরাং অশাসনীয় রাজ্য, শাসন করিবার লোক নাই, চুরি ডাকাতি

স্বেচ্ছাচারিতায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান! হীনের সর্ব্বনাশ প্রবলের পৌষমাস। ঐ সময় হরেন্দ্র জমীদার সুযোগ পাইল, তিনি তৎকালীন এক প্রকার নবাব বাহাদুর হইয়া দাঁড়াইলেন। মহলে আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। যাহারা নাতোয়ান প্রজা তাহাদের আর উৎপীড়নের পরিসীমা রহিল না। নিয়মিত কর না দিতে পারাতে তাহাদের বাটীর স্ত্রী কন্যাকে বেয়াবরু করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি ডোম, চণ্ডাল লাঠিয়ার সংগ্রহ করিয়া একটী দল বাঁধিয়া রাখিয়াছে, গ্রামের মধ্যে কোন প্রজাকে সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতে দেখিলে, অমনি রাত্রের মধ্যে তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। নবাবের পুত্রাদি কেহই ছিলনা, বড় বেগমের একটী মাত্র কন্যা কহিনুরা, সেই এক্ষণে কুলের প্রদীপ স্বরূপিণী এবং যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধি-কারিণী; তবে তিনি বালিকা। ছোট বেগম বিবি সাদিরাই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা, সমস্ত তাহারি হাত। রাত্র নয় ঘটিকা বাজিয়া গিয়াছে, দ্বিতল প্রকোষ্ঠের বাতায়নপথ উন্মুক্ত। ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস প্রবিষ্ট হইতেছে। গৃহমধ্যে বিবি সাদিরাণী ও হকিম উভয়ে একখানি পর্য্যঙ্কে সমাসীন হইয়া বাক্যালাপে মত্ত রহিয়াছে, হকিম সহাস্যে বলিল।

হকিম। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আমায় প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাস।

সাদি। প্রাণাধিক! আ-মরণ কাল তোমায় হৃদয়ে গেঁথে রাখ্‌বো, এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমারি; আমি তোমার আগল-দার মাত্র।

হকিম। আমার পূর্ব্বজন্মে কি পুণ্য সঞ্চয় ছিল তাহা বলিতে

পারিনা, যে তোমার ন্যায় স্বর্গসুন্দরী এই নরাধমকে এতাদৃশ কৃপা বিতরণ কর্‌বেন।

সাদি। হৃদয়েশ্বর! মাধবীলতা তমালেইত বিজড়িত হয়, কমলমধু ভৃঙ্গই পান করে থাকে; গুবরে পোকা কি তার৽স্বাদ পায়? আমার অদৃষ্ট গুণে তোমায় হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে পেয়েছি।

( উভয়ে এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছে, এমন সময় বাঁদী অজিরা আসিয়া বলিল )

অজিরা। বলি ওগো বড় মানুষের মেয়ে, আর যে বাছা গোপন করা ভার হ'লো। তোমার সাধের সেনাপতি সাদের খাঁ সাক্ষাৎ লাভের জন্য দ্বারে অপেক্ষা কচ্ছেন, এখন হুজুরের হুকুম?

( হকিম আকস্মিক ভয়ে জড় সড় হইয়া কহিল )

হকিম। আঃ বল কি? সেনাপতি, ওগো কোথা যাবো গো বিবি, কি হবে, কোথায় লুকোবো আঁ আঁ আমার ভয়ে যে গা গুর্‌গুর্ কুচ্চে গো এঁ্যা। ( হকিম হোন্‌নে মুখো হ'য়ে গৃহের চতুস্কোণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল ) সাদিরাণা অর্দ্ধ নিমীলিত বক্রনয়নে কটাক্ষ করিয়া বলিল।

সাদি। আ-মরণ ভয় কি? স্থির হওনা। তুমি যে একবারে নেহাত পুরুষ মানুষ, অকুতো সাহস, যাহ'ক কিন্তু। যাও অজিরা সেনাপতিকে নিয়ে এসো।

অজিরা। যে আজ্ঞা, এই চল্লাম তবে একটু সাম্‌লে থেকো। কেননা লোকটা বড় রোকা গোচের। ( বাঁদী প্রস্থান করিল সাদিরাণা হকিমকে বলিল )

সাদি। দেখ, ঐ আলমারী হইতে একটা শিশি ও একটা গেলাস আমার পালঙ্কের উপর রেখে দাও; আর একটা ভাঙ্গা বেদানা ঐ সঙ্গে রাখো। তার পর যা কর্ত্তে হয় সমস্তই আমি করে নেবো।

( বিবির আজ্ঞানুসারে ডাক্তার সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিলেন ) এমন সময় সাদের খাঁ বেগমের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সাদে। এ কি! আপনি শয্যাগত কেন? আর হকিম কেন আসিয়াছে কারণ কি?

সাদি। আরত দেখোনা? আর কি এই অভাগিনীদের দেখ্‌বার কেউ আছে। আজ সাত আট দিন শয্যাগত প্রাণ যায় যায়, তাই অজিরাকে বলে হকিম সাহেবকে আনিয়েছি।

সাদে। কৈ বাঁদীতো এ কথা একদিনও বলে নাই, তা হ'লে অবশ্য আসিতাম; আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আপনাদের দেখিব না তো কাকে দেখিব। আপনি এক্ষণে একটু সুস্থ হইয়াছেন তো?

সাদি। হাঁ ক'দিন ধরে ঔষধ খেয়ে এখন কিছু শরীরটা সুস্থ হয়েছে। তবে দেহে বেশ বল পাই নাই, উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে গা বমি বমি করে গা জ্বলে, পোড়া গায়ের জ্বলনই অধিক।

সাদে। এখন সকলি দূরে যাবে, রোগ কি একবারে আরোগ্য হয়? সাহেব এখন কেমন দেখিতেছেন, কত দিনে বেশ আরোগ্য হইবে?

হকিম। না আর কোন পীড়া নাই, আর দুই একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থলাভ করিবেন। এই যাহা ঔষধ আমি

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়েছি, ইহাই নিয়মিত পান করুন, এখন আমি আসি।

সাদে। হাঁ এস, আবার কাল আসিবেন।

হকিম। তা' আর বল্‌তে হবেনা, অগ্রে এইখানে আসিব।

( হকিম প্রস্থান করিল, সাদের খাঁ বেগমকে বলিল )

সাদে। জীবমাত্রেই পরমেশ্বরের বান্দা। তিনি যাহাকে সমাধিস্থ করিবেন তাহা নিবারণে কাহারও হাত থাকে নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নবাব বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছে, কি করিব, আমাদের দুরাদৃষ্ট। তবে এক্ষণে বলিতেছি, কহিনুরা বয়স্থা হইয়াছে, উহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনি বাক্য ঋণ হইতে মুক্ত হউন।

সাদি। হাঁ আমার স্মরণ আছে, সে বিষয় আমিও ভাবি। কহিনুরা তোমারি অঙ্কশোভিনী হবে। সে জন্য চিন্তা কি, দু'দিন যাক্ আমিও একটু সুস্থা হই।

সাদে। তা' আমি জানি, আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমার প্রতি আপনার চিরকাল সমান দয়া, ঈশ্বর করুন, আপনি আশু আরোগ্য হউন। তবে এক্ষণে আমি আসি, আপনি নিয়মিত অনুসারে ঔষধ আদি পান করিবেন। আর বাঁদী যেন আপনার নিকট সদা সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করে।

পাঠক! এই কহিয়া সাদের খাঁ বেগমের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে, একবার কহিনুরাকে দর্শন করিয়া যাই। দেখি এখন কিরূপ ভাবে, কোথায় অবস্থান করিতেছে। এইরূপ ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া সাদের কহিনুরার ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইল। সেনাপতি দ্বিতলের গৃহ নীচের

গৃহ পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত অন্বেষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই কহি-নুরার অনুসন্ধান পাইল না। সাদের খাঁ বিষম সংশয় সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। ভাবিল যে গেল কোথায়, আবার ভাবিল কারাগারটা দেখিয়া আসি। অমনি কারাগার দিকে গমন করিতে লাগিল, গিয়া দেখে ইন্দুবিজয় যে গৃহে বন্দী, সেই গৃহে কহিনুরা বসিয়া বন্দীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সেনাপতি অন্তরাল হইতে তাহা শুনিতে লাগিল। কহিনুরা বন্দীকে বলিতেছে।

কহি। আপনি কি অপরাধে এরূপ দারুণ যাতনা ভোগ করিতেছেন।

ইন্দু। তুমি কে আগে পরিচয় যাও? আর এই রজনীতে একাকিনী কেন কারাগারে আসিয়াছ?

কহি। আমি নবাবের কন্যা, আমার নাম কহিনুরা; বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়াছি এই আমার পরিচয়; এইবার আমার কথার উত্তর দিন্?

ইন্দু। তুমি আমার শক্র কন্যা, তোমায় আত্মপরিচয় দিয়া কি ফল হইবে; তুমি গৃহে যাও, আমার নিকট কোন বিষয় জানিতে পারিবে না, আমি নারী জাতিকে নিজ পরিচয় দিবনা।

যুবরাজ ইন্দুবিজয়ের লোকাতীত রূপ সন্দর্শনে নবাবনন্দিনী একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে। কুমারের মধুরময়ী সৌন্দর্য্যে কহিনুরার জীবন যৌবন দেহ প্রাণ সকলি আকর্ষণ করিতে লাগিল। কুমারী মিনতি সহকারে কুমারকে বলিল।

কহি। আপনি শক্রর কন্যা বলিয়া কিছু মনে দ্বৈষদ

করিবেন না। নিজ পরিচয় দিন, আমি খুব সাহস করিয়া বলিতেছি, শীঘ্রই আপনাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিব।

ইন্দু। কুমারী আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে না, একান্ত যদ্যপি শুনিবে তবে শ্রবণ কর। "আমি কলিঙ্গের রাজতনয়, তোমার পিতা আমার পিতাকে যুদ্ধে নিধন ক'রে শৈশবকাল হইতে আমায় এই কঠিন কারাবাসে রক্ষা করিয়াছে, দারুণ যন্ত্রণায় এক্ষণে জীবন ধারণ করে আছি। আর দু'দিন পরে এই প্রাণও জল্লাদের হস্তে সমাহিত হইবে।

কহি। রাজকুমার! আর রোদন ক'রনা। আমি আজি মাকে বলে তোমাকে মুক্ত করে দিব। (ঐ সময় সেনাপতি সাদের খাঁ আর থাকিতে পারিল না, সক্রোধে কারামধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিনুরাকে কহিল)

সাদে। কহিনুরা! তুমি একাকিনী কেন এই কারাগৃহে আসিয়াছ? মাননীয় নবাব বাহাদুরের কন্যা হইয়া সামান্য একজন বন্দীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছ। ছি! ছি! তোমায় এ যাত্রায় ক্ষমা করিলাম। জেনো আমি হায়দ্রাবাদ ঈশ্বর আবেবগার খাঁর সেনানায়ক। এক নবাব বাহাদুর ব্যতীত অপরাধ করিলে আমার নিকট কাহারও নিস্তার নাই। তুমি আমার ভাবী পত্নী, তোমার উপর আমার বিশেষ অধিকার আছে। বারণ করি কহিনুরা আর যেন এমন অন্যায় কার্য্য না হয়, চল গৃহে চল।

(আবার সক্রোধে কুমারকে বলিল)

সাদে। রে অনভিজ্ঞ বন্দী পশু! মাননীয়া নবাবনন্দিনীর সহিত বাক্যালাপ করিতে মনে কি ভিতির সঞ্চার হইল না?

আর তোর জীবনের আশা নাই, শীঘ্রই তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করে শৃগাল কুকুরের উদর পূর্ণ করিব। থাক্ দুরাচার!

এই বলিয়া রোষ কষায়িত নয়নে কুমারকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া কহিনুরার হস্তধারণ করতঃ সাদের খাঁ অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিল। পাঠক মহাশয়কে এইস্থলে কহিনুরার কিছু রূপের পরিচয় না দিলে গ্রন্থকারের কিছু অভব্যতা প্রকাশ হয়। আমি আমার কহিনুরার এইরূপ আড়ম্বরী রূপ বর্ণনায় অনিচ্ছুক। এই যেমন—গজেন্দ্রগামিনী, মনোজ্ঞনয়নী, বিদ্যুৎহাসিনী, কেশ কুঞ্চিত, পীনোন্নত, অধর রঞ্জিত, ইত্যাকারের রূপ বর্ণনার আবশ্যক করেনা। বস্তুতঃ কহিনুরা নিখুঁত সুন্দরী, প্রকৃত সুন্দরীর যে সকল সৌন্দর্য্য থাকা আবশ্যক, তাহা কহিনুরার কোনটীরও অঙ্গহীন ছিলনা। কহিনুরা রমণী উদ্যানের একটী গোলাপ প্রসূনের স্তূপ। মধুভরা প্রেমসমীরে ঢল২ করিতেছে। তৎ-কালীন ভৃঙ্গ অভাবেই কহিনুরার সৌন্দর্য্যের কিছু হ্রাস হইয়াছিল। সেনাপতির শাসনে শাসিতা হইয়া ব্যাধধৃতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় কহিনুরা বাষ্পাকুলনয়নে সাদের সমভিব্যাহারে গমন করিল। কহিনুরাকে গৃহে রাখিয়া সাদের খাঁ দুর্গে প্রস্থান করিল, জাহাঁপনা-নন্দিনী কুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার সুন্দর বদনখানি মনে২ চিন্তা করিয়া অনঙ্গ শরে আহত হইয়া শয্যা স্তরণে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে কুমারের মধুরিমাময়ী মোহন মূর্ত্তি কহি-নুরার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া নয়ন দর্পণে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। কুমারীর আর সে রাত্র আদপে নিদ্রা হইল না।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## বেগম ও সাদের খাঁ।

বিরামদায়িনী প্রমোদ উদ্যানে কলঙ্ক নামক একটী ভুজঙ্গ বিদ্যমান আছে! প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় প্রকৃষ্টরূপে পরস্পরে বদ্ধমূল হইলেই সেই বিষধর উভয়ের হৃদয়ে দংশন করিয়া থাকে। সে বিষ আর কিছুতেই নির্ব্বিষ হইবার উপায়ান্তর থাকেনা। যত কাল জীবিত রহিবে তদবধি ঐ বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। যেমন "শ্রীমতী কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইয়া ললিতাকে কহিয়াছিল।

প্রণয় তুফাণে ঘুরি, তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
তরিতে উপায় নাহি সখী।
মজিয়া কালারই প্রেমে, রাষ্ট্র কলঙ্কিনী নামে,
হইলাম ব্রজে কালামুখী॥
দারুণ বাক্যের বিষে, দগ্ধ হই দিবা নিশে,
হৃদয় পুড়িয়া হলো ছার।"

যতদিন রব ভুবে, বিষেতে অঙ্গ দহিবে,
মরিলেই পাইব নিস্তার॥

অনল পাংশু আবৃত থাকিলে, পবন কর্ত্তৃক তাহার মলা বিদুরিত হইয়া যেমন বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, তদনুভাব অপবাদ সমীরে প্রণয় প্রণয়িণীর প্রচ্ছন্ন অবাধ প্রেম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপন হইয়া যায়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, লোক অপবাদই সেই ভুজঙ্গ। ওই বিষধরী প্রেমিক প্রেমিকায় দংশন করিয়া থাকে। এই অনন্ত সুখ শান্তির মধ্যে ঐ গরল টুকু না থাকিত, তাহা হইলে অসৎ প্রেমাকাঙ্ক্ষিণীর অবৈধ প্রেম যে কি মধুর হইত, তাহা বর্ণনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখনীর সাধ্যাতীত। পাঠক! বিবি সাদিরাণা প্রণয় আর গোপনে রাখিতে পারিল না, সাদের খাঁর প্রখরদৃষ্টে হকিমের গুপ্তপ্রেম ধরা পড়িয়া গেল। সাদিরাণা ভাণ পীড়ায় আরোগ্যলাভ করিলেও হকিমের যাতায়াতের বিরাম নাই। সেনাপতি সাদের খাঁ এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্রমে অধীর হইয়া পড়িল। বেগমের সম্মান বিনষ্ট করিয়া সেনাপতি একবারে বিবির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বেগমকে বলিল।

সাদে। আপনাকে গুটীকতক কথা বলিতে আসিয়াছি। অকপটভাবে আমার কথার সত্য—উত্তর দাও।

সাদিরাণা সেনাপতিকে ব্যগ্রতাভাবে প্রশ্ন করিতে শুনিয়া বেগম আন্তরিক কুপিত হইয়া সেনাপতিকে বলিলেন—

সাদি। এতো ব্যস্ত কেন, একটু স্থির হ'য়ে যা বলিবার হয় তা বলো?

সাদে। হকিমকে আমার সন্দেহ হয়, উহাকে আপনি

প্রশ্রয় দেন কেন? আমি নিষেধ করিতেছি, যেন আর উহাকে অন্তঃপুরে আসিতে না দেওয়া হয়, পরম্পরায় জানিয়াছি তাহার অভিপ্রায় মন্দ।

সাদি। শুন আমি তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি, হকিমকে আমি কোরাণ এমাম অনুসারে পুনঃ পরিণয় করিতে ইচ্ছা করেছি। তাতে তোমাদের প্রতিবন্ধকতার আবশ্যক কি? কেবল আমি যে এরূপ কচ্চি তাহা নয়, এটী আমাদের নিয়ম নির্দ্ধারিত কুল ধর্ম্মপালন।

সাদে। বটে, তাই বিশ্বাসঘাতক কুকুরের এত অহঙ্কার, আচ্ছা আপনার জীবনী স্বত্বে কি লেখা আছে জানেন?

সাদি। কি লেখা আছে, কৈ আমিতো কিছু শুনিনা।

সাদে। শোন নাই, তবে বলি শুনুন্। এই লেখা আছে, নবাব বাহাদুরের অবর্ত্তমানে বেগম সাদিরাণা স্বধর্ম্মে থাকিলে সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইবে। আর যদ্যপি স্বেচ্ছায় নিকে করে, তাহা হইলে খোস্ কবুলা এক লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দেওয়া হইবে। আপনার জীবনী স্বত্বের মর্ম্ম অবগত হইলেন। এক্ষণে বিবেচনা নির্ব্বাচনে কার্য্য করুন।

সাদি। নবাব বাহাদুর জীবিত থাকিতে আমি এরূপ শুনি নাই। আমার অনুমান এ সমস্ত জাল উইল।

সাদে। এর একছত্র মিথ্যা নয়, আপনি পুনঃ পরিণয় করিলেই যাবতীয় বিষয় বঞ্চিতা হইবেন।

সাদি। আমার সম্পত্তি অনধিকার হইলে এই সকল বস্তু কাহার দখল হইবে?

সাদে। তা' হইলে সমস্ত বস্তুই কহিনুরার হইবে।

সাদি। হাঁ তাহা হইলে সুবিধাটা বেশ হয় বটে, কহিনুরার পাণিগ্রহণ করে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর আর কি? দেখ সেনাপতি, অদৃষ্ট মন্দ হইলে গোলামেও প্রভুর সম্মান নষ্ট করে।

সাদে। দেখ বিবি, তুমি আমার প্রতি ওরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিও না। জানিও এখন তোমরা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনা। আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তোমাদের একবিন্দু মর্য্যাদা থাকিবে না।

সাদি। সেনাপতি তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। তা' না হইলে কি এমন কটু কথা বলিতে তোমার সাহস হয়। তুমি ভেবোনা যে নবাবের অবর্ত্তমানে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার অধিকার হইবে। যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, তুমি আমার শাসন করবার কে, যাও নেমকহারাম দূর হ'য়ে যাও। সিংহিনী দুর্ব্বল হইলে গর্দ্দভেও পদাঘাত করে।

সাদে। আচ্ছা আমি চলিলাম, কিন্তু বেগম আমার কোপে হায়দ্রাবাদ মহানগরী মরুভূমি হইয়া যাইবে।

পাঠক! সাদের খাঁ বেগম কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত মনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুর্গমধ্যে গমন করিল। আসিবার সময় রোষকষায়িত লোচনে বেগমকে কার্ম্মুক অসি নিষ্কোষিত করিয়া দেখাইয়াছিল। সেনাপতি! তোমার অসি আস্ফালন বৃথা। বরং তুমি নিজের মৃত্যু আহ্বান করিলে। কুলটার চাতুর্য্য অস্ত্রের নিকট যাবতীয় লৌহাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। রমণীর নিতম্ব মাঝে যে ত্রুটী অস্ত্র পাতিতা আছে, তাহা ক্ষণ বিধ্বংসী। রমণীর প্রলোভন, রমণীর নয়ন বাণ, রমণীর মহীয়সী যৌবনের আকর্ষণ। এই সমস্ত জীবন সাংঘাতিক অমোঘাস্ত্র। সেনাপতি

তোমার সামান্য নরহত্যা কৃপাণে সাদিরাণার কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি নিজের পায়ে নিজেই পরশুঘাত করিলে। এদিকে বিবি সাদিরাণা তাহার প্রণয় পথের অন্তরায় অন্তর্হিত করিবার মানসে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া কলিঙ্গের জমীদার হরেন্দ্র মিত্রকে পত্র লিখিতে বসিলেন। বাঁদী অজিরা কাগজ, মসীপাত্র ও লেখনী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। আর বলিতেছে—

অজিরা। বলি বাছা, তোমার ভাবনা ভেবেই আমি সারা হ'ব। সে ভাল মানুষের ছেলে, বেটা অনামুখো সেনাপতির শাসনে পড়ে সশেমিরে হয়ে পড়েছে। বলি বেটাকে দূর করে দাওনা গা, গোলামের এত জোর কিসের ?

সাদি। দেখনা কি করি, বেটাকে সহজে দূর কর্ত্তে পারবো না। একেবারে সাফ করে দিতে হবে, তবে আমরা স্বচ্ছন্দতা লাভ করবো।

অজিরা। তাই যা' হয় একটা করে ফেলো, বেটা বড় বদমায়েস্, সে দিনে আমায় বল্লে কিনা হেঁরে বাঁদী, তুই বুঝি হকিমকে ডেকে নিয়ে আসিস্? এই বলে আমার যেন মারতে এলো। দাও বেটাকে সাবাড় ক'রে দাও।

বিবি সাদিরাণা হরেন্দ্র মিত্রকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।

পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জমীদার মহাশয় আপনার কুশল সংবাদাদি না পাইয়া যারপরনাই চিন্তাযুক্ত আছি। এ বাটীতে ভয়ানক অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে। নবাব বাহাদুরের অবর্ত্তমানে সেনাপতি সাদের খাঁ সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবার কৌশল করিতেছে। আমাদিগকে অত্যন্ত অসম্মান করিতেছে। তাই

আপনাকে, পত্র লিখিতেছি যে, আপনি কোন সুযোগে দুরাচারকে হত্যা করিতে পারিলে পাঁচ সহস্র টাকা বক্‌সিস পাইবেন। আর আপনার সহিত গোপনে অনেক কথা আছে, এই কার্য্য উদ্ধার করিয়া আমার নিকট আসিবেন; অধিক আর কি লিখিব ইতি।

আপনার একান্ত অনুরাগিণী—

নবাব আম্বেগার খাঁর প্রধানা বেগম বিবি সাদিরাণা।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, একজন খোজাকে ডাকাইয়া বলিলেন, খোজা তুই কলিঙ্গে কত দিনে যেতে পারিস্। খোজা কহিল—ঘোটক আরোহণে তিন দিবসে কলিঙ্গে পৌঁছাইতে পারি। বেগম বলিল, হরেন্ জমীদারকে চিনিস্ তো। "আমি খুব জানি। তা'হলে আজি তুই গমন কর্। এই পত্র দিয়ে আসিতে পারিলেই ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাবি। খোজা সেই দিবসেই কলিঙ্গে রওনা হইল। বিবি সাদিরাণা হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিল," রে দুর্ম্মতি সেনাপতি! আমার বিষয়ে বঞ্চিত করিতে বাসনা করেছিস্। দেখ—আমি তোকে জীবনে নিধন করি। বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।
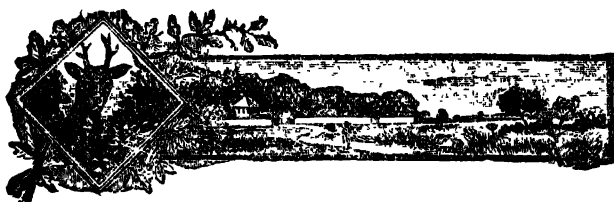
# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## প্রণয়-বিকার।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের উত্তাপ নাই বলিলেই হয়। মৃদু মৃদু শীতল বাতাস প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সময় একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের পর্য্যঙ্কে উপবেশন করতঃ বিবি সাদিরাণা একখানি হাতেমতাই পাঠ করিতেছে। একবার পাঠ করিতেছে, পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিতেছে। পার্শ্বের উপাধানটা টানিয়া লইয়া বক্ষে দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিল। তাহাতে তৃপ্তি বোধ হইল না, আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। পাঠক! যাহার অন্তরে চিন্তা নিহিত থাকে, যাবতীয় কোন সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তবিনোদন করিতে পারে না। বেগমের হৃদয় সাগরে উপর্য্যুপরি দুইটী ভাবনা তরঙ্গায়িত হইতেছে। প্রথমটী হকিমের বিরহ, দ্বিতীয়টী খোজার কলিঙ্গে গমন। খোজা পৌঁছিল কি না বা পথে কোন বিঘ্ন ঘটিল কি না, এই সমস্ত অমঙ্গল আন্দোলন হইতে লাগিল। একে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাতে প্রেমিকের অদর্শন, ইহাতে কি আর প্রাণ প্রকৃতিস্থা হয়। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের মনে বিশৃঙ্খলতাই ঘটিয়া থাকে। বিবি সাদিরাণা এই ভাবে উৎকণ্ঠিতা হইয়া

পর্য্যঙ্কে শুইয়া আছে। এমন সময় কহিনুরা গৃহমধ্যে গমন করিল। কন্যাকে আসিতে দেখিয়া বিবি শয্যা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কহিনুরাকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ পিবর প্রান্তর চুম্বন করিয়া সম্ভাষণ করিল।

সাদি। এসো মা এসো! কেন মা, তোমার মুখখানি শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌চি; কেউ কিছু বলেছে নাকি?

কহি। না মা, কেউ কিছু বলেনি;—হাঁ মা তুই নাকি সেনাপতির সঙ্গে আমার বিয়ে দিবি?

সাদি। বালাই কে বল্লে বাছা? ছার কপাল, রক্তপায়ী পিশাচের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব! মূল্যবান্ হেমহার বানরের গলায় দিব। তুমি আমার সোণার প্রতিমা, যেনে শুনে অনলে ফেলে দিব। মাণিক, সোণার চাঁদ, ও ভাবনা হৃদয় হ'তে দূর ক'রে দাও।

কহি। তা' যদি দিবি, তা'হলে আমি আত্মহত্যা হবো, না হয় বিষ খাব, আমি ডাকাতকে কখনই বিয়ে কর্‌বো না।

সাদি। ও আমার পাগ্‌লী মেয়ে—না মা না তা' হবেনা, অমন্ অমঙ্গলের কথা বলোনা। প্রস্ফুটিত কমল কলি কঠিন পাষাণে ক্ষেপণ কর্‌বো না, সে ভাবনা নাই তুই নিশ্চিন্তে থাক্। খেপি রাজপুত্রের সঙ্গে তোর পরিণয় হবে।

কহি। মা!

সাদি! কেন মা?

কহি। আমার একটা কথা রাখ্‌বি কি?

সাদি। খেপা মেয়ে, সন্তানের আব্দার মায়ে রাখেনাতো কে রাখে বেটী, হাঁ—কি বল্‌বি বল্‌না?

কহি। মা কলিঙ্গের রাজ্য নিয়ে আমাদের কি মঙ্গল হয়েছে মা ?

সাদি। কৈ আর কি মঙ্গল হয়েছে, বরং সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

কহি। তাই বল্‌ছি যে, কলিঙ্গ রাজকুমার ইন্দুবিজয়কে বন্দীশালা হ'তে মুক্তি দিন্; তার যন্ত্রণা দেখে আমার বুক ফেটে যায়। মা তোমার পায়ে ধরি, কুমারকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

সাদি। কেন তোমার চিন্তার কারণ কি, বলি কুমারের রূপে মরেছ নাকি? রাজকুমারকে বিবাহ কর্‌বে?

সাদিরাণার বাক্যে কহিনুরা ব্রীড়াবতী হইয়া চন্দ্রমুখ অবনত করতঃ ধরণী দৃষ্টি করিতে লাগিল। সাদিরাণা কহিনুরার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—

সাদি। আমি কুমারকে বাল্যকালে দেখেছিলাম, এখন কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়েছে। যুবরাজ নাকি বড় সুশ্রী, কারাগারে এখন কি রূপ অবস্থায় আছে?

কহি। কারাগারে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও রাজকুমারের রূপের কমি নাই। চাঁদের মতন মুখখানি যেন সৌন্দর্য্যে ঢল্ ঢল্ কর্‌চে।

এমন সময় মার্জ্জিনা নাম্নী দাসী কহিনুরাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বেগমের গৃহে প্রবেশ করিল।

মার্জ্জিনা। এইযে এখানে। বাবা, আমি সাত দেশ খুঁজে মরি।

সাদি। মা যে আমার এইখানে রয়েছে, তুই কোথায় খুঁজ্‌ছিলি?

মার্জ্জিনা। খোঁজবার একটী জায়গা হয়েছে, এখন অষ্টপ্রহর সেইখানে থাকেন।

সাদি। কোথা মার্জ্জিনা—বল্‌না।

মার্জ্জিনা। আহা, তা জাননা মা? সেই কারাগারে যেখানে কলিঙ্গ কুমার বন্দী আছেন; গলায় গলায় ভাব, একদণ্ড না দেখ্‌লে বাঁচেনা। না খাওয়া, না দাওয়া, তাঁরি সেবায় প্রাণ ঢেলেছে, আমি যাই ধরে নিয়ে এসে খাওয়াই তবে দুটী খায়।

সাদি। আচ্ছা কুমারকে দেখ্‌তে কেমন? সে কি আমার কহিনুরাকে ভালবাসে?

মার্জ্জিনা। ওমা তা খুব। কহিনুরার যাবার একটু বিলম্ব হ'লে কুমার ছট্‌ফট্‌ করে। দেখ্‌তে পাই উভয়েই মজেছে। ভালবাসা কি আর একলা হয়, প্রাণ কাঁদ্‌লেই প্রাণ কাঁদে। ভালবাসাই ভালবাসার প্রতিদান। এই যেমন কথায় আছেনা—

প্রেমিকা প্রেমিকে মিলন হইলে।
তবেতো সজনী প্রেমে সুখ মিলে॥
একের জীবনে আঘাত লাগিলে।
উভয়ে ভাসিবে নয়ন-সলিলে॥
কাঁদ্‌লে কাঁদিবে হাঁস্‌লে হাঁসে।
প্রণয়ী যুগলে বদ্ধ প্রেমফাঁসে॥

ভালবাসার রীতিই এই। তাই আমি বলি—রাজপুত্রকে মুক্ত করে কহিনুরার সঙ্গে বিবাহ দাও। আর লুকোচুরিতে কায কি, গুম্‌রে গুম্‌রে কি আবার একটা অসুখ হবে? আর যুবরাজের রূপের তুলনা নাই। ইন্দুবিজয়, যথার্থই ইন্দুবিজয়!

রূপের মধুরিমায় চন্দ্রমাও লজ্জা পায়, এত কষ্টেও রূপ ফুটে পড়্ছে।

সাদি। তাই যা' হউক হবে, তবে দু'চার দিন দেরি আছে, শক্রকে হত্যা না কর্ত্তে পার্‌লে আমাদের মনের মত কোন কার্য্যই হবেনা।

হত্যার কথা শুনিয়া কহিনুরা আকস্মিক ভয়ে বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

কহি। হত্যা কেন মা? কাকে হত্যা কর্‌বে?

সাদি। দুরাচার সেনাপতিকে। তুই বাছা বালিকা, এই সংসার সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তনে এখনতো পড় নাই, কি বুঝ্‌বে মা? জগতে লোক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কত যে ঘমঠ লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পাদন কচ্চে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি কুমারী, কোমল হৃদয়, তোমার সে সমস্ত শুনিবার আবশ্যক নাই। অধিক রাত্র হচ্চে যাও—কিছু আহার করে ঘুমাওগে।

মার্জ্জিনা কহিনুরার হস্তধারণ করিয়া গৃহ হইতে অপসারিত হইয়া গেল।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

## কারাগার।

ভূমণ্ডল ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র, লীলাময় ভবধামে কি লীলাই আবিষ্কার করিয়াছেন। আমি সেই সর্ব্বময় অচিন্তনীয় অনাদি অনন্ত পুরুষকে শতকোটি প্রণাম করি। নরপতি বা সম্ভ্রান্ত ধনী, পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। দুই দিবস পরে দেখিলাম তাহার বাটীর শুরকী, ইষ্টক রাজপথে পড়িতেছে। পরন্তু যে ব্যক্তি অতি কষ্টে পুত্র কন্যা লইয়া দিনযাপন করিতেছে, শুনা গেল—শুর্তিতে তিনি প্রচুর ধনলাভ করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়াছেন। ধন্য করুণাময়, ধন্য আপনার লোকাতীত অলৌকিক লীলায়। ভিক্ষুক ভূপাল, ভূপতি ভিখারী, কেবল আপনারই কৃপায় তারতম্য। আজ কলিঙ্গের রাজপুত্র রাজসিংহাসন প্রদানের জন্য ভগবান কাশীধাম হইতে অনাদি আচার্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীতা জ্যোৎস্নালোকে মহীমণ্ডল উদ্ভাসিত। সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জীবকে শান্তিসিক্ত করিতেছে। ঐ সময় কুমার ইন্দুবিজয় সুষুপ্তির ক্রোড়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া অতীব সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছেন। কুমারের পার্শ্বে যেন কহিনুরা আসিয়া পদসেবা করিতেছে,

আর বলিতেছে—রাজপুত্র আর আপনাকে কারাগারে থাকিতে হইবে না, আপনি শীঘ্রই মুক্ত হইবেন। ইন্দুবিজয় বলিতেছে, কহিনুরা! আর কি আমার মুক্তি হবে; এই দারুণ ক্লেশ আর সহ্য হয় না। কুমারী বলিল—না যুবরাজ আর আপনার চিন্তা নাই। আপনি রোদন করে আমার প্রাণে আর ব্যথা দেবেন না। কুমার কহিনুরার উরুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া নয়ন বারিতে বক্ষপ্লাবিত করিতে লাগিল। কহিনুরা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া কুমারের নয়নবারি উন্মোচন করিতেছে। এমন সময় যেন সেনাপতি সাদেব খাঁ অসি নিষ্কোষিত করিয়া ইন্দুবিজয়কে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কুমার কম্পান্বিত কলেবর, গাত্রে স্বেদবারি নির্গত হইতে লাগিল। বলিতে লাগিল—কহিনুরা আমায় রক্ষা কর, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কহিনুরা সেনাপতির চরণ ধরিয়া কুমারের প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সাদের খাঁ কিছুতেই নিরস্ত হইল না।

ঐ সময়ে নভোমণ্ডলে একখণ্ড ধূমাকৃত মেঘ উদয় হইল। আবার দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ হইতে তপ্ত কাঞ্চনবিশিষ্ট এক মহাপুরুষ ত্রিশূল হস্তে বহিষ্কৃত হইয়া কারাগৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পাপিষ্ঠ সেনাপতিকে বিতাড়িত করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। এইবার কুমার আশ্বস্ত হইল, নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল। ইন্দুবিজয়ের নিদ্রা অপনীত হইল। দেখিল প্রকৃত সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ, গৈরিক বসন পরিহিত। গলে রুদ্রাক্ষ, এক হস্তে ত্রিশূল আর এক হস্তে কমণ্ডলু; গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কুমারকে কহিলেন।

অনাদি। বৎস ইন্দুবিজয়, আমায় চিনেছ কি বাপ?

ইন্দু। 'আপনি কে দেব? এই যন্ত্রণাময় কারাগারে আসিয়া পিশাচের হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন।

অনাদি। বৎস! আমি তোমার পিতার অভীষ্টদেব, অনাদি আচার্য্য।

ইন্দু। দেব, প্রণাম হই। এসেছেন প্রভু দেখুন, আমাদের দুরাবস্থা দেখুন। দুরাচার যবনগণ পিতাকে নিধন করিয়া, আমায় বাল্যকাল হইতেই কঠিন যন্ত্রণার সহিত বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। দেব! আর কারাগারের যাতনা সহ্য হয় না, আহা পিতা আমার কত ক্লেশে যবন সমরে প্রাণত্যাগ করেছেন। আমি এমন শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম যে, পিতৃবৈরী সমূলে নিহত কর্‌তে পার্‌লেম না। ধিক্ আমায়! গুরু, যদ্যপি আসিয়াছেন তা' হইলে কিরূপে মৃত্যু হইবে বলিয়া দিন্। আর এই দুর্ব্বিসহ যবন নির্যাতন প্রাণে সহ্য হয় না। বলুন্ প্রভু, কি করিলে দেহ হইতে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়?

অনাদি। কুমার এত উদ্বিগ্ন হইও না। কি করিবে বল, ঈশ্বরের কার্য্যে কাহার হস্তক্ষেপ করিবার যো নাই। জীবমাত্রেই কালের অধীন। এই তোমায় প্রমাণ দেখাইতেছি যে, যেমন পুষ্পোদ্যানে একটী পুষ্প মুকুলিত হইল, আবার দেখিতে দেখিতে প্রস্ফুটিত হইল; পুনরায় দেখা গেল মধু শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। তেমতি এই লীলা উদ্যানে মনুষ্য একটী সুমনস। কালে মুকুলিত হয়, কালেও প্রকাশিত হয়। আর কালে আয়ু অভাবে লীলা বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়ে। বৎস, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, উত্তাপ শীতল, অবল

সলিল, মিলন বিরহ, অমৃত গরল, এই সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। এগুলি মানব জীবনের ভোগ্য বস্তু, সময় ক্রমে ইহা ভোগ করিতে হয়। বৎস, শোক দুঃখ পরিত্যাগ করে হৃদয়কে ধৈর্য্য কর। আমি তোমায় তোমার বৈরী-বিঘাতী মহামন্ত্র প্রদান করি। তাহার প্রভাবে শত্রু জয় করে, অচিরাৎ কলিঙ্গের সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বে।

(এই বলিয়া কমণ্ডলু হইতে গঙ্গোদক লইয়া কুমারের অঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন), তদন্তরে কুমারের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—

অনাদি। বৎস! আমার সময় অল্প, এই মন্ত্র জপ কর; অবিলম্বে হারারাজ্য প্রাপ্ত হইবে। তোমায় আর একটী কথা বলি, নবাবনন্দিনী কহিনুরা তোমার অনুরাগিণী, তাহার প্রণয়ে অবজ্ঞা করিও না। কহিনুরা হ'তে তোমার মুক্তি হবে।

ইন্দু। গুরু! কি রূপ বলিলেন, যবনির সহিত ক্ষত্রিয়ের কি রূপে পরিণয় সম্ভব হইবে?

অনাদি। সে কথা পরে হইবে। আমি আসিয়া তাহার উপায় করিব। এখন আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর। কহিনুরার কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া হায়দ্রাবাদ অধিকার করিবে। তদন্তরে তোমার পিতৃ শত্রু হরেন্ মিত্রকে শাসন করিবে। বৎস, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্, এখন আমি চলিলাম।

অনাদি আচার্য্য প্রত্যাগমন করিলে বিভাবরী ধূসর হইয়া গেল, বায়স বিহঙ্গমাদি কলরব করিয়া আরুণ্য দেবকে আহ্বান করিতে লাগিল। উষার মুকুট মাথায় দিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক হইতে দেখা দিলেন। পত্রতিকা-পুঞ্জ সমস্ত রাত্রি অনশনের

পর আহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর প্রাণপতি সন্দর্শনে সরোবরে নলিনীকুল প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রস্ফুটিত হইয়া আড়নয়নে তপনদেবকে ইসারা করিতে লাগিল। নবাব উদ্যান-জাত প্রসূন কলি সকল নিশার নিহারসিক্ত হইয়া মকরন্দে ঢল২ করিতেছে, অলিকুল দলে২ ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, এমন সময় কহিনুরা কুমারের বন্দীশালে আসিল।

কহি। রাজকুমার!

ইন্দু। এসো কহিনুরা এসো! এত প্রত্যুষেই যে অনুগ্রহ করিয়া বন্দীগৃহে আগমন করিয়াছ। আমি জেনেছি তুমি আমায় বড়ই ভালবাস।

কহি। নিশাবসানে আজ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে প্রাণটা যেন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো, তাই একবার দেখ্‌তে এলেম। রাত্রে আপনার কোন অসুখ হয় নাই তো?

ইন্দু। না কহিনুরা! কোন অসুখ হয় নাই। তবে বন্দীর জীবন সর্ব্বদাই অসুস্থ, যত কাল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিব ততদিন কি আর হৃদয়ে সুখ আছে। আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।

কহি। যুবরাজ আর আমায় লজ্জা দিওনা। আপনার যন্ত্রণা দুর করিবার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টায় আছি। আর দুই তিন দিবসের মধ্যে আপনাকে যদ্যপি না মুক্ত করিতে পারি, তা' হইলে আমিও প্রাণত্যাগ কর্‌বো। আপনি চিন্তা দুর করুন্, এই আমি মা'র নিকট চলিলাম।

এই বলিয়া কহিনুরা তথা হইতে চলিয়া গেল।

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

## বিচার।

কলিঙ্গ দখল করিয়া নবাব আবেগার খাঁ কলিঙ্গের শাসন ভার হরেন্দ্র মিত্রের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছে। হরেন্দ্রও করাদি আদায় করতঃ নবাব সরকারে দাখিল করিয়া দিতেন। নবাব সীমানা পরিবর্ত্তন করিলে কলিঙ্গে হরেন্দ্রই এখন খাস নবাবে অবস্থিত হইয়াছে। রাবণের শাসন, প্রজার গায়ের শোণিত শোষণ করিতেছে। সকলেই কম্প-কম্পান্বিত, যুগ্ম করে জমীদারের আজ্ঞা পালন করিতেছে। আন্দাজ বেলা দশটা, কাছারীর বাটীতে লোকে লোকারণ্য। নায়েব, গোমস্তা, মুর্চ্ছন্দী, দপ্তরী, সর্দ্দারে কাছারী গিস্ গিস্ করিতেছে। আসামী ফরিয়াদী করযোড়ে দণ্ডায়মান। নবাব ওরফে জমীদার হুজুরে প্রথম মোকদ্দমা পেস হইল। একজন গোয়ালাদের ঝিউড়ী বারুইদের বোরূজে ঢুকে এক বস্তা পান চুরি করেছিল। জমীদার চক্ষুলাল করিয়া বারুইকে কহিল।

জমী। কখন তোর পান চুরি করেছিল?

বারুই। হুজুর, ঠিক্ দুপুর বেলা।

জমী। এতো রৌদ্রের সময়ে বোরূজে কি কর্‌ছিলি?

বারুই। হুজুর ! পুরানো বেড়া ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই নতুন করে দিচ্ছিলুম্।

জমী। হ্যাঁগা বাছা, তুই সত্যই কি পানের বোর্‌জে ঢুকেছিলি ?

গোয়ালিনীর বাপ সঙ্গে এসেছিল, সে একটী পাকা লোক। অন্তরাল থেকে জমীদারকে অঙ্গুলীর দ্বারায় টাকা দেখাইল। জমীদার বুঝিতে পারিয়া বলিল—

জমী। হ্যাঁগা তুই—ও বেটার পানের বোর্‌জে কি হাত দিয়েছিলি ?

গোয়া। না হুজুর ! আমি ও চামারের পানে হাত দোবো কেন। আমি গরু বাঁদ্‌তে এসেছিলাম, ও বেটা বোর্‌জ থেকে বেরিয়ে বল্লে রাজী হেথা আয়, শোন্ একটা কথা বলি। আমি বল্‌লুম কেন তোর কথা শুন্‌বো, আমি যাব'না। হুজুর আমি বাড়ী পানে আস্‌চি, ও বেটা ছুটে এসে আঁচোলটা ধরে টানাটানি কত্তে লাগ্‌লো। আমি চেঁচাতে লাগ্‌লুম, অনেক লোক এসে পড়্‌লো। বেটা বল্লে—আমার পানের বস্তা নিয়ে পালাচ্ছিল। হুজুর আর আমি কিছুই জানিনা।

জমী। তবে বেটা পাজি ! বেটা মিছামিছি দাবী দেওয়া, মেয়ে মানুষকে বেইজ্জত কর। সর্দ্দার—

( হুকুম মাত্রেই একজন লম্বা চুলধারী বালা হস্তে ইতর লোক ) করযোড়ে দাঁড়াইল।

জমী। বেটা পাজীকে পাঁচ জুতো লাগাও, আর দশ টাকা জরিমানা, বেটা জানেনা।

হুকুম মাত্রেই বিনামা বর্ষণ কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল।

বারুই কাঁদিতে কাঁদিতে কাছারী হইতে চলিয়া গেল। এদের দু' বাপ বেটীর আনন্দের সীমা নাই, আম্‌লা শুদ্ধ গোয়ালিনীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বল্লে সাবাস্ মেয়ে, বেশ জবাব করেছে; অমন না হ'লে কি মেয়ে। দু' বাপ বেটীতে হাসিতে হাসিতে গৃহে গমন করিল।

( দ্বিতীয় আর্‌জী দরবারে রুজু হইল )

একজন চাষার—মরায়ের ধান চুরি হইয়া গিয়াছে, সে নালিশ করিল।

চাষা। ধর্ম্মাবতার! কাল রাত্রে মরায়ের ধান চুরি করেছে।

জমী। কে তোর মরাই থেকে ধান নিয়েছে?

চাষা। আজ্ঞে বল্‌তে ভয় হয়।

জমী। ভয় কিরে বেটা বল্‌না, তোর কাকে সোবে হয়?

চাষা। হুজুর! আপনার সর্দ্দার হিরু ডোম্।

( হীরের উপর অভিযোগ শুনিয়া ) জমীদার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া হিরুকে ডাকাইল।

জমী। হাঁরে হিরু তুই নাকি?

হিরু অমনি হাতযোড় করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

জমীদার চাষাকে কহিল—

জমী। তুই কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লি যে, হিরুই মরাই কেটেছে?

চাষা। আজ্ঞে, রাত যখন দুপুর, গোয়ালের গরু গুলো ছটপাট কর্‌ত্তে লাগ্‌লো। আমি মনে কর্‌নু বুঝি খেঁকশেয়াল কি বুনো শুয়ার গোয়ালে ঢুকেছে। তাই এক গাছা লাঠি নিয়ে খিল খুলে বাহিরে এলেম। এসে দেখি কে মরাই কেটেছে।

মরায়ের কাছে যেমন গেছি, আর অমুনি হিরু ধপ্ করে লাফিয়ে পড়ে এক ধামা ধান মাথায় ক'রে ছুট্‌লো, জ্যোৎস্নালোকে বেশ চিন্তে পার্‌লুম্।

জমী। দূর বেটা মিথ্যাবাদী, কাল হিরু রাত দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমার আম্‌লায় ছিল, তোর ধান চুরি কর্‌লে কখন রে পাজি। বেটা কাকে খেলে কাঁঠাল, বকের ঠোঁটে আটা, যা বেটা পাজি! বার্‌দিকর ও রকম দাবী দিলে ইজ্জতের দায়ী হ'তে হবে।

চাষা থোতা মুখ ভোঁতা করিয়া বাটী ফিরিল, কাছারী সেদিনকার মত বন্ধ হইল। নায়েব গোমস্তা যে যাহার আপন কার্য্য সারিয়া লইল। জমীদার কাছারী হইতে বাটীর ভিতরে যাইবে, এমন সময় হায়দ্রাবাদ হইতে ঘোটকারোহণে খোজা আসিয়া হাজির। হরেন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল, এত হাঁপাই ঝাঁপাই একবারে ঠাণ্ডা। সম্মানের সহিত খোজাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। খোজা হস্ত মুখ ধৌত করিয়া জমীদারকে পত্র বাহির করিয়া দিল। হরেন্দ্র বাবু খোজার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া অন্দরে গমন করিলেন। বেলা পাঁচটা বাজিলে বাবু অন্দর হইতে কাছারী বাটীতে আসিলেন। খোজা বাবুকে অভিবাদন করিয়া পুনঃ হায়দ্রাবাদাভিমুখী হইল।

হরেন্দ্র পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জমীদার মহাশয়; আপনার কুশল সংবাদাদি না পাইয়া যারপরনাই চিন্তাযুক্ত আছি। পরে জানিবেন এ বাটীতে ভয়ানক অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে। নবাব বাহাদুরের অবর্ত্তমানে সেনাপতি সাদের খাঁ সমস্ত সম্পত্তি

হস্তগত করিবার কৌশলে ঘুরিতেছে। আমাদিগকে অত্যন্ত অসম্মান করিতেছে। তাই আপনাকে পত্র লিখিতেছি। আপনি কোন সুযোগে দুরাচারকে হত্যা করিয়া দিতে পারিলেই পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর আপনার সহিত গোপনে আমার অনেক কথা আছে। এই কার্য্য উদ্ধার করিয়া আমার নিকট আসিবেন। অধিক আর কি লিখিব ইতি।

একান্ত তোমার অনুরাগিণী—

নবাব আক্কেগার খাঁর প্রধানা বেগম বিবি সাদিরাণা।

পত্র পাঠ করিয়া হরেন্দ্র মোহনের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বেগম তাহার অনুরাগিণী ইহা শ্রবণ করিয়া একবারে আত্মহারা হইল। তাতে আবার পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার। দুটী আশা তাহার হৃদয় মধ্যে চপলার ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। লাবণ্যময়ী বরবর্ণিনী সাদিরাণা বিবি একান্ত অনুরক্তা, এই কথা স্মরণ করিয়া হরেন্দ্রমোহন তন্ময় হইয়া গেল। বেগমের অনুগ্রহ লাভ করিবার আশাই অধিক বলবতী হইতে লাগিল। সুতরাং কার্য্যটা বড় সুকঠিন। যে সাদের খাঁ, তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর সমরে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াও শ্রমযুক্ত হয় নাই। সেই নির্ভীক বীর পুরুষকে হত্যা করা সুদূর পরাহত। কিন্তু হরেন্দ্রকে আশায় উত্তেজিত করিল। জমীদার নায়েবকে ডাকিল।

জমী। নায়েব!

নায়েব। আজ্ঞা?

জমী। আমাদের তরফে ক্ষমতাবান্ কে কে সর্দ্দার আছে হে?

নায়েব। হুজুর! যাদু, অরুণে, কব্‌লে ও জনার্দ্দন এরাই প্রধান পাক, এদের বড় লাঠির তেজ এবং সাহসও অকুতো।

জমী। তিনজন সেরা সেরা পাক চাই। একটা কার্য্য হাঁসিল কর্ত্তে হবে।

নায়েব। আজ্ঞা তা' হইলে যাদু, কব্‌লে আর জনাকে লইলে কার্য্য উদ্ধার হইয়া যাইবে। হুজুর কোথাকার গালিম।

জমী। ওহে গালিম বড় সহজ নহে। কে শুন্‌বে বলি শুন। এই বলিয়া পত্রের সমস্ত মর্ম্ম অবগত করাইল। কেবল বেগমের কথা বলিল না। সাদের খাঁ হত্যার বিষয় শুনিয়া আম্‌লার লোকগুলি সঙ্কোচিত ভাবে ক্ষণেকের জন্য নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিল। জমীদার কহিল—

জমী। বলি—তোমরা যে একবারে ভয়ে জড় ভরত হয়ে গেলে। তবে কার্য্যটা হবেনা?

আমলা। আজ্ঞা, হুজুর হবেনা কেন? তবে কার্য্যটা কিছু কঠিন বলেই———

। ওহে সকল কার্য্য বলে সম্পন্ন হয়না। ইহার মধ্যে কৌশলও অবলম্বন কর্‌তে হয়। বলে হইলে কলিঙ্গেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিতাম না। বলি শুন—কেমন করিয়া সেনাপতিকে নিপাত করা যাইবে। আমি পত্র লিখিয়া পাঠাইব যে, কলিঙ্গে প্রজাবিদ্রোহ্ হইয়া উঠিয়াছে; করাদি কিছুই আদায় হইতেছে না। আপনি পত্র পাঠ মাত্র এখানে আসিবেন। সৈন্য সামন্ত আনিবার আবশ্যক করেনা। আমি আমার লাঠী-য়ালের দ্বারা শাসন করিয়া দিব। বলি কেমন হে—বুদ্ধিটা

খাটান হয় নাই। সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে একাকী আসিবার কালীন দু' চারজনে কার্য্য শেষ করে দাওনা।

আমলা। হুজুরের এমন সুবুদ্ধি যদ্যপি না থাকিবে, তা'হলে কি আর এত বড় রাজ্যটা চালাইতে পারিতেন। কৌশল ঠিক হয়েছে।

জমী। কেমন? সুশৃঙ্খলে কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে সর্দ্দারদের ডাকিয়ে আমার আজ্ঞা জ্ঞাপন করাও।

সর্দ্দারদের ডাকাইয়া নায়েব কার্য্য প্রকাশ করিল, এবং ফি জনকে দুই শত টাকা বক্‌সিস্ কবুলাইল। সর্দ্দারেরা স্বীকার পাইল। জমীদার হরেন্দ্রমোহন সাদিরাণার প্রসন্নতা লাভের জন্য তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিয়া একজনকে হায়দ্রাবাদে প্রেরণ করিল। আর বলিয়া দিল, এই পত্র সেনাপতি ব্যতীত কাহার হস্তে দিওনা। ভৃত্য জী আজ্ঞা বলিয়া ঘোটকারোহণে হাঁয়দ্রাবাদাভিমুখে রওনা হইল। সেদিনকার মত আমলা বন্ধ রহিল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

## জীবনী-বৃত্তান্ত।

মনুষ্যগণ সমস্ত সুখের অধিকারী হইতে পারেনা। তাহা যদ্যপি হইত, তাহা হইলে এই জগতীতল কি স্বর্গীয় আনন্দময় হইত বলিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। প্রাণীপুঞ্জ আশার স্বপ্নময়ী মোহিনী শক্তিতে মোহাবৃত হইয়া মহীধামে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মানব যদ্যপি জানিতে পারিত যে, জগত আমার পক্ষে সুখের হইবে—কি দুঃখের হইবে, তাহা হইলে একমুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতে পারিত না। জাহাঁপনা সমাধিস্থ হইলে, সেনাপতি সাদের খাঁ যাবতীয় বিষয়ে প্রাধান্যত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার চিত্তের সন্তুষ্টি নাই। কিরূপে কহিনুরার পাণি পীড়ন করিয়া বিমল আনন্দভোগ করিবে, এই ভাবনাই সেনাপতির প্রবল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ আবার সে দিবস বিবি সাদিরাণার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় আরও

মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। একবার মনে করিল যে হায়দ্রাবাদ ছারখার করিয়া দিই, দেখি কেমন করিয়া বিষয় ভোগ করে। পাঠক! সেনাপতি কিন্তু তাহা পারিল না। নবাবনন্দিনী কহিনুরার অসূর্য্যম্পশ্যা অলৌকিক সৌন্দর্য্য তাহার ক্রোধের গতি রোধ করিয়া ফেলিল। লাবণ্যময়ীর নব-বিকশিতা কমল আননখানি, সাদের খাঁর হৃদয়সরসীতে প্রতি মুহূর্ত্তে একভাবে নৃত্য করিতেছে। সেনাপতি আত্মহারা হইয়া কহিনুরার প্রকোষ্ঠে গমন করিতে লাগিলেন। কহিনুরা তখন একখানি পর্য্যঙ্কে শিরীষ কুসুম সদৃশ কমনীয় শয্যায় অঙ্গলতা বিস্তার করতঃ কুমার ইন্দুবিজয়ের চিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছিল। এমন সময় সেনাপতির ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি কুমারীর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। সেনাপতি কহিল—

সেনা। কহিনুরা!

কহিনুরা শশব্যস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ লজ্জাবনত হইয়া বলিল—

কহি। আসুন্! সেনাপতি পর্য্যঙ্কের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল—

সেনা। কহিনুরা! আর কেন আমায় কষ্ট দাও, প্রসন্না হও। দেখ হায়দ্রাবাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। তুমি কৃপা করিলেই রাজ্যের পূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হয়। তোমার পাণি-গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হইয়া পরম আনন্দে উভয়ে দিন অতিবাহিত করিব; ইহা আমার চির-প্রোষিত বাসনা। আর কেন স্বর্ণপুরী শ্মশানে পরিণত করিতেছ।

কহি। আমার আপাততঃ বিবাহ হবেনা।

সেনা। কেন বিবাহ হইবে না? এখন তুমিত আর বালিকা নও, বয়স্থা হইয়াছ—তবে বিবাহের আপত্তি কিসের?

কহি। মা'র অমত তিনি আর কিছুদিন পরে মত স্থির করেছেন।

সেনা। ও—তোমার মাতার মত? কহিনুরা, তিনি যে তোমার পরম অন্তরায়; তুমি বুঝি এখনও বুঝিতে পার নাই? তাঁর ইচ্ছা কোন রকমে তোমায় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা করেন।

কহি। আপনার মিথ্যা কথা, মা'য়ে কখনও কি কন্যার শক্রতা করেন, আমার বিশ্বাস হয় না।

সেনা। আচ্ছা, আমি যদ্যপি তোমার জীবনী বৃত্তান্ত বিবৃত্ত করি, তাহা হইলে কি প্রত্যয় করিবে? শুন আমি তোমার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করি। বিবি সাদিরাণা তোমার গর্ভধারিণী নহে, তোমার বিমাতা মাত্র। হুরিমনারা নামে জাহাঁপনার প্রধানা বেগম ছিলেন, তিনিই তোমার গর্ভধারিণী আপনার মাতা। তাঁর মৃত্যু হইলে নবাব সাদিরাণার প্রণয়ে আত্মহারা হইয়া প্রধানা বেগমের পদে প্রতিভূক্তা করিয়াছিলেন। নবাব জীবিত অবস্থায় সাদিরাণার পক্ষে এই উইল প্রস্তুত করিয়া যায়। আমার অবর্ত্তমানে বিবি সাদিরাণা যদ্যপি স্বধর্ম্মে থাকে, তাহা হইলে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে। আর যদি উনি নেকা করেন, তাহা হইলে খোস্ কবুলে এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা লইয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া যাইবে। যাবতীয় সম্পত্তি পূর্ব্ব বেগম-কন্যা কহিনুরার বর্ত্তাইবে। শুনিলে তোমার জীবনী বৃত্তান্ত। কেমন—এখন কি বিশ্বাস হয়?

কহি। তবে উনি কি আমার গর্ভধারিণী নন্? কেন আমায়ত প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, সতীনের কন্যা হ'লে কি এত যত্ন করে।

সেনা। কামুকী—নিজের কার্য্য সাধনের জন্য পথের পথিককেও একদিন জীবন দিয়া ভালবাসিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যে একটী বিষম কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে তাহা শুনিয়াছ কি?

কহি। কৈ না আমিত সে খবর রাখি নাই, কি হইয়াছে?

সেনা। বিবি সাদিরাণা তোমার বিমাতা এখন যে হাকিম প্রেমে হাবু ডুবু। তাহাকে নেকা করিয়া নবাবের সিংহাসনে বসাইতে বাসনা করিয়াছে। আমি একদিন শাসন করায় আমায় কহিল তুমি বলিবার কে, যাও এখান হইতে দূর হও। আরও অনেকানেক কটু বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহা বলিবার নহে। কহিনুরা! যদ্যপি উনি নেকা করেন, তাহা হইলে তোমারই মঙ্গল, উহাকে বাটী হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া তোমায় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী করিব, এক্ষণে বুঝিতে পারিলে? তোমার বিবাহের বিলম্ব করিবার কারণ কি? আমাকে কোন প্রকারে পদচ্যুত করতঃ, হকিমকে বিবাহ করিয়া তোমায় বিষয় হইতে বঞ্চিতা করিবার বাসনা। কিন্তু কহিনুরা, আমার জীবন থাকিতে তাহা হইতে দিবনা। যে দিবস সাদিরা আমায় অপদস্থ করে, সেইক্ষণেই তাহার জীবনের শেষ করিতাম; কেবল তোমার মুখ চাহিয়া কিছু বলিলাম না। আমার কোপে কাহারও নিস্তার নাই। সকলের সুখশান্তি আমার

এই ললিহমান বৈরী-নির্যাতনকারী কৃপাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

সেনাপতি এই বলিয়া কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া সক্রোধে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল। দীপালোকে তরবারির চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি হইয়া গৃহাঙ্ক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কমলপ্রাণা কহিনুরা তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল তাহা হইলেত আমার সুখশান্তি উহার অসির উপর নির্ভর করে। আমি যদ্যপি প্রকাশ্যে উহার প্রণয় উপেক্ষা করি, তাহা হইলে যুবরাজ ইন্দুবিজয়কে হত্যা করিয়া আমার সকল আশা ভরসা বিফল করিয়া দিবে। যাহাহউক, এক্ষণে সেনাপতিকে প্রলোভন বাক্যে সন্তুষ্ট রাখা শতগুণে শ্রেয়স্কর। এই কর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিয়া কহিনুরা সাদেরকে কহিল।

কহি। তা'হলে ত মা আমায় পথের ভিখারিণী কর্‌বার প্রয়াস পাচ্চেন। আপনি তা'হলে আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

সেনা। কহিনুরা, যদবধি নবাব তোমার সহিত আমার পরিণয় সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তদবধি জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া তোমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে, অক্লান্ত শরীরে, দুর্গম গিরিকন্দরে, অতল জলধিজলে, ভীষণ দাবানল মধ্যে, দুরন্ত ক্ষত্রিয় সমরাঙ্গণে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া থাকি। চন্দ্রাননে, মনোহারিণী কেবল তোমারই আশার কুহকে।

কহি। এ দাসীও আপনার অনুরক্তা, তবে প্রণয়ীকে প্রণয়িনী অন্তরেই ভাল বাসিয়া থাকে; প্রকাশ্যে কিছুই জানা যায় না।

সেনা। কহিনুরা, এতদিনের পর তুমি আমায় বিমল আনন্দ বিতরণ করিলে। এত দিনে জানিলাম, তুমি আমার হইবে। রাত্র হইয়াছে নিদ্রা যাও, আমি দুর্গে চলিলাম।

সেনাপতি কহিনুরার কৃত্রিম আশাদানে আশ্বাসিত হইয়া রসাপ্লুত অন্তরে, হৃদয়ে আশা-কুসুম ফুটাইতে ফুটাইতে দুর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

## হরেন্দ্রের পত্র।

সাদের খাঁ এতদিনে জানিল যে, কহিনুরা আমার হইবে। হৃদয়ে বিমল প্রফুল্লতা আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল। মনে ভাবিল, কহিনুরাকে প্রণয়ে বদ্ধ করিতে পারিলে চির স্বাধীনতা উপভোগ করিব। সাদিরা তো এক্ষণে একজন বাঁদিমাত্র। সে যতদিন জীবনধারণ করিবে, ততদিন তাহাকে পদানত করিয়া রাখিব। নির্ব্বিঘ্নে একবার শুভকার্য্যটা সম্পন্ন হইয়া যাইলেই তার সমস্ত অহঙ্কার দূর করিব। শয়তানি আমার প্রাণে বড় ব্যথা দিয়াছে।

পাঠক! সেনাপতি এইরূপ ভাবনার্ণবে আলোড়িত হইতেছে, এমন সময় কলিঙ্গ রাজধানী হইতে পত্রবাহক আসিয়া সাদের খাঁকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"মহাশয়! হায়দ্রাবাদের প্রধান সেনানায়ক কোথায় বল্‌তে পারেন ?"

সেনা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? সেনাপতিকে তোমার আবশ্যক কি ?

পত্রবাহক। আজ্ঞে, আমি কলিঙ্গ হ'তে আসৃছি। তাঁর নামে একখানি পত্র আছে।'

সেনা। তুমি এইস্থানে একটু বিশ্রাম কর, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি।

পত্র। যে আজ্ঞা।

পত্রবাহক রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। সেনাপতি দুর্গ মধ্যে গমন করিয়া, আপনার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক পত্রবাহকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—

"কে তুমি? আমায় অন্বেষণ করিতেছিলে? তোমার আবশ্যক কি?"

বার্ত্তাবহ সেনাপতিকে সম্মানের সহিত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল,—

"হুজুর! আমি কলিঙ্গ হ'তে আস্‌ছি। আপনার নামে একখানি পত্র আছে।

সেনা। কৈ, দাও।

পত্র। এই নিন্।

সাদের খাঁ পত্রের আভরণ উন্মোচন করিয়া পত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল।—

হায়দ্রাবাদের প্রধান সেনানায়ক সেখ সাদের খাঁ

মহাশয় সমীপেষু—

বহুৎ বহুৎ সেলাম জানিবেন। আর স্বর্গীয় জাঁহাপনাকে শত কোটী সেলাম করি। পরে সংবাদ, কলিঙ্গের যাবতীয় প্রজাবর্গ এক হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক করাদি কিছুই দিতেছে না, দুই সন গত হইল, আমি কোন উপায় করিতে পারি নাই। নবাব বাহাদুর

পরলোকগমন করায়, সকলে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পত্র পাইবা মাত্র কলিঙ্গে আসিবেন। সৈন্য-সামন্ত আনিবার কোনও আবশ্যক করে না, আপনি একাই আসিবেন। আমি এখান হইতে লাঠিয়াল লইয়া গিয়া সকলকে শাসন করিয়া দিব। তবে আপনি না আসিলে কিছুই হইবে না, বিলম্ব হইলে সকল দিক নষ্ট হইয়া যাইবে। অধিক আর কি লিখিব, ইতি তারিখ ১০ই আষাঢ়।

অধীন প্রজা
শ্রীহরেন্দ্রমোহন মৈত্র।

পত্র পাঠ করিয়া সেনাপতির হৃদয় ক্রোধে প্রকম্পিত হইতে লাগিল; দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিল; আরক্তিমলোচনে কলিঙ্গ অভিমুখে কটাক্ষ করিতে লাগিল; পরন্তু পত্রবাহককে বলিল,—

"তুমি ভাণ্ডারীর নিকট হইতে তণ্ডুলাদি লইয়া পাক করগে যাও, বেলা অধিক হইয়াছে। অদ্যই আমি কলিঙ্গে রওনা হইব।"

সেনাপতি স্নানাগারে গমন করিল; স্নানাদি সমাপনান্তে ভোজন করিয়া পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করিতে গেল। এখানে পত্র-বাহকও আহারাদি শেষ করিয়া একটী গৃহে শয়ন করিল। নবাবের ঘড়িখানায় বেলা ৪টা বাজিয়া গেল। রাজকর্ম্মচারী সকল যে যাহার কার্য্যে ব্রতী হইল। সেনাপতিও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কলিঙ্গে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইল। পত্রবাহক আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। সাদের খাঁ পত্রবাহককে কহিল,—

"তুমি কি আমার সঙ্গে কলিঙ্গে যাইবে?"

পত্র। আজ্ঞে, আমার এখানে কিছু কাজ আছে। দু-একদিন দেরী হ'বে।

সেনা। আচ্ছা, তবে তুমি কার্য্য সারিয়া যাইও। আমি অদ্যাই যাত্রা করিলাম।

পত্র। যে আজ্ঞে। হুজুর! গোলামের বেয়াদপি মাপ কর্‌বেন। কোন কাজ না থাক্‌লে আমি আপনার সঙ্গেই যেতাম।

সেনা। না না, মনে কিছু করিব না।

সাদের খাঁ কলিঙ্গে গমনোদ্দেশে একটী গমনশীল ঘোটক বাছিয়া লইল এবং অস্ত্রে শস্ত্রে বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণ করতঃ কলিঙ্গ অভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে করিল, একবার কহিনুরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। অশ্বের রজ্জু সংযত করিয়া অশ্ব থামাইল। পুনর্ব্বার চিন্তা করিল, তা হইলে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এখন দেখা করা হইবে না। এই ভাবিয়া পুনরায় গন্তব্যাভিমুখে তুরঙ্গ হাঁকাইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে অশ্ব হায়দ্রাবাদের সীমানা পার হইয়া পার্ব্বতীয় বিভীষিকাময় দুর্গম পথে আসিয়া পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যাসতী জগতে নিজ অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। রজনী শুক্লপক্ষীয় হইলেও পার্ব্বত্য দুর্গম পন্থা অরণ্য বিন্যস্ত পাদপ-প্রতিছায়ায় ভীষণ তামসিময়ী—মনুষ্যের অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। সাদের খাঁ নির্ব্বিকল্পিত্তে ভয়াবহ পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে তুরঙ্গ হাঁকাইতে লাগিল। ক্রমে রজনী প্রভাত। হইয়া আসিল। সন্ধ্যাসতীর বিরহে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অরুণদেব নয়নাশ্রু মোচন করিতে করিতে রক্তিম

আভায় পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ হইলেন। কাদম্বরী মেঘ উন্মুক্ত। আর সেরূপ গাঢ় অন্ধকার নাই। শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ গিরিপথ সূর্য্যরশ্মি সম্পাতে সুপ্রশস্ত বিঘ্নশূন্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

পর্ব্বতপাদমূল ধৌত করিয়া শান্তি, নদী উর্ম্মিবিন্যস্ত হইয়া তর্‌তর্ রবে কি উদ্দেশে কোন্ দূর দেশে গমন করিতেছে, তাহার অনুমান নাই। সেনাপতি বিদ্যুতগতি তুরঙ্গের বল্গা প্রশমিত করিয়া শান্তি নদীর শীতল সলিলে হস্তমুখ ধৌত করতঃ, পুনর্ব্বার তুরঙ্গারোহণ পূর্ব্বক উদ্দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে দিনকরের প্রবলকর অসহ্য হইয়া উঠিল। বেলা অনুমান এক প্রহর। সেনাপতি অশ্ব হইতে দেখিতে পাইল, অদূরে ছায়ার ন্যায় একটা মূর্ত্তি ঝোপের মধ্যে মিশাইয়া গেল। সাদের খাঁ ভাবিল, কোন হিংস্র জন্তু পলায়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটা হরিণ দ্রুতবেগে ছুটিল। সেনাপতির সন্দেহ দৃঢ় হইল; তৎক্ষণাৎ অশ্ব হাঁকাইয়া সন্দেহের স্থলে আসিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ শিশের শব্দ হইল। সেনাপতি সন্দেহে অশ্বের বেগ দমিত করিয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্দেহান্দোলিত অন্তরে মৃদু মৃদু অশ্ব চালাইতে লাগিল। পরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একবলিষ্ঠ ভীমকায় দস্যু বাহির হইয়া বলিল, "কে যায়? খাড়া রহ।"

সেনাপতি আসন্ন বিপদ দর্শন করিয়া তুরঙ্গ থামাইল এবং দস্যুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—

"কে তোয়া? যমের নিকট আর অধিক অগ্রসর হো'স নি। আমি হায়দ্রাবাদের নবাব আব্বেগার খাঁর সেনা-অধীশ্বর ক্ষত্রিয়-

দস্যু। আরে, থাড়া রও। সাদের খাঁই হ'স্, আর কেদার খাঁই হ'স্, এক লাঠিতেই কর্ম্ম শেষ করে দেব।

সেনাপতি ঘৃণার সহিত অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কোষ হইতে অসি উন্মুক্ত করিয়া দস্যুর সম্মুখীন হইল। দস্যু লাঠী ঘুরাইল, সেনাপতি কৃপাণ চালাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে লাঠীর আঘাতে তলোয়ার চূর্ণ হইল। সাদের খাঁ ক্রোধে অধীর হইয়া পিস্তল বাহির করিয়া গুলি চালাইল। গুলি দস্যুর দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। দস্যু অচেতন হইয়া পড়িল। সেনাপতি অসি আঘাতে দস্যুর মস্তকচ্ছেদন করিল। অমনি কোথা হইতে আর একজন দস্যু আসিয়া সেনাপতির উপর পিস্তল চালাইল। গুলি সাদের খাঁর উরুদেশ ভেদ করিল। সেনাপতি ক্ষিপ্রহস্তে আর একটী পিস্তল বাহির করিয়া দস্যুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিল। দস্যু বসিয়া পড়িল। গুলি পর্ব্বতগাত্রে বিক্ষিপ্ত হইল। আর একটী পিস্তল লইয়া যেমন আবার লক্ষ্য করিবে, অমনি আর একজন দস্যু সবেগে সেনাপতির মস্তকে এক সড়্‌কী ঝাড়িয়া

সাদেরখাঁ অমনি "হায় কহিনুরা" বলিয়া রক্তাক্তকলেবরে ইহজনমের মত প্রান্তরভূমে তৃণশয্যায় শায়িত হইল। সকল আশা ফুরাইল। হায় পাঠক! "নিয়তি কেন বাধ্যতে।" যে সাদের খাঁ অরাতিবৃন্দ দলন করিয়া অক্ষত শরীরে সমর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, আজ কিনা সেই সাদের খাঁ সামান্য দস্যুর হস্তে আত্ম বিসর্জ্জন করিল! ধন্য নিয়তীর শাসন! কালপূর্ণ হইলে সিংহও শৃগালের বধ্য হইয়া পড়ে। পাঠক! সেনাপতি সাদের খাঁ একটী মাত্র দস্যুর জীবনসংহার করিয়া নিজের অমূল্য

প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করতঃ পরলোকগমন করিল। দস্যুগণ সাদের খাঁর মৃতদেহ হইতে মুণ্ড ছিন্ন করিয়া এবং পরিচ্ছদাদি লইয়া হরেন্দ্রবাবুর নিকট গমন করিতে লাগিল।

বরিষাকাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। রাত্রি দুই প্রহর। জগৎ নিদ্রায় বিচেতন, দস্যুদল মহোল্লাসে হরেন্দ্র জমিদারের কাছারী-বাটিতে আসিয়া পৌঁছিল। জমিদার এখনও জাগরিত আছেন। আমলায় অপর কেহই নাই। আছে কেবল নায়েব রাধামোহন রায়, আর গোমস্তা গৌরিপ্রসাদ ঘোষ। এমন সময় জনার্দ্দন, যাদু, অরুণ, আসিয়া হাজির হইল। নায়েব কহিল,—"ব্যাপার কি? কার্য্য হাঁসিল হয়েছে তো?"

জমিদার। কিরে, ঠিক হয়েছে তো?

যাদু। আজ্ঞে, বড় দাঙ্গা হয়ে গেছে, কব্‌লে সাবাড় হয়েছে।

জমি। বলিস্ কিরে! তার পর কি হ'ল? কব্‌লে অত বড় মর্দ্দ, তাকে কেমন করে মারলে রে?

জনা। আর মুসই, তার কাছে আবার মন্দ ফন্দ, এক চোটেই সাফাই করে দিলে।

গোমস্তা। তোরা তো ছিলি, বাগাতে পারিস্ নে?

যাদু। আজ্ঞা যাবে কোথা, তাকে কি আর বাঁচিয়ে রেখে এয়েছি।

জমি। হাঃ হাঃ! তাই তো বলি, আমার যাদু জনার্দ্দন থাক্‌তে কাত্‌লা জাল ছিঁড়্‌তে পারে! তার পরে কি হলো বাবা?

যাদু। আমরা অঞ্জন পাহাড় হতে দেখ্‌লাম যে, বেটা ঘোড়া বেয়ে আস্‌ছে। আর আমরা অমনি একটা ঝোপের ভিতর লুকালেম, যেমন কাছ্‌ বরাবর এসে পড়্‌লো, কব্‌লে গিয়ে

আগল দিলে। সে তলোয়ার চাল্লে। কব্‌লে লাঠিতে রুকলে। কব্‌লে খেলোয়ার বটে। সেনাপতির তলোয়ারখানা এক লাঠিতে চুরমার করে দিলে। সেনাপতি পিস্তল ছুড়ে কব্‌লেকে জখম করে ফেল্লে দেখে, আমি অম্‌নি ছুটে গিয়ে এক গুলি ঝেড়ে দিলেম। তাতেও কি বেটা কাবু হয়। আমায় গুলি কল্লে। আমি শুয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালেম। আর জনার্দ্দন এক সড়্‌কি চালিয়ে কর্ম্ম শেষ করে ফেল্লে। এই দেখুন, তার মাথা কেটে এনেছি; আর গায়ের পোষাক খুলে এনেছি।

জমি। হাঁ, বাপের বেটা বটে! যা, ওটাকে একস্থানে পুঁতে ফেল্‌গে। আর তোরা স্নান করে একটু ঘুমাগে। কাল তোদের পরিশ্রমের পুরস্কার পাবি।

যাদু। যে আজ্ঞা।

দস্যুরা প্রস্থান করিলে, হরেন্দ্র ও নায়েব গোমস্তা দস্যুদের প্রশংসা করিয়া সাহ্লাদে রজনীর কাছারী বন্ধ করিল। সেনাপতির হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়া গেল, সাদিরাণার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইল।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

## মুক্তির উপায়।

সমরক্ষেত্রে জাব্বেদার খাঁ কর্ত্তৃক সমরসিংহ নিহত হইল ও কলিঙ্গেশ্বর সাদের খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হইল। সৈন্যাদি কেহ হত কেহ বা বন্দী হইল। ইহা দেখিয়া রণজিৎ সিংহ যবন উচ্ছেদ-সঙ্কল্প পরিহার করতঃ সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া মধুভাণ্ড সমভিব্যাহারে বন্দর পর্ব্বত সন্নিকটস্থ মহারাষ্ট্রীয় পল্লিতে আত্মগোপন করিল। রণজিৎ এবং রাজসখা প্রচ্ছন্ন হইয়াও হৃদয়ে শান্তিশূন্য। যবনেরা কুমার ইন্দু-বিজয়ের কি অবস্থা করিল, প্রাণে মারিয়াছে কি বন্দী করিয়া কারাগারে দিয়াছে, এই চিন্তায় তাহাদের প্রাণ ফাটিতেছে। উদ্ধারের উপায় নাই। কুমারের বিরহে উভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। অনাদিআচার্য্য কারাগারে কুমারকে উপদেশ দান করিয়া প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, দুইটী লোক শোকাহত অন্তঃকরণে সম্বর নদীতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতেছে। যোগীবর দ্রুতপদবিক্ষেপে উহাদের সন্নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—

"বৎস্য! কে তোমরা, কেন রোদন করিতেছ? তোমাদের আত্মপরিচয় প্রদান কর?"

ঘোরারজনীতে মহাযোগী দর্শন করিয়া, সেনাপতি ও মধুভাণ্ড যোগীর পদে প্রণাম করিয়া কহিল,—

"দেব! আর কি বলিব, আমাদের দুঃখের বারতা শ্রবণ করিয়া আপনি কি সুখী হইতে পারিবেন? যদ্যপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়-বেদনা শ্রবণ করুন। কলিঙ্গ-ঈশ্বর ইন্দুবিজয়সিংহ দুরাচার যবনের সহিত সপ্তাহ কাল সংগ্রাম করিয়া যবনকুলধ্বংস করিতে করিতে ইহধাম পরিত্যাগ করতঃ স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন। অধম সেই নরপতির সেনাপতি। প্রাণপণে যবন-সমরে বাহুবল প্রকাশ করিয়াও আমি কোনক্রমে অন্নদাতা প্রভুর প্রাণরক্ষা করিতে পারি নাই। তাই, সমর ত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধমনে প্রাণ পরিহারের জন্য আজ এই রজনীতে সম্বর নদীতে আসিয়াছি।

যোগীবর মধুভাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ভাল, তুমি রাজার কোন সম্পর্কীয়?"

মধু। আজ্ঞে, সেই মহানুভব নরনাথ এই অধমকে সখা বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন।

যোগী। বৎস্য! আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মায় আত্মারাম প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান করে। আমরা সেই আত্মা ধ্বংস করিবার কে? জগতে ধৈর্য্যবান হও, জগদীশ্বরের নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখ। সময়ে সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যাও, তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি সংসার-বিরাগী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য ধ্রুব জেন। কুমার ইন্দুবিজয় পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া

পরম সুখে কালাতিপাত করিবে। তোমরা যে যেমন পদাভিষিক্ত ছিলে, পুনঃ তেমনি সেই পদে অভিষিক্ত হইবে।

সেনা। দেব, সর্ব্বজ্ঞ যোগীবর! আপনি তাহা হইলে সকলি অবগত আছেন। প্রভু! দুরাচার আব্বেগার খাঁ জীবিত থাকিতে কি কুমারের পুনর্মুক্তি হইবে?

মধু। হে সর্ব্বদর্শি! কুমার কি পিতৃসিংহাসন লাভ করিবে? যবনকুল কি উৎসন্ন যাইবে?

যোগী। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি মিথ্যা বলি নাই। সেই সময় উপস্থিত হইলেই আমি আসিয়া তোমাদিগকে সংবাদ দিব।

সেনা। যে আজ্ঞা দেব! আপনার আশ্বাসে আমরা আশ্বাসিত হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। নতুবা নিশ্চয়ই আজি প্রাণ পরিত্যাগ করিতাম।

পাঠক! সেই আশায় সেনাপতি ও মধুভাণ্ড এতকাল বন্দর পর্ব্বতে মহারাষ্ট্রীয় গ্রামে বাস করিতেছে। মনুষ্যের সুখ দুঃখের সময় সমুপস্থিত হইবার কালীন, হৃদয়-দর্পণে কি যেন একটী চিন্তার প্রতিছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। কুমারের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়া মুক্তির দিন যত আগত হইতেছে, ততই রণজিৎ সিংহ ও মধুভাণ্ড উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। উভয়ে বন্দর পর্ব্বতের কন্দরে উপবেশন করতঃ যোগীবরের উদ্দেশে কহিতে লাগিল, "হে সত্যেন্দ্রিয় পরম যোগি! কৈ দেব, আপনিতো আর দর্শন দিলেন না। তবে কি কুমার জীবিত নাই? আপনি কি প্রবাদ বাক্যে সান্ত্বনা দানে আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়া গেলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মন! আপনি যদ্যপি দুই দিবস মধ্যে দর্শন না দেন, তা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আত্মহত্যা করিব। এইরূপ উভয়ে খেদান্বিত হইয়া অনুশোচ

করিতেছে, এমন সময় যোগীবর বীণাবাদন করতঃ হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেনাপতি ও মধুভাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। জ্যোস্নামন্নি বিভাবরী, তাহে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে বীণাযোগে যোগীবরের সুমধুর সংগীত বরিষণ বড়ই মনোবিমুগ্ধকর। যোগীবর সঙ্গীতে বিভোর হইয়া, ক্রমান্বয় নিম্নে অবতরণ করিতেছেন।

।

লীলাময় কিবা লীলা করেছ মহীমণ্ডলে।
নিরখিয়া তব লীলা ভাসি হে ভাব-সলিলে॥
মোহ-মায়াবৃত করি, রাখিয়াছ জগজ্জনে,
হে মনোময়, মায়া-ফাঁস কে কাটাবে তোমা বিনে।
বটাসন বংশী নে বঙ্ক শঙ্খি নে কংসে ধ্বংসিলে,
দেবারি রাবণকুল বিনাশি শান্তি স্থাপিলে।
কলিঙ্গ-কুমার ইন্দুবিজয় হে নিজ গুণে,
প্রসন্ন হইয়া প্রভু মুক্তি দেহ সন্তানে।
যবন তাড়নে সে যে মরে হে প্রাণে—
তোমারি প্রসাদে জীবে সংসারে সম্পদ পায়,
ভিখারী ভূপাল ভবে, ভূপাল ভিখারী হয়;
সকলি তোমারি দয়া জেনেছি হে কৃপাময়—
হিরণ্যে নাশিয়া হরি প্রহ্লাদে রাজা করিলে॥

যোগীরাজের গীতান্তে, সেনাপতি ও মধুভাণ্ড যোগীর পদে প্রণাম করিয়া যুগ্মকরে দণ্ডায়মান রহিল। যোগীবর আশীর্ব্বচনে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—

"বৎস্য! আমার অদর্শনে তোমরা সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলে—না ?"

সেনা। হাঁ দেব! সত্য সত্যই আমরা বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

যোগী। বৎস্য! জীবের শুভাশুভ সময়-প্রতীক্ষা করে। এইবার তোমাদের ভাগ্যাকাশে পূর্ণশশী উদয় হইবে। কুমারের দুঃখের দিন অবসান হইয়া আসিয়াছে।

মধু। দেব! কবে কুমার মুক্তিলাভ করিবেন? কবে সে শুভদিন আসিবে?

সেনা। প্রভু! অধার্ম্মিক যবনকুল কি ধ্বংস হইয়াছে? পাপিষ্ঠের রাজ্য কি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে?

যোগী। হাঁ প্রিয়তম! যবনরাজ লোকান্তরগমন করিয়াছে, সেনাপতি সাদের খাঁ দস্যু-কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের আর সে শোভা নাই। রাজপুরী ছারেখারে গিয়াছে, আর দুই দিবস মধ্যে কুমার মুক্ত হইয়া হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

মধু। দেব! তবে আর কেন আমাদিগকে এস্থানে রাখিয়াছেন? লইয়া চলুন, কুমারকে উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করিগে।

সেনা। প্রভু! লইয়া চলুন, বিলম্বে আর আবশ্যক কি? আমরা যে আর স্থির হইতে পারি না।

যোগী। বৎস্য! আর দুই একদিন অপেক্ষা কর, কুমারের মুক্তির কথঞ্চিৎ বিলম্ব আ[illegible]। ঠিক সময়ে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। তোমরা চঞ্চল হইবে বলিয়াই আমি সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বিদায় দাও।

সেনা। দেব! প্রণাম হই।

মধু। প্রভু! নমস্কার।

যোগী। আশীর্ব্বাদ করি, অচিরাৎ তোমাদের মনোভিষ্ট পূর্ণ হউক।

এই বলিয়া যোগীবর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সেনাপতি ও মধুভাণ্ড হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে বাসাভিমুখে প্রতিগমন করিল।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## হিতৈষিণী।

আজ হায়দ্রাবাদে আনন্দের স্রোত বহিতেছে। সকলেরই অন্তর প্রফুল্ল। কাহারও মনে দুঃখ নাই। সহর উত্তমরূপে সাজান হইয়াছে। কাঙ্গাল গরীব, অতিথি ফকির, আশাতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে রাজপথে গমন করিতেছে। অতিথিশালায় পাচকেরা নানাবিধ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করতঃ আহুত, অনাহুত, অভুক্ত ব্যক্তিদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া সন্তোষ সহকারে বিদায় করিতেছে। পাঠক মহাশয়, হায়দ্রাবাদের এরূপ উৎসবের কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন কি? যদ্যপি না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলি শুনুন;—

সেনাপতি সাদের খাঁ দস্যু কর্ত্তৃক হত হইলে হরেন্দ্র বাবু সেনাপতির মৃত্যু জ্ঞাপনার্থে তাহার পরিচ্ছদাদি এবং নবাবের নামযুক্ত সেনাপতির টুপি হায়দ্রাবাদের বেগমের নিকট পাঠাইয়াছিল। সাদেরের মৃত্যু স্থির করিয়া, কোরাণ ধর্ম্মানুসারে সাদিরাণী হকিমকে পুনঃ বিবাহ করিল। সুখের কণ্টক চিরশত্রু নিপাত হইল, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে

পারে? পাঠক! সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপলক্ষে হায়দ্রাবাদের এত উৎসব। মহানগরী আবার যেন পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। ধন্য রমণীর চরিত্র! যে সাদিরাণাকে নবাব প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, যার অদর্শনে তিনি জগৎ আঁধার দেখিতেন, যাকে হাসিতে দেখিলে তিনি বিমল প্রফুল্লতা উপলব্ধি করিতেন, সেই সাদিরাণা জাহাঁপনার মৃত্যুতে এক দিবসের জন্য শোকবিষাদের ভাজন হইল না। ধিক্ কামাঙ্ক্ষা অভিসারিপ্রবৃত্তিপরা রমণী! তাই বলি, স্বচরিত্র স্বভাবসুন্দরী রমণীতে আর কামুকা পর-প্রেম-প্রত্যাশীর স্বর্গ নরক প্রভেদ!

সতী প্রস্ফুটিত আসবপূর্ণ মন্দার প্রসূন; দুষ্টা মধুশূন্য দৃশ্য-শোভা কুসুম। সতী চন্দ্রমা-বিধৌতা স্নিগ্ধকিরণ; দুষ্টা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড। সতী লোচনানন্দদায়িনী শান্তির আকর; অসতী কুটীলতাময়ী গরলের সাগর। সতী সহধর্ম্মিণী স্বর্গের সোপান; কুলটা সংসার-বিধ্বংসী নরকের অনুসঙ্গিনী। সতী নবনীতাঙ্গ সুশীলা গৃহ-প্রতিমা; ভ্রষ্টা ক্রূরা সাক্ষাৎ রাক্ষসী!

এদিকে কহিনুরা দ্বিতল প্রকোষ্ঠের ভিতরপ্রাঙ্গণে বসিয়া কুমারের মুক্তির চিন্তায় বিভোর, সে সময় ডাকিলে বোধ হয় সাড়া পাইবার আশা ছিল না। কহিনুরা মনে মনে ভাবিল যে, সেনাপতির কথাই সত্য, বাস্তবিক সাদিরাণা আমার গর্ভ-ধারিণী নহেন, বিমাতা। এইতো হকিমকে বিবাহ করিলেন, আর দু-দিন পরে আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাতো বলিতে পারি না। মা আপনার প্রেমে আপনিই তন্ময়, আমার বিষয় একবার চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর কৈ? ভাবি তাই, হবে কি?

আশারে পুষিয়া হৃদে নৈরাশ হইব হায়!
এ হেন অশনি বিধি হানিবে কি অবলায়?
কি আছে ভাগ্যেতে মোর ভাবিয়া না ঠিক পাই।
মরিব কি রব ভবে কি হবে তা জানি নাই॥

নিশ্চয় আমায় আত্মঘাতিনী হতে হবে। রাজকুমারের মুক্তি না হলে আমি এ প্রাণ রাখ্‌বো না—আমার মৃত্যু অপরিহার্য্য।

ভাবিতে ভাবিতে কহিনুরা নয়নাশ্রু বরিষণ করিতে লাগিল। এমন সময় মর্জ্জিনা আসিয়া পড়িল। মর্জ্জিনা নবাব দুহিতার সমবয়সী ও সহচরি! মর্জ্জিনা অন্তরাল হইতে কুমারীর সকল কথা শুনিতেছিল। কহিনুরা যেমন বলিল, আমার মৃত্যু অপরিহার্য্য, অমনি মর্জ্জিনা কহিল,—

"বালাই! তোমার দুষ্‌মন মরুক্। ছি দিদিমণি! কাঁদ কেন? ছেলেমানুষের মত কাঁদ্‌তে আছে কি! নাও, চুপ কর। আহা, কেঁদে কেঁদে চোক দুটী লাল করঞ্চা হয়ে গেছে।"

এই বলিয়া মর্জ্জিনা বাসনাঞ্চল দিয়া ইন্দুনিভাননীর নয়ন-জল-সিক্ত আননখানি মুছাইয়া দিল। কহিনুরা রোদন সম্বরণ করিয়া মর্জ্জিনাকে বলিল,—

"মর্জ্জিনা! আর আমার জীবনে সুখ কি? যে পিতার স্নেহের কন্যা ছিলাম, কত যত্ন করিতেন; না খাইলে খাওয়াইতেন, একদিন একটু মুখ ভারি দেখিলে কোলে করিয়া, কত সান্ত্বনা করিতেন, সেই স্নেহময় পিতা এখন কোথায়? এখন তোমাদেরই যত্নেই আমি প্রতিপালিত। মা আমায় একবারও দেখেন না, খেলাম, কি না খেলাম, একবার জিজ্ঞাসাও করেন না, আমার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। তাই বলি, আমার জীবনে কি সুখ?

মর্জ্জিনা। অভিমানিনী! তাই বুঝি অভিমান হয়েছে? তাই বুঝি জীবনের প্রতি এত বীতরাগ? বলি দিদিমণি! এদিক্‌কার সংবাদ বুঝি কিছু পাও নি, তাই মায়ের উপর এত অভিমান।"

কহিনুরা। কি সংবাদ! বল না মর্জ্জিনা? মা কি রাজকুমারের কারামুক্তির কথা কিছু বলেছেন?

কহিনুরার এই কথা শুনিয়া মর্জ্জিনা ঈষৎ ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া অর্দ্ধস্তিমিত অথচ প্রীতিপূর্ণনেত্রে অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখাইয়া কহিল,—

"হাঁ গো গিন্নি হাঁ! শুধু মুক্তির কথা নয়—আসল কথাটাও হয়ে গেছে? কুমারের মুক্তিও হবে—আর কহিনুরার যৌবন-উচ্ছলিত প্রণয়-সাগরে কুমারকে কাণ্ডারীপদেও অভিষিক্ত করে দেবেন। বলি, খপরটা কি মিষ্ট নয়?"

শুনিয়া কহিনুরা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিল। অনেক পরে মর্জ্জিনাকে কহিল,—

"বলি এতোও জোটাতে পারিস? মরণ আর কি!

মর্জ্জিনা। আমি আর কৈ জোটালেম ভাই? যে জোটবার হয়, সে আপনি এসে জোটে। তবে তোমার ভাবনাটা আমায় কিছু বেশী ভাবতে হয়।

কহি। এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও আসিস্‌নি কেন? আমি কত ভাবছিলাম।

মর্জ্জিনা। এই তোমারি কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। গেছলুম মায়ের কাছে।

কহি। আ মর! কি বল্লি?

মর্জ্জিনা। কি বল্‌বো, আমার কাছে স্পষ্ট কথা। বল্লুম যে;

হাঁগা মা! আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন, কন্যা যে বয়স্থা হয়েছে, আর কি অমন মেয়ে মা বাপের ঘরে শোভা পায়? যা হো'ক একরকম করে ফেলুন। রাজকুমার দেখ্‌তে তো খুব সুন্দর, আর কহিনুরারও মন চারপো, তাই বল্‌ছি, শুভ কাজটা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল না?

কহি। আ মরণ! এম্‌নি করে বল্লি?

মর্জ্জিনা। হাঁ, তা আবার ঢাকঢাক গুড়্‌গুড়্‌ কি? মায়ের মত হয়েছে, তবে তোমার প্রতি কুমারের কেমন আগ্রহ একবার দেখ্‌বেন। বিবাহের আগে মা বাপকে বরের সৌন্দর্য্য ও ধন-সম্পত্তি দেখ্‌তে হয়। তা কুমারের কিছু দেখ্‌তে হবে না। দুঃখের মধ্যে কুমার রাজ্যহারা। সে হক্‌গে। বিবাহ হলেই কুমারকে কলিঙ্গের সিংহাসন প্রদান কর্‌বেন। আর এ সকল সম্পত্তি বা কার? সকলি তো কুমারের।

এই কথা শুনিয়া কহিনুরা অন্তস্তলস্পর্শী উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করতঃ পুনরপি চক্ষের জল ফেলিল। মর্জ্জিনা তরস্থ সেই জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"আঃ! আবার কাঁদ্‌তে বস্‌লে? কি কর্‌বো বল না? কুমারকে ডেকে আন্‌বো না কি?

কহি। মর্জ্জিনা! এই দুর্ভাগ্যে আমি কি সেই রাজপুত্রের ভালবাসা লাভ করবো?

মর্জ্জিনা। কেন কর্‌বে না? ঘরের ধন ঘরে আছে, কে তাতে বাদ সাধ্‌বে? আমি দেখ্‌ছি, তোমার মাথার ঠিক নাই। তুমি উন্মাদগ্রস্তা হয়েছ।

কহি। না মর্জ্জিনা। তুই জানিস না, পাপ সেনাপতি আমার সুখের বিষম কণ্টক। সেই দুরাচার আমার নিতান্ত

অধীনে রেখেছে। তাই বলছি যে, এ জগতে আমার শান্তি নাই।

মর্জ্জিনা। ও আমার পোড়াবরাৎ, তাই ভাবচো? সে কার্য্য ফর্সা হয়ে গেছে। কলিঙ্গের পথে তাকে ঠ্যাঙ্গাড়েতে মেরে ফেলেছে। কলিঙ্গ হতে লোক আস্ছিল, তারা দেখ্তে পেলে, সেনাপতি ধরাশায়ী হয়ে রয়েছে। তারা তার পোষাক খুলে নিয়ে এসেছিল, আমরা তা দেখে ত অবাক! ওমা, তাই এতো ভাবনা! সে ঠিক হয়ে গেছে। সে বেটা ম'ল, তাই কুমারের মুক্তির পথ হ'ল! দিদিমণি! তা জান না? এখন চল, স্নান করবে।

মর্জ্জিনা ও কহিনুরা উভয়ে স্নানাগারে প্রবেশ করিল।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

## পরিণয় পরামর্শ।

নবাব-অন্দরে আজ মহা মিছিল বসিয়াছে। সভাস্থ সকলেই স্ত্রীলোক। সভাধারিণী বিবি সাদিরাণা। তন্মন্ত্রী মর্জ্জিনা নানা-প্রসঙ্গান্তরে কুমার ইন্দুবিজয়কে সভায় আহ্বান করিল। কুমার সমিতিতে অধিরোহণ করিলে সাদিরাণা স্নেহসূচক সম্বোধনে কুমারকে কহিল,—

"কুমার ইন্দুবিজয়!"

ইন্দু। কেন মা? কি বল্‌ছেন?

সাদি। বাবা, আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে।

ইন্দু। বলুন, আমার সাধ্যায়ত্ত হলে অবশ্য রাখিব।

সাদি। দেখ বাবা, ঈশ্বরের রাজ্যে সম্পদ বা নির্য্যাতন-ভোগ স্বকর্ম্মের চরম পরিণাম। পরমেশ্বর তোমায় কারারুদ্ধ করেছিলেন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাই বলছি যে, আমাদের উপর অভিমান ত্যাগ কর।

ইন্দু। এত অনুশোচ কর্‌বার কি কারণ মা! আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ কচ্ছি, আপনারা সেজন্য কিছু মনে কর্‌বেন না। আমার কোন দুঃখ নাই, বরং আপনি আমার যন্ত্রণাময়

কারা হতে মুক্ত ক'রে আমার জীবন দান্ করেছেন। ভগবান, আপনাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল করবেন।

সাদি। কুমার! তোমার যেমন রূপ ঈশ্বর তদনুযুক্ত গুণ দিয়েছেন। মহীয়ান রত্নাকরে মূল্যবান রত্নেরই উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাবা, বল্‌ছিলাম যে, আধুনিক নিয়মে হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্ম একসা হয়ে আস্‌ছে এবং শোনা গেছে, রাজা মানসিংহ, পাতসা জাহাঙ্গীরের সহিত নিজ ভগ্নির পরিণয় দিয়াছিল। তাই বল্‌ছি, আমার প্রাণাধিকা কহিনুরার পাণিগ্রহণ করে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

সাদিরাণার এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া কুমার ঘৃণাসূচক শ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, কি স্পর্দ্ধার কথা! হিন্দুমুসলমানে পবিত্র পরিণয়! ছি ছি ছি!!! আবার তৎক্ষণাৎ কুমারের স্মরণ হইল, গুরু বলিয়াছেন, কহিনুরার প্রণয়ে অবজ্ঞা করিও না। তাই কুমার সে ঘৃণার ভাব হৃদয়ের মধ্যে গোপন করিয়া "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" প্রমাণ করতঃ মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

অবসর বুঝিয়া নর্জ্জিনা কুমারকে বলিল,—

"বলি, আর অমন করে থাক্‌লে কি হবে? মুখটা খুলে ফেলুন, শুভকার্য্য শেষ হয়ে যাক। আর আশায় থাকা যায় না। এই যেমন কথায় আছে—

তপন উদয় আসে, সরোজিনী জলে ভাসে,
প্রভাত হইলে পূরে মনোরথ।
শশাঙ্ক উদিবে বলি, উদ্যানে কুমুদ কলি,
দিবসে কভু না হয় বিকশিত॥

গগন-বারির তরে, চাতক চাতকি মরে,
বরিষণে তার নিবারে পিয়াস।
আশা হয় যার আশে, সে যদি তায় ভালবাসে,
কভু না করয়ে আশায় নৈরাশ॥

আশায় মনুষ্য আর কতদিন বাঁচে? স্পষ্ট ক'রে মনটা খুলে বল, আমরা শুনে সুখী হই। আর যদি বল্‌তে লজ্জা হয়, আমিই না হয় তোমার হয়ে বলি।

কুমার। কামিনীকুল-ললামভূতা কহিনুরা। রূপের খণি কহিনুরা! এমন অমূল্য রত্ন কি ভিক্ষুকের করে শোভা পায়? নবাব বা বাদশার অঙ্কশায়িনী হইলে তবে ঐ রত্নের শুভ্র হইবে। আমি এখন কারামুক্ত সঙ্গিহীন ভিখারী। আমার মনের কিছুই স্থিরতা নাই।

সাদিরাণা। ও আমার ক্ষেপা ছেলে! তাই বুঝি অমন ক'রে রয়েছ? বাবা! এই সকল ঐশ্বর্য্য—তোমার পিতৃরাজ্য এখন আর কার? সকলি ত তোমার। তোমার এখন সে ভাবনা ভাব্‌তে হবে না। তুমি এখন রাজপুত্র—রাজা। বাছা! অভিমান ত্যাগ কর, এক্ষণে আমার অঞ্চলের নিধি সর্ব্বগুণ-সম্পন্না কহিনুরাকে তোমার করে অর্পণ কর্‌তে পার্‌লেই পরম পরিতোষ লাভ করি।

বিবি সাদিরাণার প্রস্তাবে কুমার সংশয়-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল। কোন সদুত্তর প্রদান না করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিল।

মর্জ্জিনা পুনর্ব্বার কুমারকে কহিল,—

"কুমার, কহিনুরা তোমারি উপযুক্তা। মন স্থির কর, সু-হাস্ত

এক হ'লে বাঁচি। (কহিনুরার চিবুক ধরিয়া) আহা, কহিনুরা আমার যেন কুসুমকুমারী!

কুমার। আপনাদের আদেশ কি লঙ্ঘন কত্তে পারি! ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

সাদি। দেখ দেখি বাবা, আমায় কত সন্তুষ্ট কর্‌লে। এমন না হলে শান্তমতি ব'লে কি? বাবা, এ সকলি তোমার। তবে আমরা তোমাদের ঐ চাঁদমুখ অবলোকন করে জীনের অবশিষ্ট কাল তোমারি সংসারে অতিবাহিত কর্‌বো।

পাঠক! ইন্দুবিজয় গুরুর আদেশ প্রতিপালনের জন্য অন্য বিবির নিকট কহিনুরার পরিণয়ে "হত ইতি গজ" রূপ সম্মতি প্রদান করিল। ললনাকুল আনন্দ-উৎফুল্ল অন্তরে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট নিকেতনাভিমুখে অগ্রসর হইল। বিবাহে কুমারের মত জানিয়া কহিনুরা আহ্লাদে বিভোর হইয়া পড়িল। এ জগৎ তৎকালে কহিনুরার নয়নমুকুরে যেন কি সৌন্দর্যময়ী—মন-প্রীতিকর অনুভূত হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়-কন্দর হইতে অভিনব আবেগের উৎকর্ষ বিনিঃসৃত হইয়া যেন কোন অজানিত বিরামদায়িনী তটিনী অন্বেষণার্থে প্রতিধাবিত হইতে লাগিল। তাহে আবার আশাদায়িনী হিতৈষিণী মর্জ্জিনা স্বতঃই অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া উভয়ের মন যোগাইতেছে। নবাব-ভবনে কহিনুরার বিবাহ প্রস্তাবনায় অধিক আনন্দ মর্জ্জিনার। মর্জ্জিনা পরিণয়ের পূর্ব্বে ফুলশয্যার বাসর শয্যা করিয়া রসিল। সেই রজনীতে কুমার ও কহিনুরাকে সাজাইবার ব্যপদেশে কুসুম-চয়নার্থে মর্জ্জিনা উদ্যানে গমন করিল। উদ্যানের ফটকে একটা নেড়ে পাহারা দিতেছিল। মর্জ্জিনাকে দেখিয়া সে সাড়ে তেরহাত একগাছা লাঠি

বাহির করিয়া আঁৎ টেনে গলা ঝেড়ে বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল,—

"কোন্ হ্যায় ? রাত বকৎ ইধার আয়া কাহে ?"

মর্জ্জিনা একমনে যাইতেছিল, চিৎকারে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় ক্রোধে বলিল, "আ মরণ আর কি! বেটা আমার ঝেড়ে উঠে, ভেড়ার মত গলা ক'রে "কোন্ হ্যায়" ব'লে হাঁক্ দিলে। বেটা আমার চোরের গায়ে পাঁশ মাখিয়ে দেয়, সাদকে দেখ্‌লে গলার স্বর বাড়ায়। মরণ আর কি! চুপ কর্ চুলোমুখো!

দরোয়ানজী ক্রমে মর্জ্জিনার নিকট আসিল। যৌবন-স্ফুরিত লাবণ্যযুক্তা মর্জ্জিনাকে দর্শন করিয়া দরোয়ানজী আহ্লাদে আটখানা হইয়া দাঁত ছর্‌কুটে রসিকতাজনক বাক্যে বলিল,—

"কেও! মর্জ্জিনা ?"

মর্জ্জিনা রাগতঃ ভাবে উত্তর করিল,—

"হাঁ, তোর মাসি-মা। বলি, বড় যে ঝাঁঝুনি দেখ্‌ছি ?"

দরো। কেয়া কেরি দিদিমণি! হুকুম বড়ি কড়া হ্যায়। মর্জ্জিনা! তোম্‌রা সাৎ আউর মুলাকাৎ হোতা নেই ক্যাহে ?

মর্জ্জিনা। তোমার মুখে শতমুখী মার্‌তে আমি বড় আসি নি। বলি, সেদিন যে চোরটা পালা'ল, তার কিছু কর্‌তে পার্‌লি নি! কেবল সাদের কাছে খেউ খেউ রব। আমি মা-জীকে ব'লে দেব, বক্‌সু পাহারা দেয় না, খালি ডাল রুটী মারে আর শুয়ে থাকে।

মর্জ্জিনার বাক্যে বক্‌সু ভয়ে জড়সড় হইয়া তাহার পায়ে ধরিতে গেল। মর্জ্জিনা তাহাকে অভয় দিয়া উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিল এবং মনোমত পুষ্পচয়ন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বক্‌সু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।
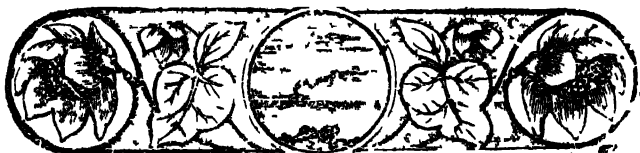
# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

## স্বপ্নের প্রলাপ।

পাঠক! মর্জ্জিনা উদ্যান হইতে কুসুম চয়ন করতঃ কুমার ও কহিনুরাকে উত্তমরূপে সাজাইয়া পরমানন্দে ক্ষণেক সর্ব্বরি যাপন করিয়া আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিল। কারামোচনের পর কুমারেব জন্য একটী সুসজ্জিত কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কুমার ভাবী পত্নীর গৃহ হইতে আমোদ আহ্লাদ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই গৃহে নিদ্রা যাইতেছে। কুমারের বাহ্য চৈতন্য নাই। কিন্তু কুমার অচৈতন্য অবস্থায় চিত্তের স্থৈর্য্যতাশূন্য হইয়া অধৈর্য্য প্রযুক্ত নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে মনে মনে তর্ক করিতেছে—

ছি ছি! কিবা আজ্ঞা করিলেন গুরু!
যবনি-প্রণয়ে মজি স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া,
দাসভাবে রব সদা যবন-ভবনে?
ঘুচিল কৈ তবে দাসত্ব-শৃঙ্খল?
হইল কৈ মম প্রতিজ্ঞা-পূরণ?
উদ্ধার হইনু কৈ পিতৃ-ঋণ-দায়?
স্বর্গীয় পিতা মম থাকি স্বর্গ হ'তে—
নিরখিয়া সুখী বা কি হইবেন তিনি?

দ্বিজে শাপ পেয়ে তাপ স্ত্রৈণ্য বলি মোরে।
আরে রে কুসন্তান আত্ম-সুখান্বেষী,
মজি প্রলোভনে প্রেম-নিকেতনে—
আবদ্ধ রহিলি দুষ্ট যবনি-প্রণয়ে ?
তাই ভেবে মরি, কি করি কি করি,
কোথা গুরু রাখ হে আমায়।

কুমার আবার অঘোরে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এমন সময় অনাদি আচার্য্য বীণাযন্ত্রে সুর মিলাইয়া, একটি গীতামৃত বরিষণ করিতে করিতে কুমারের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। যোগীমুখ-বিনিঃসৃত সুধা বরিষণে কুমারের অজ্ঞানাবৃত মোহনিদ্রার অপনোদন হইয়া আসিতে লাগিল। পাঠকের মনোরঞ্জনার্থে যোগীর গীতখানি তান লয়ের সহিত নিম্নে অবতারণ করিলাম।

গীত।

ভৈরবি—ধামাল।

উঠ রে প্রাণাধিক কলিঙ্গপুর-রতন !
চিন্তার্ণবে কেন ডুবে মোহ নিদ্রায় অচেতন ॥
আ মরি আ মরি মরি, আয় রে বাপ হৃদে ধরি,
এ দশা হেরিতে নারি করিব দুঃখ মোচন। বরি যবন
চল রে কলিঙ্গপুরে, অভিষেক
বসায়ে সিংহাসনোপরে ঘুচাব মনো মধুভাণ্ড আত্ম

সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র হারাষ্ট্রীয় যুবককে
দেখিল, ইষ্টদেব দণ্ডায়মান। কুমার সা দিয়াছিল। ক্রমে
বন্দনা করতঃ কহিল, "প্রভু! আপনার শঙ্কিত হইয়া আর

বড় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আপনাকে দর্শন করিয়া এক্ষণে আমি আশ্বস্ত হইলাম। দেব! আমার কি আর নিষ্কৃতি হইবে না? এই কারালয়েই কি জীবনটা কাটিবে?"

অনাদি। বৎস! শীঘ্র আমার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। সময় অতি অল্প। সৈন্যাদি প্রান্তর শিবিরে অবস্থান করিতেছে। প্রভাতেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কুমার! ইন্দুবিজয়! বাপ আমার! অদ্য তোমার মুক্তির দিন। এস প্রাণাধিক, আমার সমভিব্যাহারে এস।

কুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া গুরুর সহিত গমন করিল। যোগীবর কুমারকে লইয়া এক সৈন্যব্যূহে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যাদি পরিদর্শন করিয়া কুমার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—গুরু এই সকল যোদ্ধাদি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? ঐ সময় প্রধান রথি গুরুচরণে প্রণাম করিয়া কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"কুমার, চিনিয়াছ কি?"

আর একটি সুরসিক হাস্য করিতে করিতে কুমারকে বলিল, "কুমার ইন্দুবিজয়! চিনিতে পার কি ভাই?"

পাঠক! ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইহারা অপর নহে—একজন প্রধান রথি রণজিত সিংহ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি [illegible]ভাও। ইহারাই কুমারকে সম্ভাষণ করিল। যখন ঘুচিল থন ইন্দুবিজয় উহাদিগকে অষ্টপ্রহর দেখিয়াছে। হইল কৈ[illegible] অষ্টাদশ হইয়াছে; এই নয় বৎসরের মধ্যে উদ্ধার হইয় স্মরণ হইতে পারে! বিশেষতঃ সেনাপতি স্বর্গীয় পিতা[illegible]ার প্রতিপালিত হইয়াছিল। কুমার মিনতি নিরখিয়া সু[illegible]ধুভাণ্ডকে কহিল,—

"সেনাপতি! আমি তোমাদের বিস্মরণ হইব? তোমরা আমার প্রতিপালক। যতকাল জীবিত থাকিব, ততদিন তোমাদিগকে স্মৃতি মধ্যে গাঁথিয়া রাখিব।

মধুভাণ্ড। মনে করিয়াছিলাম, কুমার আমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।

কুমার। দাদা মহাশয়! আপনি আমায় কত ভালবাসিতেন, কোলে ক'রে কত গল্প ইতিহাস শুনাইতেন, আপনাদিগকে কি এ জীবনে ভুলিতে পারি? তবে পিতা লোকান্তরগমন করিলে দুরাচার যবনগণ আমাদের দুর্দ্দশার শেষ করিয়াছে।

এই বলিয়া কুমার বিষাদে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিল।

মধুভাণ্ড কুমারকে বিবিধ উপায়ে সান্ত্বনা করিতে লাগিল ও রণজিৎসিংহ কুমারকে আশ্বাস বাক্যে কহিল,—

"রোদন সম্বরণ কর কুমার! আমরা তোমাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষেক করিবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কানন পর্ব্বতে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছি। এতদিন পরে আমাদের সে রোদন সফল হইতে চলিল। ইন্দু! গুরুর প্রসাদে আমি যবনকে ভয় করি না। পামর আবেগারখাঁ জীবিত থাকিলে অদ্য তাহার নিস্তার থাকিত না। তুমি স্থিরভাবে অবস্থান কর, আমরা ক্ষণকাল মধ্যে আমাদের চির বৈরি যবন নিহত করিয়া প্রাণের জ্বালা দূরীভূত করি।"

পাঠক! মহারাষ্ট্রীয় দেশে যখন রণজিৎসিংহ ও মধুভাণ্ড আত্ম গোপন করিয়াছিল, তখন রণজিৎ কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় যুবককে বিলক্ষণরূপে সমরকৌশল ও যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিল। ক্রমে যুবকের দল সহস্রে পরিণত হইল। তাহারা সুশিক্ষিত হইয়া আর

স্থির থাকিতে পারিল না, সংগ্রাম করিতে ব্যস্ত হইল। তাই আজ সেনাপতি সেই সমস্ত সৈন্যাদি লইয়া হায়দ্রাবাদে কুমারকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে।

নবাবের আর তেমন সৈন্য-সামন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল দ্বিতীয় সেনাপতি জাব্বেদার খাঁ। সাদের খাঁ তো জীবিত নাই। সৈন্য আদি সমস্তই বিশৃঙ্খল। নবাব-ভবন সাজান আছে মাত্র। এদিকে রথি রণজিৎসিংহ কুমারকে কতিপয় সৈন্য মধ্যে রক্ষা করত বলিষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় বীর সমভিব্যাহারে যবন দুর্গের সন্নিকটে দুর্গ স্থাপন করিল। হায়দ্রাবাদে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বার্ত্তাবহ অন্দরে বিবি সাদিরাণাকে সংবাদ দিল। বেগম এইরূপ আকস্মিক বিপদ শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িল। কুমারকে অনুসন্ধান করিল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। বৈরি কে, তাহা আর বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

বার্ত্তাবহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল,—

"মা! কি হুকুম? শত্রু যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে। আমাদের সেনাপতি জাব্বেদার খাঁও সৈন্য সমাবেশ করিয়া আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন।"

সাদিরাণা। যাও দূত, জাব্বেদার খাঁকে এই কথা বলগে,— বিবি বলিয়াছেন, তিনি যেমন বুঝিবেন, সেই মত কার্য্য করিবেন।

এদিকে সেনাপতি জাব্বেদার খাঁ বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে দূতের মুখাপেক্ষায় অন্তঃপুরাভিমুখে তাকাইয়া আছে, এমন সময় দূত আসিয়া উপস্থিত। দূত কহিল, "হুজুর! বিবি বলিলেন, আপনি যেমন বুঝিবেন, সেইমত কার্য্য করিবেন।"

জাব্বেদার খাঁ আর বিলম্ব না করিয়া স্বদলে রিপক্ষের সমীপবর্ত্তি হইল। পূর্ব্ব হইতেই মহারাষ্ট্রীয় বীর সকল সজ্জিত ছিল, সম্মুখে অগণন বৈরি পাইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আক্রমণ করিল। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জাব্বেদার খাঁ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অস্ত্রাঘাতে মহারাষ্ট্রীয় বীরপুঞ্জকে হত-আহত করিতেছে। ইহা সন্দর্শন করতঃ রণজিৎ সরোষে তরবারি নিষ্কোসিত করিয়া জাব্বেদার খাঁর নিকটবর্ত্তী হইল। উভয়ের তরবারি যুদ্ধ হইতে লাগিল। জাব্বেদার খাঁ রণজিৎকে ভর্ৎসনা করিতেছে—

কাফের! ধিক তোর ঘৃণিত জীবনে।
হারি বার বার ফেরুপাল সম
আসিয়াছ পুন রণে? দেখে হাসি পায়।
প্রাণের মমতা যদি এত রে হৃদয়ে,
তবে কেন এস রণে বিপক্ষ হাসাতে?
নাহিক নিস্তার তোর শুন রে শয়তান,
পাঠাইব যমালয় জনমের শোধ।

রণজিৎ প্রত্যুত্তরে কহিল,—

উন্মাদ! প্রাণ, দাস নহে কভু ক্ষত্রিয়-তনয়।
বিপক্ষ পরাজিয়া জয়লাভ আশে
উপেক্ষনীয় প্রাণ—ক্ষত্রিয়ের নিকট।
অশনি সমান ওরে বিপক্ষের বাণী
প্রতিধ্বনি হয় সদা হৃদয়-কন্দরে।
তাহে কি বীরের প্রাণ থাকে রে সুস্থিরে?
ব্যগ্রতা ইন্দ্রিয়গণ বৈরি নির্যাতনে।

কেবা হেন বীর—উর্ব্বীতল মাঝে
ক্ষত্রিয় পরাজিতে আশা করে রণে!
উদ্দেশ্য সাধন হেতু শুন রে যবন!
রণে ভঙ্গ দিয়াছিনু বুঝ রে কারণ।
যবন উচ্ছেদ আশা অন্তরে আমার
অ ক্ষত সদত ছিল ওরে দুরাচার।
প্রভুহত্যাকারী তোরা পরম অরাতি,
সমূলে নিপাতি আজ পুরাইব আশ।

পুনর্ব্বার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধৃবৃন্দ প্রবল পরাক্রমে যুঝিতেছে। অনতিকাল মধ্যে যবন সৈন্য গতায়ু হইল, রণজিত সিংহ দৈববলসম্পন্ন, জাবেদার খাঁ কোনক্রমে তাহার সমকক্ষ হইতে পারিল না। প্রতিনিয়তই শক্তি-পরিশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। রণজিত সিংহ জাবেদার খাঁয়ের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল। পুনরায় অসি প্রহারে স্কন্ধ হইতে তাহার মুণ্ড কাটিয়া সমরাঙ্গনে পাতিত করিল। সকল গোল মিটিয়া গেল। কুমারকেও ধর্ম্মানুসারে উদ্ধার করা হইল। যবন-অনিকিনি প্রায় সমস্তই হত হইয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার অনুসন্ধান হইল না। মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ নবাবপুরী ঘেরিয়া রাখিল। রণজিৎ সিংহ রণজয় করিয়া কুমার ও গুরুদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। যোগীবর শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। তৎকালে কুমারের মন কিরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠক অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। হায়দ্রাবাদ দখল করিয়া যোগীরাজ সেই প্রান্তর শিবিরে অবস্থিতি করিলেন।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

## বেগমের তিরোভাব।

রণাজিৎ কর্ত্তৃক হায়দ্রাবাদ অধিকার হইলে বিবি সাদিরাণা অপরিমেয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া হকিম সমভিব্যাহারে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল, কেহ জানিল না। এখানে প্রান্তর শিবিরে যোগীবর কুমারকে লইয়া অবস্থান করিতেছেন। একদিবস যোগীবর মধুভাণ্ডকে ও কুমারকে শিবিরে রাখিয়া সেনাপতি রণজিৎ সিংহকে লইয়া নবাবপুরে প্রবেশ করিলেন। কুমার এবং মধুভাণ্ড দুইখানি পৃথকাশনে উপবেশন করিয়া নানারূপ কৌতূহলপূর্ণ রসালাপ করিতেছে। এমন সময় মৰ্জ্জিনা ও কহিনুরা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইল। তাহার অযত্ন রক্ষিত কেশ, অনাহারে মুখায়তন বিশুষ্ক, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, ললাটে স্বেদ নিঃসৃত হইয়া যেন কোমল দূর্ব্বাদলে শিশির পতনের অনুকরণ করিয়াছে। নয়ন হইতে শোকাশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষের বসন অভিসিঞ্চিত করিতেছে। ক্ষীণ কটীদেশ সমীর প্রতিঘাতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মর্ম্মস্পর্শী শোক-পীড়িতা কোহিনুরা আর দাঁড়াইতে পারিল না। কুমারের সম্মুখে যাইয়া বসিয়া পড়িল। মৰ্জ্জিনা রোদন করিতে করিতে কুমারকে কহিতে লাগিল,—

কুমার! পাষাণে গঠিল তোমা বিধি।
হের হে নয়নে কিবা দশা আজি হে এবার।
নবাব-নন্দিনী কেন পাগলিনী তব লাগি
হয়েছে কুমার!
অনুগত জনে ঠেলিলে চরণে
ভাল কি হইবে তোমার!
তোমারে ভাবিয়া অজ্ঞান অবলা
ত্যজিবারে প্রাণ হয়েছে উদ্যত।
প্রবোধিয়া নানামতে আনিয়াছি তব পাশে,
বধিয়া অধীন জনে যাও নিজ দেশ।

কুমার সসব্যস্তে আসন হইতে উঠিয়া, কহিনুরার হস্ত ধারণ করিয়া নিজ আসনে উপবেশন করাইয়া কহিল,—

নবাব-কুমারি, কেন ধরাপরি,
অভিমান কিবা হে অন্তরে?
ব'স সুখাশনে কিবা দুঃখ মনে,
ও মুখ নেহারি ফাটে প্রাণ।
তোমার সেবার গুণে কঠিন কারায়
রহেছিল দেহে প্রাণ ওহে সুলোচনে!
সম্বর রোদন ধনি! মানিনি আমার,
হবে—হইবার যাহা আছে বিধি মনে।

কহিনুরা উত্তরে বলিতেছে,—

যুবরাজ! কিবা কাজ এছার জীবনে?
যাহার আশয়ে প্রাণ রাখিয়াছি হৃদে
শূন্যে তুলি ফেলি দিল পাষাণে আছাড়ি।

কঠিন হৃদয় তার জানিলাম এবে—
মুখেতে অমৃত অন্তরে গরল-ভরা।
শীতল হইব বলি সলিলে যাইনু,
বাড়বা অনলে শেষে পুড়িনু পরাণে।
মহাশয়, ধরি পায় অবলা-মোহন,
শাস্তি দেহ চিরতরে কৃপাণে কাটিয়া।

মর্জ্জিনা। যা হয় উচিত তব কর হে কুমার!
এখন বিপক্ষ মোরা জানিবে তোমারি।
বন্দী করে লয়ে চল কলিঙ্গ-ভবনে,
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখ কারাগার মাঝে।
অনশনে রব সদা তাহে ক্ষতি নাই,
বারেক দিও হে দেখা বন্দিনী দুজনে।

সুরসিক মধুভাণ্ড আর থাকিতে পারিল না, পরিহাসচ্ছলে মর্জ্জিনাকে বলিতেছে,—

গরিব ব্রাহ্মণ আমি তাহে বৃদ্ধকাল।
স্মৃতি নাই পদ্যভাষা অভ্যাস কারণ।
না কহিলে হয় দুর্নামের ভয়,
অপ্রেমিক সবে বল পাছে।
ছন্দের সম্বন্ধ যদি তফাতি বা হয়
হেস না সোণার চাঁদ দন্তপাঁতি তায়।
বলি, কুমার এত্‌কি ব্যাজার তোমা সবে?
রাখিবে শৃঙ্খলে বাঁধি কারাগার মাঝে।
কারাগার দু-প্রকার ছন্দে বলে যাই,
সন্ধ করে মন্দ ভেবে দন্দ কর নাই।

তোমা সবে বন্দিনীরে আনন্দ সরসে
রাখিবে বন্দিনী করি হৃদি কারাবাসে।
প্রেম ফাঁসে আসে পাশে করিয়া বন্ধন
নয়ন প্রহরি দিবে শুনলো সুন্দরি!

মধুভাণ্ডের সুললিত ছন্দ ভাষায় কুমার সন্তুষ্ট হইয়া কহিল,—

উপযুক্ত নাম তব ওহে মধুভাণ্ড!
সুধামাখা স্বরে মুনিমন হরে,
সুললিত কিবা সুমধু সুছন্দ।
নানা গুণে গুণি তুমি দাদামণি,
নামের বহর কিছু হেরি অপ্রশস্ত।
মধুভাণ্ড কিন্ত্য তায় ক্ষুদ্রতার লেখা
খেতাব বাড়াও কিছু প্রমাণে অধিক।
মধুর জলধি নদ কিম্বা নদী
সাগরে কর পরিমাণ।
গুণের সহিত নাম হইবে তুলনা।

কুমারের বাক্যে মধুভাণ্ড আরও রসিকতার সহিত কহিতেছে,—

কুমার! বহরে কিবা প্রয়োজন।
খাটয় ঘটায়ে রস ভাসাব মেদিনী।
ক্ষুদ্র করি কবে কথা রসিকতা ভাবে,
ক্ষিপ্তা হবে প্রণয়নি প্রণয় আবেশে।
নহে সুধু মধুভাণ্ড জানিবে কুমার!
ভাণ্ড মধ্যে সুধা চাকে হয় সদা পাক।
অফুরন্তি মধুস্রোত ফুরাতে না চায়।

কমণ্ডুলে ছিল গঙ্গা ব্রহ্মার সকাশে
বিকাসি বারিধিরূপে ত্রিলোক ভাসায়,
দেখ হে প্রমাণ তার প্রাণাধিক ভাই!

পরস্পর এইরূপ রসালাপ চলিতেছে, এমন সময় সেনাপতি ও যোগীবর কার্য্য সাধন করতঃ শিবিরাভিমুখে আসিতেছেন। মধুভাণ্ড অমনি গম্ভীরতা ভাব ধারণ করিয়া নতমুখে বসিল। কুমারও উক্তানুরূপ ভাবে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে যোগীবর ও রণজিৎ দুর্গমধ্যে আসিলেন। রণজিৎ কুমারের নিকট রমণী সন্দর্শনে বিজাতীয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিল,—

কে তোরা পিশাচিনি মোহিনী সাজিয়া
শিবিরে এসেছ দুষ্টা হইয়া নির্ভয়?
কর পলায়ন, নহে যাবে প্রাণ;
কিবা প্রয়োজন বল বিবরণ।
নির্ম্মমা যবনী-বালা পাষাণ-প্রকৃতি;
দয়ার নাহিক লেশ বিশ্বাসঘাতিনী।
অভিপ্রায় কর ব্যক্ত ত্বরায় যবনি,
কালসম হের অসি ধায় বধিবারে।

যোগীরাজ সেনাপতিকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন,—"বৎস্য! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ইহারা যবনী হইলেও পিশাচী নয়,—সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি।

সেনাপতি অগ্রসর হইয়া দেখিল, প্রকৃতই রমণী দুটি যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী। দেখিয়া সেনাপতির বাক্য নিঃসরণ হইল না। মর্জ্জিনার শ্রীসম্পন্ন মুখাবয়বে সেনাপতির খরদৃষ্টি সন্নিবেশিত হইল। যোগীবর কহিনুরাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতেছেন,—

"কনকতারা, মা আমার! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। রোদন সম্বরণ কর, গুরুর কৃপায় অল্প দিবসের মধ্যেই তোমায় মুক্ত করিব। বৎস্যে! অদৃষ্ট-লিপি অখণ্ডনীয়; তোমার অদৃষ্টে যা ছিল, তাহাই হইল। দাদার অদৃষ্টে যা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। কি করিবে বল? আর দুঃখ করিও না, অবিলম্বেই তোমার দুঃখের অবসান হইবে।"

কহিনুরা যোগীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিল,—

"দেব! এক্ষণে এই অসহায়া অবলার উপায় আপনি। আমি এই চরণে পতিত হইলাম; আপনি আমায় যাহা বলিবেন, তাহাই প্রতিপালন করিব।"

যোগী। উঠ মা উঠ! আর চিন্তা নাই। তোমার দুঃখের শেষ হইয়াছে।

এই বলিয়া যোগীরাজ নবাব-ভবনের ধনাদি শকটে তুলিয়া, মর্জ্জিনা, কহিনুরা, কুমার ও সেনাপতি সমভিব্যাহারে সেই দিবসেই কলিঙ্গে যাত্রা করিলেন। যোগীর সহিত কহিনুরার এতাধিক বাক্যালাপে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত, হইয়াছিল। তবে তেজঃপুঞ্জ যোগীর মুখের উপর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যোগীরাজ কহিনুরাকে অপর নামে সম্বোধন করিলেন কেন? এবং কহিনুরার সহিত যোগীবরের সম্বন্ধই বা কি? সঙ্ক্ষেপে সেই সকল কথা আপনাদিগকে বিবৃত করিতেছি।

নবাব আবেগার খাঁ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সুন্দরী হিন্দু রমণী বল প্রয়োগে অপহরণ করিয়া আনিতেন। তৎকালে তাঁহাকে নিবারণ করিবার কেহ ছিল না। একদা নবাব-আবেগার খাঁ

করঙ্গা নামক এক নগরে যদৃচ্ছা বেড়াইতে ছিলেন। দেখিলেন, একটী রমণী তিন বৎসরের কন্যা ক্রোড়ে করিয়া গমন করিতেছে; অমনি তাহাকে ধৃত করিয়া হায়দ্রাবাদে প্রেরণ করিলেন। যাহার পত্নী, সে ভার্য্যাশোকে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার আর একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল; বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ হইবে। সংসারে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটায়, তিনি মনের দুঃখে করঙ্গা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে কাশীধামে তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামী-মুখ-বিনিঃসৃত যোগ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া অনুরাগী যোগী দিন দিন যোগধর্ম্মে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার আর সংসারসুখে বাসনা রহিল না। পাঠক! ইনিই সেই অনুরাগী যোগী অনাদি আচার্য্য; আর এই কহিনুরা যোগীবরের সেই শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রী। কহিনুরা ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া নবাব-গৃহে প্রতিপালিত। স্মরণ আছে—যে সময় সাদিরাণার সহিত সেনাপতি সাদের খাঁর কথান্তর হয়, সাদের খাঁ কহিনুরাকে বলিয়াছিল. তুমি বিবি সাদিরাণার গর্ভজাত নও। তোমার মা লোকান্তর গমন করিয়াছেন! সেনাপতি কিন্তু বলিল না যে, তুমি হিন্দু-কুলবালা। বলিলে পাছে কহিনুরার মুসলমানের উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাই গোপন করিয়াছিল। পাঠক! কহিনুরার এই প্রকৃত পরিচয় দিলাম! কহিনুরার নাম কনকতারা। নবাব হিন্দুরক্ষিত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, কহিনুরা নাম রাখিয়াছিলেন।

---
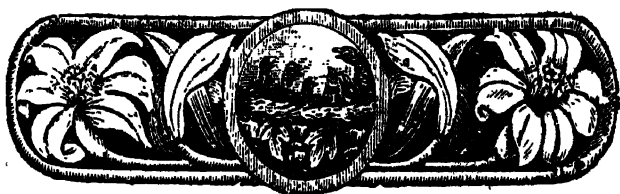
# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

## কলিঙ্গের হারাধন।

কুমার কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে যোগীবর মর্জ্জিনা ও কহিনুরাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কুমারকে বলিয়া গেলেন, তোমার পিতৃ শত্রু হরেন্দ্র জমিদারকে শাসন করিবে। আমি অনতিবিলম্বেই আসিতেছি। ইহার মধ্যে সুপাত্রী পাইলে বিবাহ করিও, আমি মত দিয়া চলিলাম। কুমার পিতৃ-সিংহাসনারূঢ় হইলে প্রজাবর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। প্রজা সকল যেন নব দেহ প্রাপ্ত হইল। মধুভাণ্ড অমাত্যপদাভিষিক্ত হইয়াছে। রণজিৎ সিংহ সেনাপতি হইলেও একণে ইন্দুবিজয়ের প্রিয় সখা স্বরূপ। একদা কুমার সেনাপতি ও মধুভাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"সখা! পরশ্রীকাতর পামর হরেন্দ্রকে এখনও কেন শাসন করিলে না? উহাকে শাসন করিতে গুরুদেব বারম্বার আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমরা কি বিস্মরণ হইয়াছ?"

সেনাপতি। না কুমার, বিস্মরণ হই নাই। রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত থাকায়, পামর এখনও নিরাপদে রহিয়াছে। আর বিলম্ব হইবে না, অদ্যই তাহার বিহিত করিতেছি।

মধুভাণ্ড। হাঁ, আর কাল বিলম্বের আবশ্যক নাই। পাপাত্মাকে অদ্যই শাস্তি প্রদান কর।

রণজিৎ সিংহ দূতকে আহ্বান করিল। দূত করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। রণজিৎ কহিল,—

"হরেন জমিদারের নিকট গমন করিয়া বলিবে যে, রাজাজ্ঞানুসারে জ্ঞাপন করিতেছি, আপনার বাৎসরিক একহাজার টাকা সম্মাই, নয় সনের বাকী পড়িয়াছে। তিন দিবসের মধ্যে সমস্তই রাজ-সরকারে জমা দাখিল করিবেন।

দূত "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সে দিবসের মত রাজসভা ভঙ্গ হইল। দূত হরেন্দ্রের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, হরেন্দ্রমোহন বিচারাসনে উপবেশন করিয়া বিচার করিতেছেন। আমলাবর্গ স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। দূত অভিবাদন করিয়া কহিল,—

"হুজুর! কলিঙ্গ অধীশ্বর কুমার বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে, আপনার বাৎসরিক একহাজার টাকা সম্মাই নয় সনের বাকী পড়িয়াছে, তিন দিবসের মধ্যে সমস্তই রাজ-সরকারে জমাদাখিল করিবেন।"

শ্রবণ করিয়া হরেন্দ্রমোহন সবিস্ময়ে দূতকে বলিল —

"কলিঙ্গের অধীশ্বর কুমার বাহাদুরটা কে? পরোলোকগত আব্বেগার খাঁর প্রধান বেগম বিবি সাদিরাণাই ত কলিঙ্গের অধীশ্বরী! তুমি কোথা হতে আস্‌ছো?"

পাঠক! ইন্দুবিজয় যে কলিঙ্গের রাজসিংহাসনাভিষিক্ত হইয়াছেন, হরেন্দ্রমোহন তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। কারণ রাজবাটী হইতে হরেন্দ্রের বাটী প্রায় একক্রোশের অধিক হইবে।

এবং কুমার অধিক দিন সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তজ্জন্য হরেন্দ্র সংশয়ের সহিত দূতকে বলিল,—"তুমি কোথা হতে আসছো?"

দূত কহিল,—

"আপনি জানেন না, স্বর্গীয় ইন্দ্রবিজয় সিংহের কুল-গৌরব-পুত্র ইন্দ্‌বিজয় কলিঙ্গের সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন?"

হরেন্দ্র। ইন্দু কি এখনও জীবিত আছে? আমি ত শুনিয়াছিলাম, যবন কারাগারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে?

দূত। না, কুমার জীবিত আছেন, পরমপিতা পরমেশ্বর কৃপা করিয়া যবন কারাগার হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

জমিদার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—

"দূত, বল্‌গে কুমারের আজ্ঞা প্রতিপালন হইবে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দূত প্রস্থান করিল।

হরেন্দ্র কাছারি ভঙ্গ করিয়া নায়েব গোমস্তা আর দুইটী সর্দার লইয়া গুপ্ত মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিল।

হরেন্দ্র। ওহে নায়েব! এ কি রকম হইল বল দেখি? নবাব কুমারকে কি হত্যা করে নাই?

নায়েব। কৈ হুজুর! তা হইলে কি আর এমন হইত!

গোমস্তা। হুজুর! ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোন কার্য্য করিলে পরিণাম এইরূপই বিস্ময় হইয়া থাকে। জানিবেন, কুমারের অব্যাহতির উপায় আমরাই করিয়াছি।

হরেন। সে কি! কুমারের নিষ্কৃতির উপায় আমরা কেমন করিয়া করিলাম?

গোমস্তা। দেখুন, নবাব-সাহেব সমাধিস্থ হইলে সেনানায়ক

সাদের খাঁ রাজ্য শাসনে রাখিয়াছিল। সাদের খাঁর মৃত্যু হইলে রাজ্যের শৃঙ্খলা তত ছিল না, সেই সুযোগেই কুমারকে কেহ কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ধর্ম্মাবতার, আমার ত এইরূপ ধারণা হয়।

হরেন। তোমার অনুমানই সত্য। কিন্তু জানিবে, আমাদের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হয় নাই। একদিন বেটাকে সাবাড় করে দাও না। এখন তার কিছুই ত নাই, যে তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে?

নায়েব। তজ্জন্য চিন্তা কি? আমাদের যে সমস্ত লাঠিয়াল পাক আছে, তা একটি সামান্য সৈন্যদল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একরাত্রেই কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে?

হরেন। বেটার একবার স্পর্দ্ধা দেখ দেখি। নয় সনের বাকী সম্‌মাই দাবী করে। নায়েব! আর ত সহ্য হয় না, তোমরা ভাল ভাল সর্দ্দার লইয়া বেটাকে ঠিক করে দাও।

গোমস্তা। চোরের মতন গুপ্তভাবে মারিবার আবশ্যক কি? দিবসেই লাঠিয়াল লইয়া কলিঙ্গে প্রবেশ করত তাহাকে শাসন করিয়া আসা যাউক, প্রজাসকল আপনার প্রতাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হউক।

হরেন। ঠিক বলিয়াছ, তাহা হইলে এদিককার সমস্ত বন্দোবস্ত কর। সর্দ্দারদের ডাকিয়া আনাও।

যাদু সর্দ্দার সেই স্থানেই উপস্থিত ছিল, সে করযোড়ে বলিল,—

"হুজুর! আজ্ঞা করুন, কতগুলা লাঠিয়াল দরকার হইবে?"

হরেন। কিহে, বলে দাও না, ক'জনের আবশ্যক?

নায়েব। আজ্ঞা, একশত লোকের কর্ম হইবে না। চারিজন ভাল বেলের পাক চাই। তাহারাই সম্মুখে আগল ধরিবে।

হরেন। যাদু! তবে তোর উপর ভার রইলো, তুই বাবা সমস্ত যোগাড় করিস। এই কাযটা কোরে দিতে পার্‌লেই প্রচুর পরিমাণে বক্সিস পাবি।

যাদু। হুজুর! গোলামেরা আপনারি খেয়ে মানুষ, সে-কথা আর বল্‌তে হবে না। দুই এক দিনের মধ্যেই সমস্ত ঠিক করে আন্‌ছি। আপনাদের কোন ভাবনা নেই।

হরেন। তাহা হইলে ইন্দুবিজয়ের সহিত কি করিয়া একটা বিবাদ বাধান যায় বল দেখি?

গোমস্তা। এতো সোজা হিসাব পড়ে রয়েছে। কোন লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে গেলে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এক মুহূর্ত্তে করা যায়। ইন্দু-ভূষণের সহিত দ্বন্দ্ব করিবার সূত্র রহিয়াছে ত? সম্‌মাই নামঞ্জুর করিয়া একজন ভৃত্যের হাতে সংবাদ দিয়া পাঠান, তাহা হইলে আপনিই দ্বন্দ্ব করিবে—আর অধিক কিছু করিতে হইবে না।

হরেন। হাঁ, কথা মন্দ নয়। তাহা হইলে কল্য যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই করা যাইবে। কেমন, কি বল?

নায়েব। আজ্ঞা ঐ বেশ যুক্তি হইয়াছে, কল্যই সমাচার পাঠান যাইবে যে, তুমি কে? তোমায় চিনি না, কলিঙ্গের অধিশ্বরী বিবি সাদিরাণাকে সম্‌মাই দিয়াছি।

গুপ্ত মন্ত্রণা শেষ হইল। আম্‌লারা যে যাহার গৃহে গমন করিল। জমিদার হরেন্দ্রমোহন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িল। স্নান করিবে, আহার করিবে, তাহা আদৌ স্মরণ নাই। জমিদার-গৃহিনী বামাসুন্দরী নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল,—

"এমন করে বস্‌লে কেন? কোন অসুখ হয় নাইতো?"

জমিদার-কন্যা সুরথি পিতার কাছে আসিয়া বলিল,—

"এমন করে কেন বসে আছ বাবা? স্নান করুন না, বেলা অনেক হয়েছে, কখন আহার কর্‌বেন?"

কন্যাকে দেখিয়া হরেন্দ্রমোহন কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, সুরথিকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—

"না মা! শারীরিক কোন অসুখ হয় নাই। একটা দুর্ভাবনায় প্রাণ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাই মনে কিছু সুখ নাই।"

বামাসুন্দরী। তা কি কর্‌বেন? এখন স্নান আহার করুন, পরে তার উপায় হবে।

দাসী বিরজা আসিয়া হরেন্দ্রমোহনকে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিল। অনন্তর বাবুর স্নান হইলে আহার করিতে উপরে গেল। ভোজনান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পালঙ্কে বিশ্রাম করিতে লাগিল। পার্শ্বে গৃহিণী বামাসুন্দরী ও কন্যা সুরথি উপবেশন করত বাবুর মর্ম্ম-যাতনার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হরেন্দ্র হতাশ ভাবে বলিল,—

"আর দেখ্‌ছো কি, মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত। ইন্দুবিজয় কলিঙ্গের সিংহাসনে বসেছে।"

বামা। বলেন কি! রাজকুমার ইন্দুবিজয় রাজা হয়েছে? আহা, সে ত ভালই হয়েছে। হিন্দু রাজা না থাক্‌লে কি হিন্দুর সম্ভ্রম রক্ষা হয়? পরমেশ্বর করুন—দীর্ঘজীবী হয়ে রাজ্য করুণ। তাতে আমাদের সর্ব্বনাশ কিসে হবে নাথ?

সুরথি। রাজকুমার রাজা হয়েছে, তা বেশতো বাবা! আমাদেরি তো ভাল, রাজ্যে রাজা না থাক্‌লে রাজ্য মানায় কি? যবনের

অত্যাচারে প্রজার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হিন্দুরাজা হলে আমরা তো সুখে থাক্‌বো। এতে আপনার চিন্তা কেন বাবা?

হরেন। পাগলি মেয়ে, কি জান্‌বি বল, হিন্দুরাজ্যের সুখ আছে কি? যবন রাজা না হলে আমরা কি এইরূপ সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করতে পেতাম। ইন্দ্রবিজয়ের আমলে আমি একজন সামান্য ভূস্বামী ছিলাম মাত্র। নবাব রাজ্য নিলে, আমায় শ্রীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন বাহাদুর সম্ভ্রমাত্মক উপাধি দিয়া যান। নবাবের অবর্ত্তমানে আমি এখন একপ্রকার রাজ্যেশ্বর কিম্বা নবাব বাহাদুর হয়েছি। যবনরাজ্যের কত সুখ, বল দেখি? আর দেখ, কুমার রাজসিংহাসনে বসিয়াই আমার উপর জুলুম চালিয়েছে।

বামা। কেন আমাদের উপর কুমার কুপিত হয়েছেন?

হরেন। আরে গিন্নি, তবে আর ছাই বল্‌ছি কি! কুমার দূতকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে যে, নয় সনের বাকী সমস্তই উশুল কর। সেতো বড় কম টাকা নয়—নয় সহস্র মুদ্রা। তা হলেও মিছে কেন ঘুষ দিতে যাব। সে কলিঙ্গের কে? সে এক্ষণে সাধারণ একজন পথিক মাত্র।

বামা। অমন কথা বল্‌বেন না, আমরা সাত আট সন তাদের রাজ্যের উপসত্ব ভোগ করে আস্‌ছি। এখন তিনি রাজা হয়েছেন। যদ্যপি তাঁর সংসারে অকুলান হয়, আমরা তার প্রজা, দু-দশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করা ধর্ম্মসঙ্গত নয় কি? আপনি ভ্রমান্ধ হবেন না, বুঝে দেখুন, ইহাতে মঙ্গল বই আমাদের অমঙ্গল হবে না।

সুরতি। বাবা, আপনার অভাব কিসের? কুমার যাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাই করুন। তিনি রাজা, আমরা তাঁর প্রজা, তাঁর সহিত

কি আমাদের বিরোধ ভাল? ভেবে দেখুন, এক প্রকার তাঁদের খেয়ে নিয়ে আমরা মানুষ।

হরেন্দ্র। তোমরা যে দেখ্‌ছি সকলেই কুমারের পক্ষ অবলম্বন কল্লে। তোমাদের পরামর্শে কার্য্য কল্লে দেখ্‌ছি রাজ্য করা ভার হবে। কেন, কি কারণে আমি তাকে বাকী সসমাই দিতে যাব? সে এতদিন কোথায় ছিল? পাষণ্ড দু-দিন রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েই সম্রাট্ হেয়ে পড়েছে। দেখি, সে কেমন কোরে বাকী সসমাই আদায় করে। আমার ক্রোধ হলে কাহারও নিস্তার নাই। তার সর্ব্বনাশ করবো, তাকে রাজ্য হ'তে দূর ক'রে দিয়ে বাটীখানা মরুভূমি করবো, তবে আমার নাম হরেন্দ্রমোহন। যাও তোমরা, আমার নিকট হতে চলে যাও। আমি কারো কথা শুনবো না, আমার সংকল্প অপরিহার্য্য।

হরেন্দ্রমোহন ক্রোধে অধীর হইয়া শয্যার একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল। কন্যা সুরতি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। গৃহিণী আর কোথায় যাইবে, রোষ আহত স্বামীর পর্য্যঙ্কের একপার্শ্বে একটু বিশ্রাম করিতে লাগিল।

———
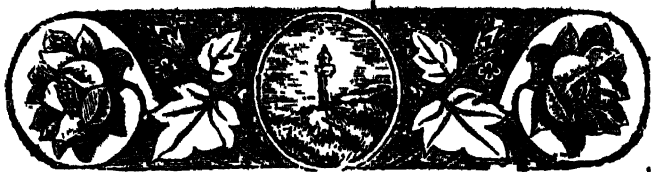
# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

## পাণপত্র।

সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন। জগতে আর উত্তাপ নাই। ফুর ফুর করিয়া বাতাস প্রবাহিত হইতেছে। রাজবাটীর সম্মুখে পুষ্প উদ্যানে নানা জাতীয় কুসুম বিকসিত হইয়া বাগান আলো করিয়া রাখিয়াছে। সমীরণের প্রতিঘাতে কুসুমের পাপড়ি প্রকম্পিত হইতেছে। সৌরভে প্রাণ আকুল করিতেছে। আসব-লোলুপ ভৃঙ্গনিকর গুণ গুণ রবে আসব পানে মনোনিবেশ করিয়াছে। ঐ সময় যুবরাজ উদ্যান-বাটীতে মকরন্দ আকর্ষিত সমীরণ সেবন করিতে করিতে পদচারণা করিতেছেন। কুমার দেখিলেন, উদ্যানের ফটকের নিকট একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুমার সত্বর রমণীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি? কার জন্য এখানে অপেক্ষা করছো।

রমণী। আজ্ঞে, আপনারই জন্য।

কুমার। কোথা হ'তে আস্‌ছো?, কি আবশ্যক, বল?

রমণী। আমি হরেন্দ্র জমিদারের বাড়ী হ'তে আস্‌ছি, আপনার নামে একখানি পত্র আছে।

কুমার। পত্র কে দিয়াছে, বাবু দিয়াছে নাকি?

রমণী। না,—জমিদার-কন্যা সুরতি দিয়াছেন।

কুমারের মনে যেন কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। ভাবিলেন, জমিদার-কন্যা সুরতি পত্র লিখিয়াছে কেন? দেখা যাক্, পত্রের মর্ম্ম কি।

কুমারকে মৌন হইয়া থাকিতে দেখিয়া, সংবাদবাহিনী কহিল,—

"তবে কি পত্র নেবেন না? আমি ফিরে যাব?"

কুমার। না না, পত্র দাও, দেখি!

রমণী উদ্যানের একস্থানে বসিল। কুমার নিকটস্থ এক-খানি মার্ব্বেল প্রস্তরোপরি উপবেশন করতঃ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

কুমার ইন্দুবিজয়!

পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! তুমি কারামুক্ত হইয়া সিংহা-সন প্রাপ্ত হইয়াছ শুনিয়া, যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়াছি। তুমি আমার বাল্যসুহৃদ, বাল্যকালে উভয়ে একত্রে কত খেলা করিয়াছি, সে সমস্ত একরূপ বিস্মৃত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি ভাল থাকিলেই আমি পরম সুখী হইব। এখ একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সাক্ষাতের উপায় নাই। সে অবসরের বিলোপ সাধন হইয়াছে। তুমি যে সময় যবন-করে বন্দী হইলে, তখন আমি কত কাঁদিয়াছিলাম, দুই দিবস আহার নিদ্রা ছিল না। মা, কত বুঝাইয়া আমায় সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মন প্রবোধ মানে নাই। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে তোমায় দেখিতে পাইতাম! যেন তোমাদের বাটীতে গিয়াছি, একসঙ্গে খেলা করিতেছি। ঘুম ভাঙ্গিলে রোদন করিতাম, মা জিজ্ঞাসা করিলে গোপন করিয়া

বলিতাম, ভয় দেখিয়াছি। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষণে একটী সুপাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হইও। আমি শুনিয়া সুখী হইব। তোমার চাঁদমুখ এ দাসীর চিরস্মরণীয়।

তোমার স্নেহের,
শ্রীমতী সুরতিমণি দাসী।

( পুনশ্চ )

অনন্তর সবিনয় নিবেদন করিতেছি, পিতা দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত তোমার সমভিব্যাহারে দ্বন্দ করিতে বাসনা করিয়াছেন। অজ্ঞান প্রজ্ঞাকে মাপ করিবেন। কুমার জানিবেন, পিতা বই এই অসহায়া অবলার ভার গ্রহণ করিবার সংসারে আর কেহ নাই। অধিক লেখা বাতুলতা মাত্র। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। সুরতী।

পত্র পাঠান্তে কুমার অভ্যাগতা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

রমণী। আজ্ঞা, আমার নাম মুঞ্জরী।

কুমার। আচ্ছা মুঞ্জরী! সুরতি এখন কেমনটী হয়েছে ? ছেলেবেলা দেখেছি. সেই অবধি আরতো দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

মুঞ্জরী। সুরতি বয়সের মতনই হয়েছে। রূপের তুলনা নাই, নিরূপমা সুন্দরী।

কুমার। হরেন্দ্র বাবু এমন বয়স্থা দুহিতাকে এখনও পাত্রস্থা করেন নাই কেন ?

মুঞ্জরী। বড়লোকের কথায় কে হাত দেবে বলুন। যা করে, তাই শোভা পায়। তবে শুনেছিলাম, সুরতির নাকি বিবাহের কছু অমত। বিবাহের সম্বন্ধ হ'লে রোগে শয্যাগত হয়ে পড়ে।

মা বাপের আদরের মেয়ে, কিছুরত অভাব নাই, সেই জন্যই তাঁরা বিবাহে তত গা করেন না। আর এক কথা, যেমন ঘরের মেয়ে, তেমন ঘরের ছেলে চাইতো ?

পাঠক! সুরতি বয়েসের মত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া কুমার যেন কেমন প্রকার হইয়া গেলেন। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। বাল্যকালের সেই অকৃত্রিম ভালবাসা, একত্রে শয়ন-ভোজন, সুরতির বিকচকমল আননের মধুমাখা কথাগুলি, একে একে সকলই মনে পড়িতে লাগিল। সুরতি যেন কুমারের বিবাহিতা স্ত্রী। শ্বশ্রুআলয় হইতে যেন তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছে। কুমারের হৃদয়কন্দরে এই ভাবটুকু এতদিন যে কোথায় লুকাইত ছিল, তাহা বলিতে পারি না।

বন্দীআবাসে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কহিনুরা তো কুমারকে এইরূপে বশতাপন্ন করিতে সমর্থা হয় নাই ? আর হরেন্দ্রবালা সুরতি এক-খানি পত্র লিখিয়া এতাদৃশ বিমোহিত করিয়া ফেলিল! বিধির লীলা কে বুঝিতে পারে। পাঠক বলিতে পারেন, কায়স্থ কন্যার সহিত ক্ষত্রিয়ের পরিণয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

বল্লালসেনের পূর্ব্বে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রীয়, শূদ্র পরস্পরের মধ্যে বিবাহ আদি চলিত।

সুরতির পত্রে কুমারের যেন বিবাহের পত্র অবধারিত হইল। কুমার মুঞ্জরীকে কহিলেন,—"তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনি।"

পাঠক! সুরতি স্বার্থান্ধ পিতার বুদ্ধির বিপর্য্যয় পরিদর্শন করতঃ কুমারের প্রীতি সাধনার্থ এই পত্র লিখিয়াছে।

কুমার মুঞ্জরীকে উদ্যান-বাটীতে বসাইয়া পত্র লিখিতে বৈঠক-

খানায় প্রবেশ করিলেন। তখন একটুকু রাত হইয়া গিয়াছে। নীলাকাশে চাঁদের পাশে দুই একটী তারা দেখা দিতেছে। খদ্যোতিকাপুঞ্জ ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। মুঞ্জরী একাকিনী ফুলবাগানে বসিয়া আছে। অন্যদিকে কুমার পত্র লিখিতেছেন :—

বাল্যসুহৃদ !—

তোমার মঙ্গল শুনি, সন্তোষ হইল প্রাণি,
সুখে থাক ঈশ্বর কৃপায়।
বিধি বিড়ম্বিত হয়ে, বহু কষ্ট কারালয়ে,
ভুঞ্জিলাম ঠেকি মহাদায়॥
তোমা হেন প্রিয়জনে, ভুলে আছি নাহি মনে,
স্মৃতি লোপ হয়েছে আমার।
পূর্ব্বের বন্ধুত্ব এবে, স্মরণ হইল সবে,
স্মৃতি ফিরি আসিল আবার॥
হৃদয়-সরসি মাঝ, তব মুখ-শরসিজ,
বিকাশ হইল হাসি হাসি।
স্মরতি স্মুরতিহায়, কত খেলা তোমা'মায়,
করেছিনু কত ভালবাসি॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে, যদি থাকে বিধিমনে,
পুনঃ মিল হইবে উভয়।
লইব তোমার ভার, ভাবনা কি আছে তার,
শুন মম বাল্য-সুহৃদয়॥
তব পিতা ক্রোধবান্, করে যদি অপমান,
ভগবান দিবে শাস্তি তার।

স্মরিতি সুমতি তুমি, না লিখি অধিক আমি,
ইতি শেষ করিনু হেথায়॥

তোমার—
শ্রীইন্দুবিজয় সিংহ।

কুমার পত্র শেষ করিয়া মুঞ্জরীর হস্তে প্রদান করতঃ কহিলেন, "রাত্র অনেক হয়েছে, অনেক দূর যেতে হবে, আমি একজন ভৃত্য সঙ্গে দিই, লইয়া যাও।"

মুঞ্জরী। যে আজ্ঞা, তাই দিন।

কুমার দাস্থ নামক একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া মুঞ্জরীর সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

———

# বিংশ পরিচ্ছেদ

## সহমৃতা।

ক্ষীণের প্রবলতা ধ্বংসের কারণ। পতনোন্মুখ হরেন্দ্র নিপাত হইবে বলিয়াই দুষ্ট মন্ত্রীর কুটীল প্রবর্ত্তনায় কলিঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি ও অহঙ্কারে মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তা না হইলে কি প্রজা হইয়া দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজ্যেশ্বর রাজার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে? রাজপুরে এই কৌতূহল-পূর্ণ প্রগলভতার সংবাদ পৌছাইলে সেনাপতি রণজিৎ সিংহ কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা লইয়া হরেন্দ্রের উচ্ছেদ সঙ্কল্পে সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ রঙ্গভূমে দেখা দিল। হরেন্দ্রের লাঠিয়ালের সহিত রণ-নিপুণ যোদ্ধূর কিরূপ সমকক্ষ হইয়াছিল, তাহা পাঠক মহাশয়কে একবার বলিতে হইল।

মাণিক হইতে হীন যথা খদ্যোতিকা।<br>
দাবানল হতে হীন তথা দীপশিখা॥<br>
বৈনতেয় হতে ক্ষুদ্র যেমত বায়স।<br>
বিষধর হতে হীন তেমন ডাড়স॥<br>
অপার জলধি হতে পুষ্করিণী যেমন।<br>
সুমেরু হইতে খণ্ড উপল তেমন॥

রুদ্রের সহিত যথা পিশাচের তুল।
তেমতি নরেন্দ্র হতে হরেন্দ্র বাতুল॥
ইচ্ছিয়া অনল মাঝে পুড়িবার তরে।
বিস্তারিল নিজপক্ষ মাতি অহঙ্কারে॥

কুমারকে বন্দী করণার্থ হরেন্দ্রমোহন স্বয়ং শিবিকা আরোহণে বিবাদ-ক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়া গেল, রণকৌশল মহারাষ্ট্রীয় বীরের নিকট নিকৃষ্ট লুণ্ঠনকারী দস্যুর কতক্ষণ অস্ত্র ধারণ করা সম্ভবপর? অনতিবিলম্বে জমিদারের যাবতীয় লাঠিয়াল নশ্বর দাঙ্গা দাবানলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। অযথা উন্নত-গর্ব্ব মস্তক অবনীর অনন্ত-সাগরে নিমজ্জিত হইল। হরেন্দ্র স্বীয় বিপদ সন্দর্শনে হতাশ হৃদয়ে শিবিকা হইতে অবতরণ করতঃ পলায়নের পথ দেখিতে লাগিল। এমন সময় সেনাপতি সম্মুখীন হইয়া পলাতক বিপক্ষের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রোষব্যঞ্জক-স্বরে বলিতে লাগিল,—

স্বার্থপর! কোথা যাস লয়ে পাপ প্রাণ?
প্রভুদ্রোহী নরপিশাচ তিষ্ঠ দুরাশয়।
কৃপাণে কাটিয়া পাঠাই কৃতান্ত আলয়,
কত পাপ অর্জ্জিয়াছ স্বার্থের কারণ,
প্রতিফল ভুঞ্জিবারে কেন এত ডর?
কি ফল রাখিয়া বল এ ছার জীবন
দুর্নাম ঘোষিবে সবে জীবে যত কাল
লভিবে পরম শান্তি যাহ পরলোকে।

সেনাপতি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হরেন্দ্রের গতিরোধ করিল। জমিদার অনন্যোপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে রণজিতের উপর পিস্তল

ছুড়িল, গুলি সেনাপতির বামবাহু ভেদ করিল। বীর্য্যবন্ত ধৈর্য্যশীল ক্ষত্রিয় বীর একটি গুলিতে তত অধীর হইল না। যেমন আঘাত পাইল, অমনি লগুড়াহত বিষধরের ন্যায় কুপিত হইয়া রণদক্ষ রণজিৎ সবেগে হরেন্দ্রের মস্তকে অসি প্রহার করিল। নিদারুণ আঘাতে হরেন্দ্র হত-চৈতন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। অবশিষ্ট লাঠিয়াল কেহ হত, কেহ আহত, কেহবা বন্দীকৃত হইল। রণজিৎ সিংহ সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজপুরাভিমুখে গমন করিল।

এদিকে কুমার ইন্দুবিজয় সার্দ্ধশত সৈন্য লইয়া হরেন্দ্র-বাটির চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নানা অস্ত্র বিভূষিত সৈন্যগণকে বাটী ঘেরিতে দেখিয়া চাকর চাকরাণী, নায়েব গোমস্তা, সরকার মুচ্ছুদ্দি, সকলেই বাটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

অন্তঃপুরে হরেন্দ্র-গৃহিণী এবং সুরতি এই বিভ্রাট দর্শন করিয়া, রোদন করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, স্বামিন্! অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য মূল্যবান জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন? নাথ! এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? প্রজা হইয়া রাজার প্রতি কেন অত্যাচার করিলেন। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ করিলেন। কন্যা সুরতিও পিতাকে ধিক্কার দিয়া কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময় চারিজন লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ সুরতিকে ধৃত করিয়া সবেগে প্রস্থান করিল। বামাসুন্দরী কন্যার অবস্থা দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পুরপ্রাঙ্গণে পতিতা হইল। তিনিও তথা হইতে স্থানান্তরিতা হইলেন। জমিদারের প্রত্যেক গৃহে চাবি পড়িয়া গেল। চতুস্পার্শে প্রহরী নিযুক্ত রহিল।

বামাসুন্দরী কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া চতুর্দ্দিকে

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বামাসুন্দরী যেন পূর্ব্বে কখনও দুই একবার এই স্থানে আসিয়াছিল। ক্রমে যুগপৎ মনে পড়িল— স্থানটী তাহার পরিচিত।" ঐ সময়ে কুমার ইন্দুবিজয় সম্মুখে আসিয়া বিনতি সহকারে বলিতে লাগিলেন,—

"মা! আমায় মাপ কর্‌বেন।"

বামাসুন্দরী কুমারকে চিনিতে না পারিয়া বলিল,—

"কে আপনি ক্ষমা চাইছেন?"

কুমার। আজ্ঞা আমি স্বর্গীয় ইন্দ্রবিজয়ের পুত্র ইন্দুবিজয়।

বামাসুন্দরী শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া কুমারের মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—

"বাবা ইন্দুবিজয়! আমি কোথায়? তুমি কি আমার সেই ইন্দু? বাবা, তোমার চাঁদমুখ দেখে আমি আজ সকল শোক ভুলে গেছি। এস বাবা—এস, আমার কোলে এস! আমার প্রাণ শীতল কর।—কুমার! তুমি যে আমার পালিত-পুত্র, ছেলে-বেলায় আমারি কোলে তুমি প্রতিপালিত হয়েছ! ইন্দুবিজয়! মনে পড়ে কি বাবা?"

কুমার। মা! আমার বেশ স্মরণ আছে—আপনার যত্নে প্রতিপালিত হয়েছি। মা! তাকি কখন ভুলতে পারি! মা! আপনার চরণে ধরি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। বাবা আমার উচ্ছেদ সাধনের জন্যই অগ্রে বিবাদ বাধাইয়াছেন। মনুষ্য মনুষ্যকে শাসন করবার কে? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর মনুষ্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া যথাবিহিত শাস্তি দিয়া থাকেন।

বামা। না বাবা, তোমার দোষ কি? ভগবান নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে থাকেন। তিনি দুরন্তের শাসন-কর্ত্তা। শান্ত

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নীতিপরায়ণের রক্ষাকারী। তাঁর নিকট অবিচার হ'বার যো নাই। তুমি সত্যেন্দ্রিয়, সুশীল, প্রজাপালক, ভগবান তোমার মান না রেখে কি স্বার্থান্ধ কোপনশীল ক্রুরকে প্রশ্রয় দেবেন? এতে তোমার কোন অপরাধ নাই। তিনি কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করেছেন। তুমি ন্যায়বান আদর্শ পুরুষ। সেই অচ্যুত, অনন্ত-বিশ্বের নিয়ন্তার প্রীতিময় অনন্ত চক্ষু, সত্যান্তঃকরণ নিঃস্বার্থীর উপরি ন্যস্ত রাখেন, এবং তারই জগতে জয় করতলগত।

পাঠক! বামাসুন্দরী এবং কুমারের এইরূপ কথাবার্ত্তা হই-তেছে, এমন সময় সংবাদ বাহক যুদ্ধের সংবাদ লইয়া আসিল। পাঠক জানিবেন, কুমার সুরতিকে অপহরণ করিয়া আনিবার কিছু পূর্ব্বেই রণজিৎ সিংহ হরেন্দ্রের প্রাণহরণ করিয়া দুর্গ উদ্দেশে প্রতি-গমন করিল। সেনাপতি ভবনে আসিয়া শ্রবণ করিল,—সুরতির সহিত জমিদার গৃহিণী বামাসুন্দরীও আনিত হইয়াছে। রণজিৎ সিংহ বিবেচনা করিল, নিজে বামাসুন্দরীকে স্বামীর মৃত্যু সংবাদটা দেওয়া অনুচিত! দূত প্রমুখাৎ কুমারকে জ্ঞাত করানই ন্যায়-সঙ্গত। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেনাপতি দূতকে কুমারের সন্নিকট প্রেরণ করিল, এবং যে ভাবে হরেন্দ্রের মৃত্যু সমাচার দিতে হইবে, তাহাকে সেইরূপ বলিয়া দিল। দূত অন্তঃপুরে কুমারের নিকট উপস্থিত হইলে, কুমার কহিলেন,—

"বল দূত, সংবাদ কি?"

দূত। ধর্ম্মাবতার! দুই ঘণ্টা দাঙ্গার পর জমিদারের লাঠিয়াল কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা বন্দীকৃত হইয়াছে। সেনাপতি মহাশয় হরেন্দ্রবাবুকে বন্দী করবার জন্য যেমন নিকটে গেলেন, অমনি তিনি পিস্তল ছুড়িলেন। সেনাপতি মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই

সাবধান ছিলেন, গুলি তাঁহাকে নিতান্ত অধীন কত্তে পারে নাই। কেবল একটী মাত্র গুলি বাহু ভেদ করেছে। পরে হরেন্দ্র বাবু আর একটি পিস্তল বার করে আত্মহত্যা করেছেন।

কুমার। একবারে আত্মহত্যা! তোমরা ভাল করে সেবা করেছিলে তো?

দূত! আজ্ঞে, সেনাপতি জমিদারকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। গুলি একেবারে ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল।

কুমার। তারপরে কি হলো?

দূত। পরে পরম যত্নের সহিত হরেন্দ্রবাবুর দেহ শান্তি নদীর তীরে আনীত হয়েছে। এখন আপনার যা আজ্ঞা হয়।

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বামাসুন্দরী জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিল, কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া অজ্ঞানবৎ রহিল। পরে বলিল,—

"ইন্দু! বাপ আমার! আমার সুরো কোথায়?"

কুমার। মা! আপনার সুরতি আপনার নিকটেই আছে।

কুমার সুরতিকে আনাইবার জন্য একজন দাসীকে ইঙ্গিত করিলেন। দাসী সুরতিকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বামাসুন্দরী কন্যাকে দর্শন করিয়া ব্যাকুল প্রাণে তাহাকে ক্রোড়ে ধরিল। মাতা-পুত্রী উভয়ের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য কাহারও বাক্য-স্ফুরিত হইল না। পরে মোহ দূরীভুত হইলে যন্ত্রণাসূচকস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুমার সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন,—

"মা! যা হবার হয়ে গেছে, আর রোদনে ফল কি? আমি আপনার পুত্র, আপনি আমার মা। আমি পুত্রের ন্যায় ভক্তি সহকারে আপনার পূজা করবো, কোন চিন্তা নাই। অদ্য হতে

আমি আপনাদের সমস্ত ভার গ্রহণ করলাম। আমি চিরজীবন আপনার সেবায় নিযুক্ত রহিব।

বামা। কুমার! আমার ভার তোমায় গ্রহণ কত্তে হবে না। আমায় বিদায় দাও, হিন্দু-রমণীর যে ধর্ম্ম তাহা পালন কত্তে দাও। বাবা ইন্দু! আমার কাছে এস।

কুমার বামাসুন্দরীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। জমিদার-গৃহিণী কুমারের হস্তে সুরতির হস্ত ন্যস্ত করিয়া সকরুণ কণ্ঠে বলিল,—

"ইন্দু, বাবা! এই অসহায়া অবলা সুরতিকে তোমারি করে অর্পণ করিলাম। দেখ বাবা, দুঃখিনীর কন্যা বলে যেন উপেক্ষা করোনা। সুরো আমার বড় অভিমানিনী, মাকে আমার স্নেহের চক্ষে দর্শন করো। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। আর আমার বলবার কিছুই নাই। কুমার এই অনুরোধটী রক্ষা করো বাবা!"

কুমার। মা! আপনার চরণ স্পর্শ করে বলছি, সুরতি আজ হতে আমার ধর্ম্মপত্নী। ধর্ম্মসাক্ষী! স্বর্গীয় পিতা সাক্ষী!! সুরতিকে আমি পত্নিত্বে বরণ করিব।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ।

## নূতন কলেবর।

পাঠক! আমরা নানা প্রসঙ্গে ব্যস্ত থাকিয়া আমাদের মর্জ্জিনা ও কহিনুরাকে একবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। আসুন, একবার তাহাদিগের অনুসন্ধান করি। যোগীবর ইন্দুবিজয়কে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া কহিনুরা ও মর্জ্জিনা সমভিব্যাহারে কাম্যকূপ তীর্থে গমন করিলেন। কাম্যকূপ জীবের আশু ফল-প্রসবিনী কল্পতরু স্বরূপ। যোগীরাজ কহিনুরা ও মর্জ্জিনাকে বলিলেন,—"মা কনকতারা, মা মর্জ্জিনা! তোমরা যবন-গৃহে প্রতিপালিত হওয়ায় জনসাধারণ বাহ্যিক নয়নে তোমাদের দেহ কলুষিত দর্শন করিতেছে। উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করতঃ ভগবানে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া, এই কাম্যসরোবরে স্নান কর, তাহা হইলেই কামপ্রদা করুণাময় তোমাদের কামনা পূর্ণ করিবেন।

যোগীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিনুরা পরমেশ্বর উদ্দেশে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল,—"হে অন্তর্য্যামিন! কুমার ইন্দুবিজয় যেন আমায় পত্নীভাবে গ্রহণ করেন।" অনন্তর যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া সরোবরে ডুব দিল, আর উঠিল না।

মর্জ্জিনাও ঈশ্বরোদ্দেশে কহিল,—

"হে জগদীশ্বর! আমি যেন কহিনুরার প্রিয়সঙ্গিনী হইতে পারি।" এই বলিয়া যোগীর পদকমল বন্দনা করতঃ কূপে অবগাহন করিল, আর উঠিল না।

পাঠক! ইদানীং আর কাম্যকূপের সে মহিমা নাই। তার সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত গুণ ত্রিগুণ হরণ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সরোবর ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়, মধুহীন পুষ্পের ন্যায়, বিষহীন অহির ন্যায় দিল্লি মহানগরীতে অবস্থিতি করিতেছে। আমি সেই অভিলষিত ফলপ্রদ সরোবরের মহিমা কিছু প্রকাশ করিব। দিল্লির অনতিদূরে এক পরমহংস সশিষ্য কিছু দিবস বাস করিবার বাসনায় একবৃক্ষমূলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শিষ্যেরা প্রতিদিন অপরাহ্নে যোগীবরকে একবাটী অমুষ্ণ দুগ্ধ আহার করিতে দিত। যোগীরাজ একদিবস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস্য! তোমরা কি দুগ্ধ ছাঁকিয়া দিয়াছিলে?"

শিষ্য কহিল, "প্রভু, প্রতিদিন আমরা ত এরূপই দিয়া থাকি। কৈ, একদিনও তো ছাঁকিবার কথা বলেন নাই?"

যোগী কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা তা হইলে ভাল কার্য্য কর নাই, অনপূতঃ পয়োপানে সদ্য গো-মাংস ভক্ষণ স্বরূপ হইয়া থাকে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ গুরুর চরণে অপকার্য্যের ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিল।

যোগী বলিলেন, "তোমাদের দোষ নাই, বিধি আমার কর্ম্ম-ফলের শাস্তি দিয়াছেন। যাহা হউক, তোমরা কি আমার সহিত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কাম্যকূপে অবগাহন করিবে?"

শিষ্যগণ পরমহংসের বাক্যে সম্মত হইল। যোগী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কাম্যকূপে ডুব দিলেন। পাঠক! সেই পরমহংস দিল্লীশ্বর বা জগদ্দীশ্বর আকবর নামে প্রভূত শক্তিশালী দীল্লিপতি হইয়াছিলেন। সেই কাম্যকূপ কালের কুটিল গতিতে অন্ধকারময় ডোবা কূপ হইতেও এখন অপকৃষ্ট হইয়াছে।

এদিকে মর্জ্জিনা এবং কহিনুরা সরোবরে প্রাণত্যাগ করতঃ কলিঙ্গের অন্তর্বর্ত্তী অম্বর নগরে এক মহারাষ্ট্রীয় ভবনে জন্ম পরিগ্রহ করিল। মহারাষ্ট্রীয় দুই সহোদর তৎপ্রদেশে মহা সম্ভ্রান্ত জমিদার। জ্যেষ্ঠের গৃহে কহিনুরা জন্মগ্রহণ করিল। কনিষ্ঠের ভবনে মর্জ্জিনা ভূমিষ্ঠ হইল। দৈনন্দিন উভয়ে শশীতেন্দুর ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। মর্জ্জিনা ও কহিনুরা যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল। একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, দুজনের একমুহূর্ত্ত অদর্শন বা একমুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ নাই। ক্রমে উভয়ে পরিণয়াবস্থায় উপনীত হইল। উভয়ের সৌন্দর্য্য অলৌকিক, দুটীই বর্ণনাতীত সুন্দরী। যদৃচ্ছা-ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে অনাদি আচার্য্য একদিবস ঐ মহারাষ্ট্রীয় জমীদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জমীদার যোগীরাজকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করতঃ আসন প্রদান করিলেন। অনাদি আচার্য্য আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"শুনিলাম, আপনার ভবনে নাকি শান্তশীলা সুলক্ষণা দুইটী কন্যা আছে?"

আজ্ঞা হাঁ! একটী আমার দুহিতা, অপরটী আমার ভ্রাতৃ-পুত্রী।

অনাদি। এক্ষণে আমি আপনার বাটীতে ঘটক স্বরূপ, দুইটী

পাত্রীর অন্বেষণে আসিয়াছি। পাত্র—মহাকুল-গৌরব কলিঙ্গেশ্বর ইন্দ্রবিজয়ের পুত্র ইন্দুবিজয়, এবং তৎসখা রণজিত সিংহ। উভয়েই বহুগুণবিশিষ্ট পরম রূপসম্পন্ন যুবক। আপনি মত করিলে আমি অদ্যই আপনার দুইটি কন্যাকে আশীর্ব্বাদ ও পত্র করিয়া যাই।

মহারাষ্ট্রীয়। মহাশয়! আমরা এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, রাজকুল-গৌরব কলিঙ্গেশ্বরের পুত্র, এই ভিক্ষুকের কন্যার পাণিপীড়ন করিবেন?

অনাদি। সে জন্য আপনার চিন্তা নাই। আপনার কন্যা দুটীকে একবার লইয়া আসুন।

মহারাষ্ট্রীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণমধ্যেই মর্জ্জিনা ও কহিনুরাকে উত্তমরূপে ভূষিত করিয়া যোগীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কন্যা দুটী যোগীর চরণে প্রণত হইল। যোগী উভয়কে ক্রোড়ে ধারণ করত মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"এস মা এস! আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও! তোমাদের পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসুক। রাজরাণী হয়ে সুখে সংসার কর।"

যোগীর আশীর্ব্বাদের ভাবার্থ কেহই কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

অনাদি। আপনি ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?

মহারাষ্ট্রীয়। আজ্ঞা, আমার কন্যার নাম বিভাবরি. ভ্রাতষ্পুত্রির নাম প্রভাস।

অনাদি। তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আমি দুইটী নূতন নাম রাখিয়া যাইব। কারণ ঐ নামের গণনায় দম্পতি যুগলের মিলনৈক্য হইবে না। আপনার কন্যার নাম রাখিলাম,—কনকতারা, আর আপনার ভ্রাতষ্পুত্রীর নাম দিলাম—মুঞ্জুহরা।

মহারাষ্ট্রী। যে আজ্ঞা, আপনি যা ভাল বুঝেন তাই করুন।

যোগীবর কনকতারা ও মুঞ্জুহরাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সহোদরী যুগলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজভবনে কন্যার পরিণয় হইবে বলিয়া, উত্তমরূপে আপনাদিগের বাটী, উদ্যান ও প্রান্তর সজ্জীভূত করিতে লাগিলেন।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### উপসংহার )

বিভাবরী অস্তগত! শশাঙ্ক সমস্ত রজনী পরিভ্রমণ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। তারাপুঞ্জ এক একটী করিয়া গগন-সলিলে অবগাহন করিল। পাপিয়া পিক বায়সাদি পক্ষী সকল উচ্চরবে জীবকুলকে উষার আগমন জ্ঞাপন করাইতেছে। প্রভাতারুণের দিগন্তসঞ্চারী স্নিগ্ধ কিরণকণা মৃদু মৃদু ধরণী অধিকার করিতেছে। এই সময় কলিঙ্গের উচ্চ রাজপ্রাসাদোপরি যুবরাজ ইন্দুবিজয় অলসের বিঘোরে নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্ন দেখিতেছেন। কুমার যেন কোন এক অজানিত প্রদেশের একটী পুষ্প উদ্যানে একাকী বসিয়া কাননের শোভা দর্শন করিতেছেন। এমন সময় কহিনুরা একখানি বেনারসি সাটী পরিধান করতঃ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া কুমারের কিঞ্চিৎ দূরে একটি তমাল-বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—

"রাজকুমার! তুমি বিবাহ করে সংসারী হয়েছ, শুনে বড় সুখী হয়েছি। তোমার সুখেই আমার সুখ। এই অবলা কহিনুরাকে ভুলিও না—এক একবার স্মরণ করিও। আমি তোমার

চাঁদমুখ হৃদয়ে অঙ্কিত করে যোগিনী হয়ে কাননবাসিনী হবো।” এই বলিয়া কহিনুরা অগ্রসর হইতে লাগিল। কুমার এতক্ষণ নিশ্চল ভাবে কহিনুরার বাক্য শুনিতেছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, “কহিনুরা! তুমি কোথা যাবে? যোগিনী হবে? দাঁড়াও, আমিও সংসার ত্যাগ করে তোমার সহিত যোগী হয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করবো।” এই বলিয়া যেমন কুমার কহিনুরাকে ধরিতে যাইবেন, অমনি সেই তমাল বৃক্ষে বাধা পাইয়া কুমার পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শয্যাপার্শ্বে সুরতি ছিলেন, কুমারকে চকিতনয়নে গৃহের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে দেখিয়া বলিলেন,—

“নাথ! কি দেখ্‌ছেন?”

কুমারের তখন নয়ন হইতে বসুধারা বিগলিত হইতেছিল, কুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

“প্রিয়ে, আজি বড় একটি মর্ম্মভেদী দুঃস্বপ্ন দর্শন করে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।”

সুরতি। কি স্বপ্ন দেখেছেন নাথ?

কুমার। তবে বলি শুন! আমি যবন-কারাগারে নবাবের দুহিতা কহিনুরার যত্নেই প্রাণধারণ করেছিলাম। আজ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন কোরে প্রাণ যার-পর-নাই সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। গুরুদেব আমাকে রাজতক্তে বসাইয়া, কহিনুরা সমভিব্যাহারে কোথায় চলিয়া গেলেন, বলিতে পারি না।

সুরতি। ভালবাসিলে ভাল বাসিতে হয় বটে। কিন্তু উপায় ত নাই। কহিনুরা যে যবনী—

কুমার। সুরতি! সে যবনী নয়, সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী।

তুমি তাহাকে দেখিলে আত্মহারা হইবে। কহিনুরা যবনী নয়—শাপভ্রষ্টা কোন সুররমণী।

কহিনুরার গুণাগুণ শ্রবণ করতঃ সুরতিবালা কিছু বিষাদযুক্ত হইল। তদনন্তরে কুমার গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ অমাত্য মিত্র লইয়া বিচারাসনে সমাসীন হইলেন। বিচারকার্য্য শেষ হইলে রসিক মধুভাণ্ড ও সখা রণজিৎ সিংহ নানাবিধ ঐতিহাসিক গল্প বলিয়া কুমারের চিত্ত রঞ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু গত বিভাবরীর সেই স্বপ্নলহরী কুমারের হৃদয়-সরোবরে তরঙ্গাকুলিত হইতেছে। তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কহিনুরার সেই হাসিভরা মুখখানি—সেই ঢুলু ঢুলু চঞ্চল নয়নের টানা চাহুনি প্রতিক্ষণে কুমারের হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত হইতেছে। এখনও কহিনুরার সেই কথাটী "আমি যোগিনী হয়ে কাননবাসী হ'ব" মধুর স্বরে শ্রুতিমূলে ঝঙ্কারিত হইতেছে। কুমার সুহৃদ বাক্যে কেবলমাত্র সায় দিতেছেন; কিন্তু কুমারের মনপ্রাণ সেই তমাল-তলে কহিনুরার আলোকময় ছবির নিকট জানিবেন।

এমন সময় সেই পরম যোগী অনাদি আচার্য্য সভায় সমাগত হইলেন। যোগীকে দর্শন করিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া চরণ বন্দনা করতঃ আসন প্রদান করিল। যোগীবর কুমারকে আশীর্ব্বাদ করতঃ আসনে উপবেশন করিলেন। যোগী মধুভাণ্ড, রণজিৎ ও কুমারকে বিরলে লইয়া গিয়া কহিনুরা ও মর্জ্জিনা ঘটিত ঘটনাবলী আমূল বিবৃত করিলেন। যোগীবরের এবম্বিধ অমানুষিক কার্য্যে সকলে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

তৎপরদিবসে যোগীরাজ কুমার ও রণজিৎ সিংহকে বরবেশে

সজ্জিত করিয়া এবং রীতিমত সৈন্যসামন্ত ও পাত্রমিত্র লইয়া অম্বর নগরে মহারাষ্ট্রীয় ভবনে গমন করিলেন। কন্যাযাত্রী ও কন্যা-কর্ত্তা অগ্রসর হইয়া বর, বরযাত্রদিগকে সম্মানের সহিত সভায় আনিলেন। যথাকালে ইন্দুবিজয়ের সহিত কনকতারার, এবং মুঞ্জুহরার সহিত রণজিত সিংহের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল, এবং নানা কৌতুক রহস্যে বিভাবরি প্রভাত হইলে বর কনে বিদায়ের উৎযোগ হইতে লাগিল। প্রতিবেশিনী সকলে সমবেত হইয়া মুঞ্জুহরা ও কনকতারার জন্য আনন্দাশ্রু বরিষণ করিতে লাগিল। এদিকে গমনের সমস্ত যৌতুক দ্রব্যাদি রীত্যনুসারে প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতাযুগলে বর কনে বিদায় করিলেন। এই ঘটনার পর যোগীরাজ কাশীধাম যাত্রা করিলেন। যোগীরাজের আশী-র্ব্বচনে কনকতারা ও মুঞ্জুহরা পূর্ব্ব স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

পাঠক! কুমার ইন্দুবিজয়—সুরতি ও কনকতারা দুটী আদর্শ সতী পাইয়া সংসারে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কনকতারার বিনম্র ও শীলতা দর্শন করিয়া সুরতিবালা সপত্নী ঈর্ষা ত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহাদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।

ইন্দুবিজয় সর্ব্বগুণসম্পন্না তরুণীযুগলের প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।